

আমাদের কথা

বাংলাদেশের উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যতম অবদান রাখছে কৃষি, যা সিংহভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধানতম অবলম্বন। শুধু তাই নয়, আবহমানকালের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে কৃষির রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন প্রতিকূলতা ছাড়াও প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে সীমিত জমি থেকে বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

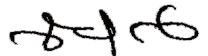
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য বহুমুখী বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি বিষয়ক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষকদের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিকূল জলবায়ুসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ বিস্তৃত করা, পরিবেশসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতি উৎসাহিত করা, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ই-কৃষির বিস্তার, কৃষি উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাকে টেকসই রূপ দিতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে। এসব পদক্ষেপের কারণে আমরা খোরপোষের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে যাত্রা শুরু করেছি। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে পাট রপ্তানিতে প্রথম, পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম স্থান অধিকার করে কৃষি উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কৃষি উন্নয়নের এ নিরন্তর ধারা টেকসই রূপ দিতে আগামীতে আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশসম্মত প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

কৃষি তথ্য সার্ভিস ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণমাধ্যমের সহায়তায় আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ আপামর কৃষিজীবীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে দেশের কৃষিক্ষেত্রে ‘ই-কৃষি’র সূচনা ও বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিস অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে। তথ্যবহুল ও হালনাগাদকৃত কৃষির বাংলা ওয়েবসাইট, দেশব্যাপী ৪৯৯টি এআইসিসি, কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩, ই-বুক, এআইএসটিউব, স্যাটেলাইটভিত্তিক স্মার্ট এগ্রিকালচার, কমিউনিটি রেডিও এসবই কৃষিবিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকে কার্যকর ও গতিশীল করেছে। এসবের পাশাপাশি প্রিন্ট মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মাসিক কৃষিকথা, সম্প্রসারণ বার্তাসহ বিভিন্ন মুদ্রণসামগ্রী প্রকাশ ও বিতরণ, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘বাংলার কৃষি’, ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার, বাংলাদেশ বেতারে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানমালা নির্মাণ ও সম্প্রচারের মাধ্যমে কৃষির প্রয়োজনীয় তথ্য ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করতে কৃষি তথ্য সার্ভিস সচেষ্ট রয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রকাশ করছে ‘কৃষি ডাইরি’। এতে কৃষিবিষয়ক সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রযুক্তি, পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও ব্যক্তির যোগাযোগ তথ্য সংযোজিত থাকায় কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষিবিজ্ঞানী, গবেষক, ছাত্রছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবারই এটি উপকারে আসবে বলে আশা করছি। কৃষি ডাইরি-২০২০ প্রকাশের জন্য যেসব সংস্থা ও ব্যক্তির তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকর্মীরা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সময়মতো ডাইরিটি প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

সবার জন্য রইল নতুন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জানুয়ারি ২০২০
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।


(কৃষিবিদ ড. মো. নূরুল ইসলাম)
পরিচালক
কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি (২০০৯-২০১৯)

কৃষি আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৬ শতাংশ। বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ডেল্টাপ্লান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃষিক্ষেত্রে সমন্বয়যোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ফলে দেশে কর্মসংস্থান সম্প্রসারিত হচ্ছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান দশম। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

- ❖ ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১৫.৭৪ লাখ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছে ৪৩২.১১ লাখ মেট্রিক টন, যার ফলে দেশ আজ দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০০৬ সালে দানাদার খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২৬১.৩৩ লাখ মেট্রিক টন;
- ❖ এক ও দুই ফসলি জমি অঞ্চল বিশেষে প্রায় চার ফসলি জমিতে পরিণত করা হয়েছে এবং দেশে বর্তমানে ফসলের নিবিড়তা ২১৬%। ২০০৬ সালে দেশে ফসলের নিবিড়তা ছিল ১৮০%;
- ❖ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। লবণাক্ততা, খরা, জলমগ্নতা সহনশীল ও জিংকসমৃদ্ধ ধানসহ এ পর্যন্ত ধানের ১২৭টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- ❖ নিবিড় সবজি চাষের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৫৯ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন করে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১ কোটি ৭২ লাখ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হয়েছে। ২০০৬ সালে শাকসবজির উৎপাদন ছিল ২০ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন;
- ❖ আম উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম। দেশে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৩.৭২ লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়েছে;
- ❖ ২০০৯ হতে বিভিন্ন ফসলের ৫৮৪টি উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে এবং ৯০৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- ❖ কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার নিয়মিত প্রদানের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা হচ্ছে;
- ❖ ভাসমান বেডে চাষাবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি ও মসলা উৎপাদন করা হচ্ছে। ভাসমান বেডে চাষাবাদ পদ্ধতিটিকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ২০১৫ সালে কৃষিতে বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে;
- ❖ শেখ হাসিনার সরকার সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সকল খাতে মোট ৭৩ হাজার ১৪০ কোটি টাকার মধ্যে সার খাতেই ৬৬ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে প্রণোদনা/কৃষি পুনর্বাসন চালু করেছে। অদ্যাবধি এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৯১১ কোটি ১৮ লাখ ৬৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৮৬ লাখ ৪ হাজার ৫০৯ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন;
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন বাবদ ১০১ কোটি ৭ লাখ ২১ হাজার ২৫০ টাকা ব্যয়ে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ উৎপাদনমুখী কৃষিবান্ধব সরকার নানাবিধ সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ২ কোটি ৫ লাখ ৯৯ হাজার ৮৬৯ জন কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করেছে;
- ❖ শেখ হাসিনার সরকার কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেয়ায় ১ কোটি ০৭ লাখ ৩৬ হাজার ৫৩৫টি ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে;
- ❖ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত বাজেট ছিল ৭ হাজার ৯২৪ দশমিক ৫৭ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৫৩ কোটি ৪০ লাখ টাকায় অর্থাৎ ৭৭% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ❖ ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিআরআরআই কর্তৃক ধানের ৫০টি জাত, বিএআরআই কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ২২৯টি জাত, বিজেআরআই কর্তৃক পাটের ১২টি জাত, বিএসআরআই কর্তৃক ইক্ষুর ৮টি জাত ও সুগার বিট, তাল ও স্টেভিয়া ৪টি জাত, সিডিবি

কর্তৃক তুলার ৯টি জাত এবং বিআইএনএ কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ৬৩টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- ❖ জিএমও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিটি বেগুনের ৪টি জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বিটি তুলার জাত উদ্ভাবনের কাজ চলমান রয়েছে;
- ❖ দেশী ও তোষা পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কার এবং পাটসহ পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদ/ফসলের ক্ষতিকর একটি ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫১টি পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও উন্মুক্ত করা হয়েছে;
- ❖ দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বছরব্যাপী ফল উৎপাদন, প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- ❖ সরকার ২০১৮ সালে গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে গম ও ভুট্টার গবেষণা আরো সম্প্রসারিত হবে। ইতোমধ্যে গবেষণার মাধ্যমে গম ও ভুট্টার নতুন নতুন জাত মাঠে সম্প্রসারিত হয়েছে;
- ❖ দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্মত বীজের ঘাটতি মোকাবিলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজবর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ডাল ও তেল বীজবর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- ❖ ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের কাক্ষিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ডাল, তেল ও মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন সম্প্রসারণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল ও ভুট্টাসহ ২৪টি ফসলের চাষ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষক ভাইদের ৪% হারে ঋণ প্রদান করছে;
- ❖ সারাদেশে নারিকেল, তাল ও খেজুর চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। এরই মধ্যে ৫৩ লাখ ৫৪ হাজার ৮০২ নারিকেল, তাল, খেজুর ও সুপারি চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত ও বিদেশি ফল চাষে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে;
- ❖ ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার সারের মূল্য ৪ দফা কমিয়ে বর্তমানে প্রতি কেজি-টিএসপি ৮০ টাকা থেকে কমিয়ে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২৫ টাকায় নির্ধারণ করেছে;
- ❖ কৃষকের মৃত্তিকা নমুনা সরেজমিন পরীক্ষা করে ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম মাত্রার সার সুপারিশ করার লক্ষ্যে ১০টি ড্রাম্যামাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার চালু করা হয়েছে। এটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিক ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করছে;
- ❖ সঠিক শস্যবিন্যাস অনুসরণের লক্ষ্যে জলবায়ু ও মৃত্তিকা উপযোগিতা অনুযায়ী ১৭টি ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ❖ সেচের পানি উৎস বৃদ্ধিকল্পে ভূউপরিষ্ক পানি (বৃষ্টি ও বন্যার পানি) সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল-নালা, পাহাড়ি ছড়া ইত্যাদি পুনঃখনন/সংস্কার করা হয়েছে;
- ❖ আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর রাবার ড্যাম চালুর ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। সেচ কাজে ভূউপরিষ্ক পানিসম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলার নদী সংলগ্ন এলাকায় সেচ উপযোগী রাবার ড্যাম এবং হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণাধীন রয়েছে;
- ❖ ৯ হাজার ৩১০ কিলোমিটার খাল-নালা পুনঃখননের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ২ হাজার ৮৩০ কিলোমিটার ভূউপরিষ্ক পাকা সেচনালা এবং ১৭ হাজার ৭৩৩ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। সেচ কাজে ২ হাজার ৪৫৮টি স্মার্টকার্ড/২০২টি প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে;
- ❖ ১৩২টি সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প এবং ৪৫০টি আর্টিজান নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে;
- ❖ ভূনিষ্ক পানির ওপর চাপ কমানো, পুনর্ভরণ (Recharge) এবং ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবহারে মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ পরিচালনায় নব উদ্ভাবিত সৌরবিদ্যুৎ চালিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ ও সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৪৪টি পাতকুয়া (Dugwell) স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে দেশের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় কৃষকের জন্য ৭০% এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০% হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২২ কোটি ৮০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ আমদানিকৃত বীজের রোগবালাই পরীক্ষার জন্য Post Entry Quarantine Centre স্থাপন করা হয়েছে। উন্নত জাতের চারা কলম তৈরির জন্য টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;

- ❖ ডিজিটাল কৃষি তথা ই-কৃষির প্রবর্তন করা হয়েছে। দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩, এআইএসটিউব, কৃষি তথ্য বাতায়ন, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, বারি আম অ্যাপস, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে;
 - ❖ বর্তমানে সরকার ১৯৯৯ সালে কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছিল। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সময়োপযোগী কৃষিনীতি প্রণয়ন করে। ২০১৮ সালে পুনরায় সময়োপযোগী করে কৃষিনীতি ২০১৮ প্রণয়ন করে। এ ছাড়া ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা, জৈব কৃষিনীতি, কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যকরী ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করেছে;
 - ❖ স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষি খাতে বায়োটেকনোলজি, পার্টিং, ফেরোমন ফাঁদ, আইপিএম, আইসিএম, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যবহার করে যথাসম্ভব বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে;
 - ❖ পরিবর্তিত জলবায়ুতে চাষের উপযোগী জাত উদ্ভাবন, বায়োফার্মিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ শস্য উৎপাদন এবং উদ্ভিদ রোগ প্রতিরোধ ও ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ পাটের জিনোম সিকোয়েন্স করতে এরই মধ্যে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ এখন টেকসই খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে;
- ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ সরকারের একটি মহৎ পরিকল্পনাই নয় এটি অর্থনৈতিক মুক্তির চ্যালেঞ্জের ভিশন। ভিশন ২০২১, এসডিজি ২০৩০, ভিশন ২০৪১ ও ডেল্টাপ্লান ২১০০ বাস্তবায়নে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ২০২১, ২০৪১ ও ডেল্টাপ্লান ২১০০ বাস্তবায়ন হলেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তব রূপ ধারণ করবে।

কৃষি

ফসল	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন/পাট লক্ষ বেল)		
	২০০৬	২০০৯	২০১৯
চাল	২৬৫.৩০	৩১৩.১৭	৩৭৩.৬৩
গম	৭.৩৫	৮.৪৯	১১.৪৮
ভুট্টা	৫.২২	৭.৩০	৪৬.৯৯
আলু	৪১.৬১	৫২.৬৮	১০৯.৪৯
ডাল	২.৭৫	১.৯৬	৯.৩৭
তেলবীজ	৩.২৯	৮.৪০	১০.৬৪
শাকসবজি	২০.৩৩	২৯.০৮	১৭২.৪৭
পাট	৪৬.১৯	৪৬.৭৮	৭৪.৩৯

মন্ত্রণালয়ের অর্জন উল্লেখযোগ্য (২০০৬-২০১৯)

একনজরে বাংলাদেশ

	তথ্য/উপাত্ত	উৎস
ভৌগোলিক অবস্থান	: বাংলাদেশ ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত	আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১
মোট আয়তন	: ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল	
বিভাগ	: ৮টি	
জেলা	: ৬৪টি	
উপজেলা/থানা	: ৫৪৪টি	পরিসংখ্যান প্যাকেট বুক-২০১৭
ইউনিয়ন	: ৪৫৫৪টি	
সিটি কর্পোরেশন	: ১১টি	
মিউনিসিপালিটি	: ৩১৬টি (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়-২০১৪)	
গ্রাম	: ৮৭,২২৩টি	
খানা	: ৩,২১,৭৩,৬৩০টি	
দেশের মোট জনসংখ্যা	: ১৪,৪০,৪৩,৬৯৭ (Enumerated)	
মুসলমান	: ১৩,০২,০৪,৮৬০	
হিন্দু	: ১,২২,৯৯,৯৪০	আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১
বৌদ্ধ	: ৮,৮৯,৭২১	
খ্রিষ্টান	: ৪,৪৭,০০৯	
অন্যান্য	: ২,০২,১৬৭	
দেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত	: ১০০.৩ : ১০০	
বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার %	: ১.৩৭	
জনসংখ্যার ঘনত্ব	: ১১১৬ (প্রতি বর্গকিলোমিটার)	
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	: ৭২.৩ বছর	
পুরুষ	: ৭০.৮ বছর	এমএসভিএস প্রকল্প তথ্য/উপাত্ত-২০১৮
মহিলা	: ৭৩.৮ বছর	
শিক্ষার হার (৭+)%	: ৭৩.২	
পুরুষ	: ৭৫.২	
মহিলা	: ৭১.২	
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	: ৮.১৩ [২০১৮-১৯(p)]*	
কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার	: ৩.৫১ [২০১৮-১৯(p)]*	ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং উইথ
মাথাপিছু আয়	: ১৯০৯ [(US\$) [২০১৮-১৯(p)]*	
গ্রামে বসবাস করে	: ১১,০৪,৮০,৫১৪	আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১
শহরে বসবাস করে	: ৩,৩৫,৬৩,১৮৩	

P : Provisional

তথ্য সূত্র : বিবিএস

একনজরে কৃষি

মোট পরিবার/খানা	:	২,৮৬,৯৫,৭৬৩	কৃষি শুমারি-২০০৮
মোট কৃষি পরিবার/খানা	:	১,৫১,৮৩,১৮৩	
কৃষিবহির্ভূত পরিবার/খানা	:	১,৩৫,১২,৫৮০	
মোট আবাদযোগ্য জমি	:	৮৫৮৬.৮৬৪ হেক্টর	এগ্রিকালচার উইং ২০১৬-১৭
মোট সেচকৃত জমি	:	৭৬১৬.০৪১ হেক্টর	
আবাদযোগ্য পতিত	:	২৩২.৬৮৯ হেক্টর	
ফসলের নিবিড়তা	:	১৯৫%	
এক ফসলি জমি	:	২২২২.৪৯২ হেক্টর	
দুই ফসলি জমি	:	৩৯২৯.৮২৮ হেক্টর	
তিন ফসলি জমি	:	১৭৭২.৪৮৯ হেক্টর	
নিট ফসলি জমি	:	৭৯৫১.৯২৪ হেক্টর	
মোট ফসলি জমি	:	১৫৪৮১.৩৬৪ হেক্টর	
জিডিপিতে কৃষি খাতে অবদান	:	১৩.৮২ [স্থির মূল্যে ২০১৭-১৮]	
কৃষি নিয়োজিত জনশক্তি	:	২,৪৬,৯৩,০০০ (১৫ বছর এ তদূর্ধ্ব)	ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইং শ্রমশক্তি জরিপ-২০১৬-১৭
মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন	:		এগ্রিকালচার উইং-২০১৭-১৮
ক. বিবিএস প্রদত্ত (চাল ও গম)	:	চাল-৩,৬২,৭৮,৩৩৬ (মেট্রিক টন) গম-১০,৯৯,৩৭২ (মেট্রিক টন)	
খ. ভুট্টা	:	ভুট্টা-৩২,৮৮,১০২ (মেট্রিক টন)	এগ্রিকালচার উইং-২০১৭-১৮
গ. অন্যান্য (বার্লি, যব, জোয়ার, বার্জা ও চীনা কাউন)	:	অন্যান্য মোট-১,৩০৯ (মেট্রিক টন)	এগ্রিকালচার উইং-২০১৭-১৮

সূত্র : বিবিএস-২০১৯

একনজরে প্রাণিসম্পদ

জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির হার (২০১৮-১৯) (প্রভিশনাল)*	:	১.৪৭%
জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান (২০১৮-১৯) (প্রভিশনাল)*	:	৩.৪৭%
কৃষি উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ (২০১৮-১৯) (প্রভিশনাল)	:	১৩.৪৬%
আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (প্রত্যক্ষভাবে)	:	২০%
আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (পরোক্ষভাবে)	:	৫০%
গৃহস্থালি জ্বালানি সরবরাহ	:	২৫%

তথ্য সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০১৯

পশুপাখির সংখ্যা (মিলিয়ন)

পশুপাখি	অর্থবছর							
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-২০১৯
গরু	২৩.২০	২৩.৩৪	২৩.৪৯	২৩.৬৪	২৩.৭৯	২৩.৯৪	২৪.০৯	২৪.২৪
মহিষ	১.৪৪	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৬	১.৪৭	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০
ছাগল	২৫.১২	২৫.২৮	২৫.৪৪	২৫.৬০	২৫.৭৭	২৫.৯৩	২৬.১০	২৬.২৭
ভেড়া	৩.০৮	৩.১৪	৩.২১	৩.২৭	৩.৩৪	৩.৪০	৩.৪৭	৩.৫৪
মোট গবাদিপশু	৫২.৮৪	৫৩.২১	৫৩.৫৯	৫৩.৯৭	৫৪.৩৬	৫৪.৭৫	৫৫.১৪	৫৫.৫৩
মোরগ-মুরগি	২৪২.৮৭	২৪৯.০১	২৫৫.৩১	২৬১.৭৭	২৬৮.৩৯	২৭৫.১৮	২৮২.১৫	২৮৯.২৮
হাঁস	৪৫.৭০	৪৭.২৫	৪৮.৮৬	৫০.৫২	৫২.২৪	৫৪.০২	৫৫.৮৫	৫৭.৭৫
মোট হাঁস-মুরগি	২৮৮.৫৭	২৯৬.২৬	৩০৪.১৭	৩১২.২৯	৩২০.৬৩	৩২৯.২০	৩৩৭.৯৯	৩৪৭.০৪

২০১৮-১৯ সালের মাংস, দুধ ও ডিমের তথ্য

পণ্য	দেশের চাহিদা	দেশের উৎপাদন	জনপ্রতি চাহিদা	জনপ্রতি প্রাপ্যতা
দুধ	১৫.২০ মিলিয়ন মেট্রিক টন	৯.৯২ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২৫০ মিলি/দিন	১৬৫.০৭ মিলি/দিন
মাংস	৭.৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন	৭.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন	১২০ গ্রাম/দিন	১২৪.৯৯ গ্রাম/দিন
ডিম	১৭৩২৬.৪০ মিলিয়নটি	১৭১১০.০০ মিলিয়নটি	১০৪টি/বছর	১০৩.৮৯টি/বছর

সিমেন্ট উৎপাদন, চিকিৎসা, টিকা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

কর্মকাণ্ড	অর্থবছর						
	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
সিমেন্ট উৎপাদন (ডোজ)	৩.৪৫	৩.৮২	৩.৭২	৪.১৫	৪.১৮	৪.২৯	৪.৪৫
কৃত্রিম প্রজনন (সংখ্যা)	২.৮৯	২.৯৮	৩.২৬	৩.৪৫	৩.৬৭	৩.৮৫	৪.১৩
গবাদি পশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১২.৭১	১২.৩৬	১৪.৩১	১২.৩১	১৬.১৯	১৫.৯৪	১৮.৭৬
পোলট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১৬৪.৭১	১৯৩.২৪	১৭৭.১৮	২২৪.০৮	২৩৭.৫৪	২৩০.৩২	২৫৬.১০
গবাদি পশুর চিকিৎসা (সংখ্যা)	৫.৪১	৫.৫৫	৬.৭৫	১০.৭৬	২০.৭৮	১৯.২০	১১.৯৫
হাঁস-মুরগির চিকিৎসা (সংখ্যা)	৫১.০৪	৫৭.১৪	৭০.৭৫	৮০.১৭	১১৮.৯৫	১১৩.৯০	৯১.৫৯
গবাদি পশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১০.৫৮	১০.৬৫	১২.৬৫	১৩.৭৪	১৭.৮৬	১৫.৭৮	১৬.৫৩
হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১৫৮.৭৮	১৬৬.৪৫	১৮৬.৬৩	২২৭.৯৪	২২৯.৪৫	২৪৩.৩৬	২৪১.৪৮
প্রশিক্ষণ	১.০১	১.০৫	১.১০	১.২৭	১.৪৪	০.১৯	০.১৮

তথ্য সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০১৯

ক্রমিক নং	বনের ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)	বনভূমির শতকরা পরিমাণ (%)
১.	পাহাড়ি বন (৬৪৭.০)	১৩৭৭.০	৪৪.৩৬
২.	অশ্রেণিভুক্ত পাহাড়ি বন (৭৩০.০)		
৩.	শালবন	১২০.০	৩.৮৬
৪.	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ (সুন্দরবন)	৬১০.০	১৯.৬৫
৫.	বন বিভাগ সৃজিত ম্যানগ্রোভ (উপকূলীয় বন)	২০০.০	৬.৪৪
৬.	জলাভূমির বন	২৩.০	০.৭৫
৭.	গ্রামীণ বন	৭৭৪.০	২৪.৯৪
	মোট বনাঞ্চল	৩১০৪.০	১০০.০

২০১৮-২০১৯ সালের প্রধান প্রধান বনজন্মব্যা আহরণের বিবরণী

ক্রমিক নং	বনজন্মব্যের বিবরণ	পরিমাণ
১.	কাঠ (ঘনফুট)	১,০২,৭০,২৬৫.৬৬
২.	জ্বালানি (ঘনফুট)	২৫,৬৪,০৬৭.২১
৩.	বল্লি (টি)	৫,৮৭৪০৬
৪.	বাঁশ (টি)	৪,৯৮,৩০,৫৩৩
৫.	মাছ (কেজি)	২৮,২২,৪৬০.৬৮
৬.	মধু (কেজি)	১,২১,৬৭৩.০০
৭.	গোলপাতা (কেজি)	১,৬৩,৬৪৬.১০
৮.	বেত (দৈর্ঘ্য ফুট)	৫,২৪,১৮১.০০
৯.	গেওয়া (ঘনফুট)	৩৯৮.৮৭
১০.	কয়লা (কেজি)	২,৪০০.০০

তথ্য সূত্র : বন অধিদপ্তর-২০১৯

সত্য-মিথ্যার যাচাই আগে
ইন্টারনেটে শেয়ার পরে

একনজরে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ (২০১৭-১৮)

অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ	: ৪৭২৪৯৯৩ হেক্টর
ক. বদ্ধ জলাশয়	: ৭৯৭৮৫১ হেক্টর
o পুকুর	: ৩৯১৭৫৩ হেক্টর
o অল্পবো লেক (বাঁওড়)	: ৫৪৮৮ হেক্টর
o চিংড়ি খামার	: ২৫৮৬৮১ হেক্টর
o কাঁকড়া	: ৯৮৫৪ হেক্টর
o পেন কালচার	: ৫২৯৪ হেক্টর
o খাঁচায় মাছ চাষ	: ১৩ হেক্টর (১.২৯ লাখ কিউবিক মিটার)
o মৌসুমি জলাশয়	: ১৩৬৬২২ হেক্টর
খ. উন্মুক্ত জলাশয়	: ৩৯২৭১৪২ হেক্টর
o নদী ও মোহনা	: ৮৫৩৮৬৩ হেক্টর
o সুন্দরবন	: ১৭৭৭০০ হেক্টর
o বিল	: ১১৪১৬১ হেক্টর
o কাপ্তাই লেক	: ৬৮৮০০ হেক্টর
o প্লাবন ভূমি	: ২৭১২৬১৮ হেক্টর
সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ	
o সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	: ১১৮৮১৩ বর্গকিলোমিটার
o সামুদ্রসীমা (তটরেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	: ৯০৬০ বর্গকিলোমিটার
o একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)	: ১,৪০,৮৬০ বর্গকিলোমিটার
o মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীর পর্যন্ত)	: ২৪৮০০ বর্গনটিক্যাল মাইল
o উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	: ৭১০ কিলোমিটার
o জেলের সংখ্যা	: ১৩.১৬ লাখ
o অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	: ৮.০০ লাখ
o সামুদ্রিক জেলে	: ৫.১৬ লাখ
মৎস্য উৎপাদন	: ৪২৭৬৬৪১ মেট্রিক টন
o অভ্যন্তরীণ মৎস্য	: ৩৬২১৯৫৪ মেট্রিক টন
o উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	: ১২১৬৫৩৯ মেট্রিক টন
o বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	: ২৪০৫৪১৫ মেট্রিক টন
o সামুদ্রিক মৎস্য	: ৬৫৪৬৮৭ মেট্রিক টন
o ট্রলার দ্বারা আহরণ	: ১২০০৮৭ মেট্রিক টন
o ইঞ্জিনচালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	: ৫৩৪৬০০ মেট্রিক টন
মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রফতানি	
o পরিমাণ	: ৬৮৯৩৫.৭২ মেট্রিক টন
o মূল্য	: ৪৩০৯.৯৪ কোটি টাকা
o মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	: মোট ১০০টি (ই ইউ অনুমোদিত-৭৬)
o জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	: ১.৫০%
জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান	
o জিডিপিতে অবদান (২০১৮-১৯)	: ৩.৫০%
o কৃষি খাতে অবদান (২০১৮-১৯)	: ২৫.৭১%
মৎস্য গ্রহণ ও চাহিদা	
o জনপ্রতি বার্ষিক মাছ গ্রহণ	: ২২.৮৪ কেজি
o মাছের বার্ষিক চাহিদা	: ৪২.৩৮ লাখ মেট্রিক টন

o জনপ্রতি মাছের বার্ষিক চাহিদা	:	২১.৯০ কেজি
o জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	:	৬০ গ্রাম
o প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান	:	৬০%
মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি		
o মৎস্য হ্যাচারি সংখ্যা	:	৯২৬টি
o সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (৮৪টি হ্যাচারি সুবিধাসহ)	:	১০২টি
o বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	:	৮২৪টি
o হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	:	৬৮৬৭৫৪ কেজি
o সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৮)	:	১২০৫৯ কেজি
o বেসরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০১৮)	:	৬৭৪৬৯৫ কেজি
o গলদা হ্যাচারি (সরকারি ২৭টিসহ)	:	৪৬টি
o বাগদা হ্যাচারি	:	৪৯টি
o গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	:	৫.২১ কোটি
o বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন	:	১৪১২.০৪ কোটি
o প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	:	৯২৭৪ কেজি
সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)		
o বাণিজ্যিক ট্রলার	:	২৫৫টি
o মোট নৌযানের সংখ্যা	:	৬৭,৬৬৯টি
o ইঞ্জিন চালিত নৌকা	:	৩২,৮৫৯টি
o ইঞ্জিনবিহীন নৌকা	:	৩৪৮১০টি
o জাল ও অন্যান্য	:	১৮৮৭০৭টি
মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)		
o মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	:	২৬০টি
o বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	:	১২টি
o মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	:	২৪টি
o সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	:	৪৭৫টি
o সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	:	৩৬টি
মানবসম্পদ উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো		
o মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি	:	০১টি
o মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট	:	০৪টি
o মৎস্য-চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	০৬টি
o চিংড়ি প্রদর্শনী খামার	:	০২টি
o চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	:	২০টি
মৎস্য সেক্টরের জনবল		
o মৎস্য অধিদপ্তর	:	১ম শ্রেণি-১৬৩৪ জন
	:	২য় শ্রেণি-৬৬৩ জন
	:	৩য় শ্রেণি-২১০৭ জন
	:	৪র্থ শ্রেণি-১৫৩১ জন
	:	সর্বমোট-৫৯৩৫ জন

তথ্য সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর-২০১৯

বিএজিসির মাধ্যমে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৭-১৯ বর্ষ পর্যন্ত ৭ বছরের মোট বীজ উৎপাদন ও বিতরণের পরিমাণ (মে.টন)

ক্রঃ নং	বীজ ফসলের নাম	২০১২-১৩		১৩-১৪		১৪-১৫		১৫-১৬		১৬-১৭		১৭-১৮		বীজ উৎপাদন	বিতরণ	মোট
		উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ					
৬৭	সর্বমোট	৪৫১০৭	৪৪২৪১	৬৩৩০৪	৬২৩০৭	৮২৪০০	৮১৪০০	১০১৪০	১০০৪০	১২১৪০	১২০৪০	১৪১৪০	১৪০৪০	১৪১৪০	১৪০৪০	১৪১৪০
৪৭	মসলা বীজ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৪৮	সবজি বীজ	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
৪৯	ভেল বীজ	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
৫০	ভেল বীজ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৫১	পাট বীজ	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪	১৪
৫২	আলু বীজ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৫৩	মগ	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬	১৬
৫৪	ভোঁরো	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
৫৫	ভোঁরো	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৫৬	ভোঁরো	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
৫৭	ভোঁরো	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
৫৮	ভোঁরো	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১	২১
৫৯	ভোঁরো	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
৬০	ভোঁরো	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩
৬১	ভোঁরো	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৬২	ভোঁরো	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
৬৩	ভোঁরো	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬	২৬
৬৪	ভোঁরো	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
৬৫	ভোঁরো	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
৬৬	ভোঁরো	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯	২৯
৬৭	ভোঁরো	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০

বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের কার্যক্রম (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের নাম	একক	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত
১.	খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৭৪৭৪	৫৬০	৮০৩৪
২.	বেড়িবাঁধ/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	কি.মি.	১৯২	২৪	২১৬
৩.	গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	১৬৩৭	১০	১৬৪৭
৪.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২০২	-	২০২
৫.	শক্তিচালিত/ভাসমান পাম্প স্থাপন ও ক্ষেত্রায়ন	সংখ্যা	৬৩৩৯	৩০০	৬৬৩৯
৬.	সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৫৭	৭৫	১৩২
৭.	সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	১৮	২৫	৪৩
৮.	ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৬৮	-	৬৮
৯.	গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	সংখ্যা	১৫১৬	৮৯	১৬০৫
১০.	ভূপরিষ্ক সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	২৮২২	৮	২৮৩০
১১.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৮৬৮৬	৫২২	৯২০৮
১২.	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৭৩৯১	৪৮০	৭৮৭১
১৩.	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	৮	১	৯
১৪.	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	-	১	১
১৫.	সেচ নিয়ন্ত্রক পাম্প সংগ্রহ ও বিতরণ	সংখ্যা	৩১৩০০	৭০০	৩২০০০
১৬.	ফিতা পাইপ সংগ্রহ এবং বিতরণ	মিটার	২৪১০০০	৮৪৮০০	৩২৫৮০০
১৭.	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকীকরণ	সংখ্যা	৩৮০০	৩৮০	৪১৮০
১৮.	স্মার্টকার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	২৪৫৮	-	২৪৫৮
১৯.	ভূগর্ভস্থ পানিতল পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৭৯৫	১৮০	৯৭৫
২০.	ভূগর্ভস্থ পানিতল পর্যবেক্ষণ অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন	সংখ্যা	২০১	-	২০১
২১.	ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২০৬	৪০	২৪৬
২২.	ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্ক পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা	স্যাম্পল	১৭১১০	১৫০০	১৮৬১০
২৩.	প্রশিক্ষণ (কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজার/অপারেটর)	জন	১২৫৮২০	২৫৯৫	১২৮৪১৫
২৪.	অফিস ভবনসমূহ সংস্কার ও আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	-	১৩	১৩
২৫.	পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	মিটার	-	৩০০০০	৩০০০০
২৬.	স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	-	৪	৪
২৭.	ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	-	২৯	২৯

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিএডিসি কর্তৃক আমদানিকৃত টিএসপি,

(লাখ মে. টন)

অর্থবছর	কার্যক্রম	সারের পরিমাণ			
		টিএসপি	এমওপি	ডিএপি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬ = (৩+৪+৫)
২০০৮-০৯	আমদানি	১.৪৯	০.৮০	০.০০	২.২৯
	বিতরণ	০.৩৮	০.১২	০.০০	০.৫০
২০০৯-১০	আমদানি	১.৫২	১.৫৪	০.০০	৩.০৬
	বিতরণ	১.৬৯	০.৯৩	০.০০	২.৬২
২০১০-১১	আমদানি	২.০৬	১.৮৫	০.৯৯	৪.৯০
	বিতরণ	২.২৩	২.৬২	০.২৪	৫.০৯
২০১১-১২	আমদানি	২.৩৪	২.৬৪	১.৩১	৬.২৯
	বিতরণ	২.১০	২.৩১	০.৭২	৫.১৩
২০১২-১৩	আমদানি	৩.১৩	৪.১৭	০.৫২	৭.৮২
	বিতরণ	২.৮৯	১.৮৪	০.৬৫	৫.৩৮
২০১৩-১৪	আমদানি	২.৮৭	৩.৮২	০.৫১	৭.২০
	বিতরণ	৩.৪১	৫.৩৮	১.০৯	৯.৮৮
২০১৪-১৫	আমদানি	৪.১৭	৩.৭৮	১.৫৬	৯.৫২
	বিতরণ	৩.৭৫	৪.১০	১.১৪	৮.৯৯
২০১৫-১৬	আমদানি	৩.৬৮	৪.৫১	১.৩১	৯.৫০
	বিতরণ	৩.৭২	৪.৭২	১.৪৬	৯.৯০
২০১৬-১৭	আমদানি	৩.৯৩	৫.০৫	১.৮৪	১০.৮২
	বিতরণ	৩.৬১	৪.৬২	১.৭১	৯.৯৪
২০১৭-১৮	আমদানি	৪.৯৯	৪.৬৪	৩.৯১	১৩.৫৪
	বিতরণ	৩.২৭	৪.০৮	২.৮৪	১০.১৯
২০১৮-১৯	আমদানি	৩.১৫	৪.৭৭	৩.৬৭	১১.৬০
	বিতরণ	৪.০৪	৪.০৮	২.৯৩	১১.০৬

তথ্য সূত্র : বিএডিসি-২০১৯

বিভিন্ন ফসলের দ্বারা মাটি থেকে খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ

ফসল	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)			
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	সালফার
উফশী ধান	৬.০০	১০৮	১৮	১২০	১১
উফশী গম	৫.০০	১৪৮	২৮	১২৩	২১
ভুট্টা	৬.০০	১২০	২২	১০০	২৫
আলু	৩২.০০	১১৩	২১	১০০	২৫
পাট (আঁশ/বেল)	৪.০০	১৩০	২৬	২৬৬	২০
তুলা (কেজি লিন্ট/হেক্টর)	১০০	২৬	০৯	৭০	১৫

ফসল	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)			
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	সালফার
তামাক	২.০	১৩০	১৮	১৯৯	১০
আখ	১২০.০০	৮১	৬৭	৩০৬	৪২
সরিষা	১.৫০	৮২	১৫	৯১	৩২
চীনাবাদাম	২.০০	১৭০	১৩	৯১	৩২
সয়াবিন	৩.০০	২২০	১৮	১৪১	২০
তিল	১.২০	৬২	১০	৫৩	১৪
সূর্যমুখী	৩.০০	১২০	২৬	১৯৯	১৫
ছোলা	১.৫০	৯১	০৬	৪৭	১৩
মসুর	২.০০	১১৪	১৩	৩৫	৮
মাসকলাই	০.৯০	৭১	০৬	৪৯	৫
মটর	১.০০	১০৬	২১	৫৯	৬
অড়হর	১.২০	৮৫	০৮	১৬	০৯
বাঁধাকপি	৭০.০০	৩৭০	৩৭	৩৯৮	৮০
ফুলকপি	৫০.০০	৩৫০	৪৪	২৯০	১৫
টমেটো	৫০.০০	১৪০	২৯	১৫৮	৩০
গাজর	৩০.০০	১২৫	২৪	১৬৭	২০
শসা	৪০.০০	৭০	২২	১০০	১০
বেগুন	৬০.০০	১৭৫	১৭	২৫০	৩০
মুলা	২০.০০	১২০	২৬	১০০	২০
মিষ্ঠিকুমড়া	৫০.০০	৯০	৩১	১৩৩	১৫

প্রতি কেজি খাদ্য উপাদানের জন্য সার ব্যবহারের পরিমাণ

১ কেজি নাইট্রোজেন	= ২.১৭ কেজি	ইউরিয়া
	= ৪.৭৬ কেজি	এমোনিয়াম সালফেট
	= ৫.৫৫ কেজি	ডিএপি
১ কেজি ফসফরাস	= ১২.৫০ কেজি	এসএসপি
	= ৫.০০ কেজি	টিএসপি/ডিএপি
১ কেজি পটাশিয়াম	= ২.০০ কেজি	এমওপি
	= ২.৩০ কেজি	সালফেট অব পটাশ ১ কেজি দস্তা = ২.৭৮ কেজি
জিঙ্ক সালফেট		
১ কেজি সালফার	= ৫.৫ কেজি	জিপসাম
১ কেজি বোরন	= ৫.৮৮ কেজি	বরিক এ

বিভিন্ন সময়ে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ

(লাখ মেট্রিক টন)

বছর	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক	এমএপি	অন্যান্য	গ্যামেনিয়াম সালফেট	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	বোরন	এনপিকেএ	মোট
২০১৩-১৪	২৪.২১	৪.৮৬	৪.০০	-	৪.৭৭	১.২৬	০.৪২	-	০.১৬	-	-	-	০.২৭	৩৯.৯৫
২০১৪-১৫	২৬.৩৮	৭.২২	৫.৯৭	-	৬.৪০	১.২২	০.৩৯	-	০.১৬	-	-	-	০.২৭	৪৮.০১
২০১৫-১৬	২২.৬৯	৫.৮৫	৫.১৬	-	৫.৮০	২.৮৬	০.৬৩	-	-	-	-	-	০.৪৭	৪৩.৬৬
২০১৬-১৭	২৩.৬৬	৭.৪০	৬.০৯	-	৭.৮১	২.৫০	০.৫৭	-	-	০.১০	০.৩১	০.২৫	-	৪৮.৬৯
২০১৭-১৮	২৫.০০	৬.৫০	৮.৫০	৮.৫০	২.৫০	১.০০	০.১০	০.৬০	০.৩০	০.৫০	-	-	-	৫৩.৫০
২০১৮-১৯	২৫.৫০	৭.০০	৯.০০	-	৮.৫০	২.৮৫	০.৯৫	০.৩০	-	০.১০	০.৮০	০.৪০	০.৫০	৫৫.৯০

২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বালাইনাশকের ব্যবহারের পরিমাণ মেট্রিক টন/কিলো লিটার

বছর	বালাইনাশক			মাকড়নাশক	ছত্রাকনাশক	আগাছানাশক	ইঁদুরনাশক	মোট
	দানাদার	তরল	পাউডার					
২০০৯	২২,১১৮.৮৭	৪,২৭৪.৮৯	৬০৬.৮০	৫৫.৯৭	১৪,৩৫৩.৬৭	৩,৬৯৯.৮৫	৬২.৩৮	৪৫,১৭২.৮৩
২০১০	২০,৯৬৭.৮৬	৩,৯৫৪.৯৪	৫৭১.৮২	৫০.৭১	১৩,২৬৯.৪৩	৩,৩৪৬.০০	৭৯.৮০	৪২,২৪০.৫৬
২০১১	২০,৩৩৫.১২	৩,৫৭৪.৮৩	৬৭৩.৫০	৭৩.৮৫	১৫,৮১১.৯৩	৩,৮৯৫.৬০	৫৮.৫০	৪৪,৪২৩.৩৩
২০১২	১৬,৫৩৯.৩৫	৩,৪৫৫.৪৬	৬৪১.৩৭	৩১৮.০০	১৬,৪৭৭.৮১	৩,৬২৩.৯৪	৮৯.৮১	৪১,১৪৫.৭৪
২০১৩	১৪,৭৮৭.৭৭	৩,৮০৮.৯২	৭৬০.৪৭	৭৮.৬৯	১৮,৮০৮.৪০	৩,২৪৩.৯৭	১১৯.৪৯	৪১,৬০৭.৭০
২০১৪	১২,৯১৫.২০	৩,৯৪৯.৩৭	৮২০.৪২	৮৭.৩৮	১৭,৬২৩.৬৯	৩,৭৬৯.৫৩	৮৭.৬৩	৩৯,২৫৩.২২
২০১৫	১১,৯০১.০০	৩,৩৭২.০০	৭৬০.০০	৭৯.০০	১৫,৮৬৫.০০	৩,৪৭০.০০	৭৬.০০	৩৫,৫২৩.০০
২০১৬	৯,৭৯৫.০০	৩,৮১৯.০০	১,১৭৮.০০	১০৫.০০	১৬,৭০১.০০	৪,০৫০.০০	৭৫.০০	৩৫,৭২৩.০০
২০১৭	৯,০৮৭.০০	৪,১২২.০০	১,২৬৮.০০	১০৯.০০	১৬,৮০০.০০	৫,৭৯৬.০০	৭৬.০০	৩৭,২৫৮.০০
২০১৮	৮,৫০২.০০	৪,৯০৫.০০	১,৩৬৮.০০	১২০.০০	১৭,৫৭২.০০	৬,৬৯০.০০	৮০.০০	৩৯,২৩৭.০০

খরচ এবং লাভ বিশ্লেষণ

বছর	বালাইনাশক ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন/কিলো লিটার)	টাকা
২০০৯	৪৫,১৭২.৮৩X১৭০X১০০০ = ৭৬৭,৯৩১৩১০০	টাকা ৭৬৮.০০ কোটি (১৭০ টাকা/কেজি/লিটার)
২০১৮	৩৯,২৩৭.০০X১৮০X১০০০ = ৭০৬,২৬৬০০০	টাকা ৭০৬.০০ কোটি (১৮০ টাকা/কেজি/লিটার)
পার্থক্য	= ৬১,৬৬৫৩১০০	টাকা ৬২ কোটি।

মন্তব্য :

আইপিএম কর্মকাণ্ড, সুষম সার ব্যবহার, বালাইনাশক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ভূদ্ধকরণ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার দিন দিন কমছে। তবে শাকসবজি, ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, ফলবাগান স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি, আগাছানাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ছত্রাকনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধিজনিত কারণে ২০১৮ সালের বালাইনাশকের ব্যবহার ২০১৭ সালের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**মাঠ ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদন
২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদন**

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯			২০১৮-১৯			
		আবাদ লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			অর্জিত (ডিএই)			
		জমি	উৎপাদন	ফলন	জমি	উৎপাদন	ফলন	
		লাখ হেক্টর	লাখ মে. টন	মে. টন/হে.	লাখ হে.	লাখ মে. টন	মে. টন/হে.	
১(ক)	আউশ							
	হাইব্রিড	০.৬০	১.৮৬	৩.১০	০.৫০৫১	১.৬০৯	৩.১৯	২০১৮-১৯ আউশ মৌসুমে অর্জিত জমির পরিমাণ ছিল ১১.৫২২২৫ লাখ হেক্টর কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি বাদে অর্জিত জমি ছিল ১১.৪৫১৩ লাখ হেক্টর
	উফশী	৯.০৫	২৩.০৮	২.৫৫	৯.৬৪০২	২৫.৮১৯	২.৬৮	
	স্থানীয়	১.৬০	২.০৮	১.৩০	১.৩০৬	১.৭৭৪	১.৩৬	
	মোট আউশ	১১.২৫	২৭.০২	২.৪০	১১.৪৫১৩	২৯.২০২	২.৫৫	
১(খ)	রোপা আমন							
	হাইব্রিড	১.৩৮০	৪.৮৩	৩.৫০	৪৪.১১০৪	১২৩.৮৬৫	২.৮০৮	বিবিএস এর রিপোর্ট এর সাথে সমন্বয়কৃত
	উফশী	৪২.৯০০	১১৯.২৬	২.৭৮				
	স্থানীয়	৮.৯০০	১৩.৩৫	১.৫০				
	মোট রোপা আমন	৫৩.১৮০	১৩৭.৪৪০	২.৫৮				
	বোনা আমন	৩.২৫০	৩.৯০	১.২০				
	মোট আমন	৫৬.৪৩০	১৪১.৩৪০	২.৫০				
১(গ)	বোরো							
	হাইব্রিড	৮.৫০	৪০.৩৮০	৪.৭৫	৯.৬৪৪৪৫	৪৬.৩৮৯৮	৪.৮১	২০১৮-১৯ বোরো মৌসুমে অর্জিত জমি ৪৯.৩৩৯৯৭ লাখ হেক্টর ক্ষয়ক্ষতি ৪৯.০৯৮৫২ লাখ হেক্টর
	উফশী	৩৯.৬০	১৫৫.২৩০	৩.৯২				
	স্থানীয়	০.৩২	০.৬২০	১.৯৪				
	মোট বোরো	৪৮.৪২	১৯৬.২৩	৪.০৫				
	ধানের মোট জমি ও চাল	১১৬.১০০	৩৬৪.৫৯	৩.১৪				
২	গম	৩.৯০	১২.৮৭	৩.৩০	৩.২৮৭৮	১১.৪৮৪৪	৩.৪৯	অর্জিত ৩.২৯৪১২ হেক্টর ক্ষয়ক্ষতি ৫৩৬ হেক্টর
৩	ভুট্টা (শীত)	৩.৬৩৯	৩৩.১৫	৯.১১	৪.২৬৮৩৪	৪১.০১৮৭	৯.৬১	অর্জিত ৪.২৬৮৩৪ হেক্টর ক্ষয়ক্ষতি ৬৫১ হেক্টর
	ভুট্টা (গ্রীষ্ম)	০.৮৪০	৫.১২৪	৬.১০	০.৮০১৯	৫.৯৭৪১৬	৭.৪৫	
	মোট ভুট্টা	৪.৪৭৯	৩৮.২৭৪	১৫.২১	৫.০৭০২৪	৪৬.৯৯২৯	৯.২৭	
৪	আলু	৪.৭৬	৯৯.৯৬	২১	৪.৬৯২৪৫	১০৯.৪৯৪	২৩.৩	
৫	মিষ্টিআলু	০.৪৩	৮.০২৩৮	১৮.৭	০.৩৭৬৮৪	৭.০১৩৭৫	১৮.৬	
৬	পাট (দেশী)	০.৪৪	৪.০৯	৯.২৯	০.৩১৮৫৪	২.৭৮৩০৮	৮.৭৪	
	পাট (তোষা)	৭.১৪	৮০.৩৫	১১.৩	৫.৭৭৬২৯	৬৮.১৬০২	১১.৮০	
	পাট-মোস্তা-কেনাফ	০.৪৭	৩.৯৬৭	৮.৪৪	০.৪১৪৭৯	৩.৪৫৩৯৬	৮.৩৩	
	মোট পাট	৮.০৫	৮৮.৪০	১১	৬.৫০৯৬২	৭৪.৩৯৭৩	১১.৪৩	
৭	সবজি (শীত)	৫.৫০	১১৪.৬৮	২০.৯	৫.৩৯১৬৭	১১৬.৪৫৫	২১.৬০	
	সবজি (গ্রীষ্ম)	৩.২২	৪৯.৯১	১৫.৫	৩.২০১	৫৬.০১৭৭	১৭.৫০	
	মোট সবজি	৮.৭২	১৬৪.৫৯	৩৬.৪	৮.৫৯২৬৮	১৭২.৪৭২	২০.১	

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯			২০১৮-১৯			
		আবাদ লক্ষ্যমাত্রা (ডিএই)			আবাদ অগ্রগতি (ডিএই)			
		জমি	উৎপাদন	ফলন	জমি	উৎপাদন	ফলন	
		লাখ হেক্টর	লাখ মে. টন	মে. টন/হে.	লাখ হে.	লাখ মে. টন	মে. টন/হে.	
তেল জাতীয় ফসল								
৮	সরিষা	৫.৭০	৭.৩৫	১.২৯	৫.২১৬৩৮	৬.৮৩৩	১.৩১০	
৯	চীনাবাদাম (শীত)	০.৮৮	১.৫৪৯	১.৭৬	০.৮০৬৬৩	১.৪৫৬	১.৮১	
	চীনাবাদাম (গ্রীষ্ম)	০.০৯	০.১৪	১.৫৭	০.০৭১২৪	০.১২০	১.৬৮	
	মোট চীনাবাদাম :	০.৯৭	১.৬৮	১.৭৪	০.৮৭৭৮৭	১.৫৭৫৯৪	১.৮০	
১০	তিসি	০.০৫	০.০৫১	১.০১	০.০২৭৮০	০.০২৭	০.৯৮	
১১	তিল (শীত)	০.১০	০.১০৮	১.০৮	০.০৪১৭৪	০.০৪৪	১.০৬	
	তিল (গ্রীষ্ম)	০.৮২	০.৮২	১.০০	০.৬৫৮৯৫	০.৭১২৩২	১.০৮	
	মোট তিল	০.৯২	০.৯৩	১.০১	০.৭০০৬৯	০.৭৫৬৪৯	১.০৮	
১২	সয়াবিন	০.৮১	১.৪৪	১.৭৮	০.৭৮৯৪৫	১.৪১৮৬৪	১.৮	
	সূর্যমুখী	০.০৩	০.০৬৫	২.১৮	০.০১৯২০	০.০৩০৫৩	১.৫৯	
	মোট তেল	৮.৪৮	১১.৫২	১.৩৬	৭.৬৩১	১০.৬৪২	১.৩৯	
১৩	মসুর	২.৭০	৩.৫১	১.৩০	১.৯৩১০২	২.৫১৮০৫	১.৩০৪	
১৪	ছোলা	০.০৬৫	০.০৮১৯	১.২৬	০.০৪৩৩৮	০.০৫১৯৭	১.১৯৮	
১৫	মুগ (শীত)	১.৮২	২.৩৬৬	১.৩০	২.০০২১৮	২.৩২৫	১.১৬	
	মুগ (গ্রীষ্ম)	০.৫০	০.৬৩	১.২৬	০.৩৯৫৯৭	০.৪৫৯	১.১৫৯	
	মোট মুগ	২.৩২	৩.০০	১.২৯	২.৩৯৮১৫	২.৭৮৩৪৬	১.১৬	
১৬	মাষকলাই	০.৭৫	০.৮৭	১.১৬	০.২৮৬৫৩	০.৩২৪৩৫	১.১৩২	
১৭	খেসারি	২.৮৫	৩.৭০৫	১.৩০	২.৬৩৭১৫	২.৯৮৫২৫	১.১৩২	
১৮	মটর	০.১২	০.১৩৪৪	১.১২	০.১১৭৫৩	০.১৪৫৫	১.২৪	
১৯	আড়হর	০.০০৫০	০.০০৫৬	১.১২	০.০০৪৩৬	০.০০৬২৯	১.৪৪	
২০	ফেলন	০.৫৬	০.৭৮	১.৪০	০.৪২৮৬৭	০.৫৬০২৭	১.৩১	
	মোট ডাল	৯.৩৭	১২.০৯	১.২৯	৭.৮৪৬৭৯	৯.৩৭৫১৫	১.১৯	
মসলা জাতীয় ফসল								
২১	পেঁয়াজ	২.১৬	২৩.৭৬	১১.০০	২.০৭৮৯৮	২৩.৩০৫৪	১১.২১	অর্জিত ২০৮৮২৭ হেক্টর
২২	রসুন	০.৯৭	৭.১২৫	৭.৫০	০.৭৯৩৯৯	৬.১৩১১৯	৭.৭২	অর্জিত ৭৯৬৬১ হেক্টর ক্ষয়ক্ষতি ২৬২ হেক্টর
২৩	ধনিয়া	০.৪৭	০.৬১১	১.৩০	০.৪৩৩৭৪	০.৫৬৩৮৬	১.৩০	
২৪	মরিচ (শীত) শুকনা	১.৪৮	২.৪৩	১.৬৪	১.৩৪২৭৯	৩.০৮৪৩৯	২.৩০	
	মরিচ (গ্রীষ্ম) শুকনা	০.৩৮	০.৭০	১.৮৫	০.৩৭৯৪১	০.৬৭৯	১.৭৯	
	মোট মরিচ	১.৮৬	৩.১৩	১.৬৮	১.৭২২২	৩.৭৬৪	২.১৯	
২৫	আদা	০.১৮	২.৩৪	১.৩	০.১৭১	১.৯২৯	১১.২৮	
২৬	হলুদ	০.৪২	১.৬৮	৪.০০	০.৪০৪	১.৮২৬	৪.৫২	
২৭	কালোজিরা	০.১৬	০.১৯	১.২১	০.১২৮৩৭	০.১৩৫	১.০৫	
	মোট মসলা	৬.২২	৩৮.৮৩	৬.২৪	৫.৭৩২	৩৭.৬৫৪	৬.৫৭	
*আউশ, বোরো, গম, আলু ও পাট এই ৬টি ফসল ডিএই ও বিবিএস কর্তৃক সমন্বয় করা হয় (২০১৭-১৮ সমন্বয়কৃত)। * বিঃদ্র: কোনো কোনো ফসল এক অর্ধবছরে রোপণ/বপন করে পরবর্তী অর্ধবছরে কর্তন করা হয় (যেমন- আউশ, বোনা আমন, পাট, আখ, আদা, হলুদ) সে সব ফসলের ক্ষেত্রে কর্তনকালীন অর্ধ বছরের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে দেখানো হয়েছে।								

তথ্য সূত্র : সরেজমিন উইং, ডিএই-২০১৯

জমি : লাখ হেক্টর; উৎপাদন : লাখ মেট্রিক টন, ফলন : মেট্রিক টন/হেক্টর; পাট ও তুলার ক্ষেত্রে : লাখ বেল

ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য ১৯৭০-২০১৯						
ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি.)	গড় জীবনকাল (দিন) ^১	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন)	অবমুক্তির বছর
বিআর১ (চান্দিনা)	বোরো আউশ	৮৮ ৮৮	১৫০ ১২০	চাল খাটো, মোটা	৫.৫ ৪.০	১৯৭০
বিআর২ (মালা)	বোরো আউশ	১২০ ১২০	১৬০ ১২৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০ ৪.০	১৯৭১
বিআর৩ (বিপ্রব)	বোরো আউশ আমন	৯৫ ১০০ ১০০	১৭০ ১৩০ ১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে	৬.৫ ৪.০ ৪.০	১৯৭৩
বিআর৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১২৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৭৫
বিআর৫ (দুলাভোগ)	আমন	১২০	১৫০	চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি	৩.০	১৯৭৬
বিআর৬	বোরো আউশ	১০০ ১১৩	১৪০ ১১০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৪.৫ ৩.৫	১৯৭৭
বিআর৭ (ব্রি বালাম)	বোরো আউশ	১২৫ ১২৫	১৫৫ ১৩০	চাল লম্বা, চিকন	৪.৫ ৪.৫	১৯৭৭
বিআর৮ (আশা)	বোরো আউশ	১২৫ ১২৫	১৬০ ১২৫	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে দাগ আছে এবং শিলা বৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী	৬.০ ৫.০	১৯৭৮
বিআর৯ (সুফলা)	বোরো আউশ	১২৫ ১২৫	১৫৫ ১২০	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা দাগ আছে এবং শিলা বৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী	৬.০ ৫.০	১৯৭৮
বিআর১০ (প্রগতি)	আমন	১১৫	১৫০	চাল মাঝারি চিকন	৬.৫	১৯৮০
বিআর১১ (মুক্তা)	আমন	১১৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা	৬.৫	১৯৮০
বিআর১২ (ময়না)	বোরো আউশ	১০৫ ১০৫	১৭০ ১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৫ ৪.৫	১৯৮৩
বিআর১৪ (গাজী)	বোরো আউশ	১২০ ১২০	১৬০ ১২০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.০ ৫.০	১৯৮৩
বিআর১৫ (মোহিনী)	বোরো আউশ	৯০ ১০০	১৬৫ ১২৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.৫ ৫.০	১৯৮৩
বিআর১৬ (শাহীবালাম)	বোরো আউশ	৯০ ১১০	১৬৫ ১৩০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	৬.০ ৫.০	১৯৮৩
বিআর১৭ (হাসি)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫
বিআর১৮ (শাহজালাল)	বোরো	১১৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫
বিআর১৯ (মঙ্গল)	বোরো	১১০	১৭০	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৮৫
বিআর২০ (নিজামী)*	আউশ	১২০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ, সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৮৬
বিআর২১ (নিয়ামত)*	আউশ	১০০	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ, সরাসরি বপনযোগ্য	৩.০	১৯৮৬
বিআর২২ (কিরণ)**	আমন	১২৫	১৫০	চাল খাটো, মোটা ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.০	১৯৮৮
বিআর২৩ (দিশারী)**	আমন	১২০	১৫০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবি জাত	৫.৫	১৯৮৮
বিআর২৪ (রহমত)*	আউশ	১০৫	১০৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ, সরাসরি বপনযোগ্য	৩.৫	১৯৯২
বিআর২৫ (নয়াপাজাম)	আমন	১৩৮	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	৪.৫	১৯৯২
বিআর২৬ (শ্রাবণী)	আউশ	১১৫	১১৫	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং অ্যামাইলোজ কম	৪.০	১৯৯৩
ব্রি ধান২৭	আউশ	১৪০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা এবং	৪.০	১৯৯৪

ব্রি ধান২৮	বোরো	৯০	১৪০	বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী	৬.০	১৯৯৪
ব্রি ধান২৯	বোরো	৯৫	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৭.৫	১৯৯৪
ধানের জাত	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)^১	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৩০	আমন	১২০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩১	আমন	১১৫	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩২	আমন	১২০	১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৪.৫	১৯৯৪
ব্রি ধান৩৩	আমন	১০০	১১৮	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা	৪.৫	১৯৯৭
				দাগ আছে এবং আগাম জাত		
ব্রি ধান৩৪	আমন	১১৭	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৫	বোরো	১০৫	১৫৫	চাল খাটো, মোটা, বাদামি	৫.০	১৯৯৮
				গাছফড়িং প্রতিরোধী		
ব্রি ধান৩৬	বোরো	৯০	১৪০	চাল লম্বা, চিকন এবং ঠাণ্ডাসহিষ্ণু	৫.০	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৭	আমন	১২৫	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৮	আমন	১২৫	১৪০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৯	আমন	১০৬	১২২	চাল লম্বা ও চিকন	৪.৫	১৯৯৯
ব্রি ধান৪০	আমন	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা, লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০০৩
ব্রি ধান৪১	আমন	১১৫	১৪৮	চাল লম্বাটে মোটা, লবণাক্ততা সহনশীল	৫.০	২০০৩
ব্রি ধান৪২	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও খরাসহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৩***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং খরাসহিষ্ণু	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৪***	আমন	১৩০	১৪৫	চাল মোটা ও উপকূলীয় অলবণাক্ত	৬.৫	২০০৫
				জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী		
ব্রি ধান৪৫	বোরো	১০০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৬.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৬**	আমন	১০৫	১২৪	চাল মাঝারি মোটা, নাবি জাত	৪.৭	২০০৭
				১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য		
ব্রি ধান৪৭	বোরো	১০৫	১৫২	চাল মাঝারি মোটা এবং চরা অবস্থায় লবণাক্ততা সহনশীল (১২-১৪ ডিএস/মিটার) এবং সারা জীবনকাল ৬ ডিএস/মিটার।	৬.১	২০০৭
ব্রি ধান৪৮	আউশ	১০৫	১১০	চাল মাঝারি মোটা, ভাত বরব্বারে	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৪৯	আমন	১০০	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, নাইজারশাইলের মতো এবং বিআর১১ থেকে ৭ দিন আগাম	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৫০	বোরো	৮২	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা	৬.০	২০০৮
ব্রি ধান৫১	রোপা আমন	৯০	১৪২	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	৪.৫	২০১০
			(জলমগ্ন না হলে)	জলমগ্নতা সহনশীল		
			১৫৪			
			(১৪ দিন			
			জলমগ্ন থাকলে)			
ব্রি ধান৫২	রোপা আমন	১১৬	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও জলমগ্নতা সহনশীল	৫.০	২০১০
			(জলমগ্ন না হলে)		৪.৫	
			১৫৫			
			(১৪ দিন			
			জলমগ্ন থাকলে)			
ব্রি ধান৫৩	রোপা আমন	১০৬	১২৮	চাল মাঝারি মোটা, লবণাক্ততা সহনশীল	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৪	রোপা আমন	১০৫	১৩০	চাল লম্বা মোটা, লবণাক্ততা সহনশীল।	৫.০	২০১০

ব্রি ধান৫৫	রোপা আমন	১০০	১৪৫	চাল লম্বা চিকন, মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা ও খরাসহিষ্ণু।	৭.০-৭.৫	২০১১
ব্রি ধান৫৬	রোপা আমন	১১৪	১১০	চাল লম্বা মোটা, সাদা, খরা সহিষ্ণু।	৪.০-৪.৫	২০১১
জাতের বৈশিষ্ট্য	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন)^১	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৫৭	রোপা আমন	১১৩	১০৫	চাল জিরাশাইল এবং মিনিকেট চালের মতো, খরা সহিষ্ণু।	৪.০	২০১১
ব্রি ধান৫৮	বোরো	১০০	১৫৫	দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মতো, তবে সামান্য চিকন	৭.২	২০১২
ব্রি ধান৫৯	বোরো	৮৩	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না	৭.১	২০১৩
ব্রি ধান৬০	বোরো	৯৮	১৫১	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা	৭.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬১	বোরো	৯৬	১৫০	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল	৬.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬২	রোপা আমন	১০২	১০০	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ এবং আগামজাত	৪.৫	২০১৩
ব্রি ধান৬৩	বোরো	৮৫	১৫০	চাল লম্বা ও চিকন এবং সাদা, সরু বালামের অনুরূপ।	৬.৫	২০১৪
ব্রি ধান৬৪	বোরো	১১০	১৫০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৪ মিলিগ্রাম/কেজি)	৬.৫	২০১৪
ব্রি ধান ৬৫	বোনা আউশ	৮৮	৯৫	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগপাতা খাড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না ও খরাসহিষ্ণু	৩.৫-৪.০	২০১৪
ব্রি ধান৬৬	রোপা আমন	১১৯	১১৩	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	৪.৫	২০১৪
ব্রি ধান৬৭	বোরো	১০৩	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে।	৬.০	২০১৪
ব্রি ধান৬৮	বোরো	৯৫	১৪৯	চাল মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা।	৭.৩	২০১৪
ব্রি ধান৬৯	বোরো	৯৮	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা, রঙ সাদা, অ্যামাইলোজ কম	৭.৫	২০১৪
ব্রি ধান৭০	রোপা আমন	১২৫	১৩০	চাল লম্বা, চিকন ও রঙ সাদা	৫.০	২০১৫
ব্রি ধান৭১	রোপা আমন	১০৭	১১৪	চাল লম্বা, মোটা এবং রঙ সাদা।	৩.৫-৫.৫	২০১৫
ব্রি ধান৭২	রোপা আমন	১১৬	১২৫	চাল লম্বা, মোটা এবং রঙ সাদা।	৬.০	২০১৫
ব্রি ধান৭৩	রোপা আমন	১২০	১২৫	চাল মাঝারি চিকন, রঙ সাদা, লবণাক্ততা	৩.৫-৬.০	২০১৫

ক্রি ধান৭৪	বোরো	৯২	১৪৭	চাল মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা।	৭.১	২০১৫
জাতের বৈশিষ্ট্য	মৌসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) ^১	জাতের বৈশিষ্ট্য	ধানের গড় ফলন (টন)	অবমুক্তির বছর
ক্রি ধান৭৫	রোপা আমন	১০৭	১১২	চাল মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা	৫.৫	২০১৬
ক্রি ধান৭৬	রোপা আমন	১৩৪	১৬৩	চাল মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা	৫.০	২০১৬
ক্রি ধান৭৭	রোপা আমন	১৩৩	১৫৪	চাল মোটা এবং রঙ সাদা	৫.০	২০১৬
ক্রি ধান৭৮	রোপা আমন	১১৮	১৩৫	চাল মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা	৪.৫	২০১৬
ক্রি ধান৭৯	রোপা আমন	১১২	১৪০ (জনমণা না হলে) ১৬০ (২১ দিন জনমণা হলে)	চাল মাঝারি চিকন থেকে মাঝারি মোটা, স্বচ্ছ ও সাদা এবং জলমগ্নতা ও মাঝারি মাত্রার জলাবদ্ধতা সহনশীল।	৫.০-৫.৫	২০১৭
ক্রি ধান৮০	রোপা আমন	১২০	১৩০	চাল লম্বা চিকন, রঙ সাদা, সুগন্ধি এবং জেসমিন ধরনের সুগন্ধি	৫.০	২০১৭
ক্রি ধান৮১	বোরো	৯৬	১৪০	চাল জিরার মতো লম্বা ও চিকন, রঙ সাদা	৬.৫	২০১৭
ক্রি ধান৮২	রোপা আউশ	১১০	১০২	চাল মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা	৪.৭	২০১৭
ক্রি ধান৮৩	বোনা আউশ	১০৪	১০৫	ধানের দানার রঙ স্থানীয় কটকতারা জাতের মতো লালচে, চাল লম্বা মোটা এবং রঙ সাদা	৩.৮	২০১৭
ক্রি ধান৮৪	বোরো	৯৬	১৪২	ধানের চালের পেরিকার্পের রঙ লালচে ও আকার-আকৃতি প্রায় ক্রি ধান২৮ এর মতো, এ জাতের চালে উচ্চমাত্রার জিঙ্ক ও মধ্যম মাত্রার আয়রন ও প্রোটিন বিদ্যমান	৬.৫	২০১৭
ক্রি ধান৮৫	রোপা আউশ	১১০	১০৭	জাতটি রোপা আউশ মৌসুমে কুমিল্লা অঞ্চলসহ পূর্বাঞ্চলের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে। জাতটি কিছুটা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। এ জাতের চাল মাঝারি লম্বা ও চিকন, রঙ সাদা এ জাতটি হলে পড়া প্রতিরোধী, চাল লম্বা চিকন ও রঙ সাদা	৪.৩	২০১৭
ক্রি ধান৮৬	বোরো	৯৫	১৪২	চাল লম্বা চিকন, রঙ সাদা	৬.৫	২০১৭
ক্রি ধান৮৭	রোপা আমন	১২২	১২৭	চাল মাঝারি চিকন, ক্রি ধান২৮ এর পরিপূরক	৬.৫	২০১৮
ক্রি ধান৮৮	বোরো	৯৬	১৪২	চাল মাঝারি চিকন, ক্রি ধান২৯ এর পরিপূরক	৭.০	২০১৮
ক্রি ধান৮৯	বোরো	১০৬	১৫৮	চাল ছোট দানা বিশিষ্ট, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	৮.০	২০১৮
ক্রি ধান৯০	রোপা আমন	১১০	১২২	চাল মাঝারি চিকন, এক মিটার গভীরতাসম্পন্ন	৫.০৭	২০১৯
ক্রি ধান৯১	বোনা আমন	১৮৫	১৫৪	বন্যাগ্রবণ এলাকার উপযোগী	৩.৫	২০১৯
ক্রি ধান৯২	বোরো	১০৭	১৬০	পানি সঞ্চারী জাত, বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী	৮.৪	২০১৯
ক্রি ধান৯৩	রোপা আমন	১২৭	১৩৪	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৮	২০১৯
ক্রি ধান৯৪	রোপা আমন	১১৮	১৩৪	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৯	২০১৯
ক্রি ধান৯৫	রোপা আমন	১২০	১২৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	৫.৭	২০১৯
ক্রি হাইব্রিড ধান১	বোরো	১১০	১৫৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা	৮.৫	২০০১
ক্রি হাইব্রিড ধান২	বোরো	১০৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৮.০	২০০৮
ক্রি হাইব্রিড ধান৩	বোরো	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	৯.০	২০০৯

তথ্য সূত্র : ক্রি-২০১৯

বিএআরআইয়ের উদ্ভাবিত জাতের তথ্যাবলি

সবজি

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি টমেটো-১ (মানিক)	১৯৮৬	রবি	৮৫-৯০	১০৫-১১০	উচ্চফলনশীল এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত চলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। আকর্ষণীয় লাল ফল কিছুটা লম্বাটে। প্রতিটি গাছে ২৫-৩০টি ফল ধরে। গড় ফলের ওজন ৮৫-৯৫ গ্রাম।
বারি টমেটো-২ (রতন)	১৯৮৫	রবি	৮০-৮৫	১০৫-১১০	একটি জনপ্রিয় টমেটো জাত। আকর্ষণীয় লাল গোলাকার ফল। গড় ফলের ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। ফলন ৮৫-৯০ টন/ হেক্টর।
বারি টমেটো-৩	১৯৯৬	রবি	৮০-৮৫	১১০-১১৫	ফলের ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। ফলন ৩০০-৩৫০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-৪	১৯৯৬	খরিফ	২০-২৫	৯০-৯৫	ফলের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম। ফলন ৬০-৭০ কেজি/শতাংশ। ইহা গ্রীষ্মকালীন জাত।
বারি টমেটো-৫	১৯৯৬	খরিফ	২০-২৫	৯৫-১০০	ফলের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ফলন ৬০-৭০ কেজি/শতাংশ। ইহা গ্রীষ্মকালীন জাত।
বারি টমেটো-৬ (চৈতী)	১৯৯৮	রবি ও খরিফ	৭৫-৮৫ ৪৫-৫০	১০০-১১০	ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। ফলন ৩০০-৩৫০ কেজি/শতাংশ। গ্রীষ্ম মৌসুমে ১৮০-২০০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব)	১৯৯৮	রবি	৯৫-১০০	১০০-১১০	ফলের ওজন ১৪৫-১৫৫ গ্রাম। ফলন ৩০০-৩৫০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-৮ (শিলা)	১৯৯৮	রবি	৯০-৯৫	১০০-১১০	ফলের ওজন ১০০-১১৫ গ্রাম। ফলন ৩৫০-৪০০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-৯ (লালিমা)	১৯৯৮	রবি	৮৫-৯০	৯৫-১০৫	ফলের ওজন ৭৫ গ্রাম। ফলন ৩০০-৩৫০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)	১৯৯৮	খরিফ	৪৫-৫৫	৯০-১০০	গ্রীষ্মকালীন সংকর (হাইব্রিড) জাত। হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই ফল ধারণে সক্ষম। ফলের ওজন ২৫-৩০ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন ২.০-২.৫ কেজি।
বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা)	২০০০	রবি	৪০-৫০	১০০-১১০	ফলের ওজন ৮-১০ গ্রাম। ফলন ১৫০-১৮০ কেজি/শতাংশ। গ্রীষ্ম মৌসুমে ৬০-৯০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-১২ (সিদুর)	২০০০	রবি	৭৫-৮৫	১০০-১২০	ফলের ওজন ৮০-৮৫ গ্রাম। ফলন ৩০০-৩৫০ কেজি/শতাংশ।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি টমেটো-১৩ (শ্রাবণী)	২০০০	খরিফ	৪০-৪৫	১২০-১৩০	গ্রীষ্মকালীন শংকর হাইব্রিড জাত। হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই ফল ধারণে সক্ষম। ফলের ওজন ২৫ গ্রাম। ফলন ১৫০-১৮০ কেজি/শতাংশ।
বারি টমেটো-১৪	২০০৭	রবি	৯০-৯৫	১৫০-১৬০	দীর্ঘ সময় সংগ্রহের উপযোগী (৪৫-৬০ দিন)। অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। ফলন ৯০-৯৫ টন/হেক্টর।
বারি টমেটো-১৫	২০০৯	রবি	৮০-৮৫	১৫০-১৬০	হলুদ পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস প্রতিরোধী। আকর্ষণীয় লাল রঙ, বীজ কম। পুরু চামড়া হওয়ায় অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। ফলের ওজন ৭৫ গ্রাম।
বারি টমেটো-১৬	২০১৫	রবি	৭০-৮০	১৬০-১৮০	প্রতিটি গাছে গড়ে ৫১-৫৩টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭০-৭৭ গ্রাম। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি টমেটো-১৭	২০১৫	রবি	৭০-৭৫	১২০-১৩০	এ জাতটির আগামত্বের বৈশিষ্ট্য। ফলের গড় ওজন ১৭৭-১৮৭ গ্রাম। প্রতি গাছে ২৩-২৬টি ফল ধরে। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট এবং হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি টমেটো-১৮	২০১৭	রবি	৭০-৮০	১২০-১৫০	ভাইরাসরোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। এতে lycopene এর পরিমাণ বেশি। বীজ বপনের ৮৫-৯০ দিন পর ফসল তোলা যায়।
বারি টমেটো-১৯	২০১৭	রবি	৬৫-৬৭	১২০-১৫০	৪৪-৪৫ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল মাঝারি আকারের লম্বাটে, লাল রঙের। ফলের গড় ওজন ৬০-৬১ গ্রাম। প্রতিগাছে ৫৮-৬২টি ফল ধরে। প্রক্রিয়াজাতকরণ টমেটো জাত হিসেবে এটি অত্যন্ত ভালো।
বারি টমেটো-২০	২০১৮	রবি	৮০-৮৫	১২৫-১৫৫	উচ্চফলনশীল, ভাইরাস প্রতিরোধী, আগাম জাত। ফল ছোট, গোলাকার ও হলুদ রঙের। গাছপ্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ২২০-২৩৮টি, গড় ওজন ১৭-১৮ গ্রাম। বিটা কেরোটিন সমৃদ্ধ এবং এসএস ৫.৪৪%।
বারি টমেটো-২১	২০১৮	রবি	৮৫-৯০	১২০-১৫০	গাছের বৃদ্ধি ডিটারমিনেট ধরনের। লাইকোপেন সমৃদ্ধ। গাছপ্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ৪৬টি এবং গড় ওজন ৯২ গ্রাম। ফিউজেরিয়াম ও ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৩ (গ্রীষ্মকালীন)	২০০৫	খরিফ	৪০-৪৫	১২০-১৩০	উচ্চ তাপসহিষ্ণু গ্রীষ্মকালীন সংকর (হাইব্রিড) জাত। ফল অনেকটা কুলবড়ই আকৃতির। প্রতিটি গাছে গড়ে ৩৫টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন ১.২-১.৩ কেজি।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ (গ্রীষ্মকালীন)	২০০৫	খরিফ	৪০-৫০	১২০-১৩০	তাপসহিষ্ণু জাত। হরমোন ছাড়াই গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতুতে ফল। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। গড় ফলন ৪০ টন/ হেক্টর।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৫	২০০৮	খরিফ	৯৫-১০০	১২০-১৩০	অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাল শাঁসযুক্ত ফল। পাকা ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য টমেটোর চেয়ে বেশি। ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট এবং ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৬	২০০৮	রবি	৯০-৯৫	১২০-১৩০	ফল আকর্ষণীয় লাল শাঁসযুক্ত এবং গোলাকার ধরনের। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রোগ তিরোধী।

জাতের	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি হাইব্রিড টমেটো-৭	২০১১	রবি	৯০-১০০	১৩০-১৫০	পুরু তুক বিশিষ্ট এবং অধিক সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন। আকর্ষণীয় লাল বর্ণ বিশিষ্ট তুক এবং শাস-ফল বেশ মাংসল। ফলের আকৃতি obovoid ধরনের।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৮	২০১১	খরিফ	৯০-৯৫	১৪০-১৫০	উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম। ফলের আকৃতি flattened round ধরনের।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৯	২০১৫	রবি	৭৫-৮০	১৪০-১৫০	উচ্চফলনশীল লাইন দীর্ঘ সময় গ্রহণযোগ্য (৪৫-৫৫ দিন)। এ লাইনটির আগামফলের বৈশিষ্ট্য। এ জাতটি টমেটো হলুদ পাতা কুকড়ানো ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-১০	২০১৭	খরিফ	৪০-৪২	১২০-১৩০	গ্রীষ্মকালীন জাত। ফল মাঝারি আকারের। ফলের গড় ওজন ৬৬.৩ গ্রাম। আকর্ষণীয় লাল রঙের গোলাকার ফল। গাছপ্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ১৮-২০টি। বীজ বপনের ৮০-৯০ দিন পর ফলন তোলা যায়।
বারি হাইব্রিড টমেটো-১১	২০১৮	খরিফ	৪৫-৫৫	১২৫-১৩৫	গড়ে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২০টি, গড় ওজন ৭৬ গ্রাম। গাছপ্রতি গড়ে ফলন ১.৫০ কেজি। খেতে নরম ও সুস্বাদু। ভাইরাসজনিত রোগের প্রকোপ খুবই কম।
বারি বেগুন-১ (উত্তরা)	১৯৮৫	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৪০	এই জাতের গাছ খাটো আকৃতির এবং ছড়ানো। ফল সরু ও ১৮-২০ সেমি. লম্বা। প্রতিটি গাছে গড়ে ১০০-১২৫টি ফল ধরে। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগসহনশীল। ফলন ৫০-৬০ টন/হেক্টর। রাজশাহী এলাকায় এই জাতের ব্যাপক চাষ হয়।
বারি বেগুন-২ (তারাপুরী)	১৯৯২	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০	উচ্চফলনশীল সংকরজাত। এ জাতটির ফলের আকার মাঝারি লম্বাকৃতি, রঙ কালচে-বেগুনী ও চকচকে। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১২৫-১৫০ গ্রাম। ফলন ৫০-৫৫ টন/হেক্টর।
বারি বেগুন-৩ (শুকতারা)	১৯৯২	রবি	৫০-৫৫	১১০-১৪০	উচ্চফলনশীল সংকরজাত। এ জাতটির ফলের আকার লম্বা, রঙ উজ্জ্বল কালচে-বেগুনী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০টি। প্রতি ফলের ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। ফলন ৪০-৪৫ টন/হেক্টর।
বারি বেগুন-৪ (কাজলা)	১৯৯৮	রবি	৫০-৫৫	১৫০-১৯০	উচ্চফলনশীল এ জাতটির আকার মাঝারি লম্বাকৃতি, রঙ কালচে বেগুনী ও চকচকে। এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। গাছপ্রতি ফল ৩০-৩৫টি। প্রতি ফলের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম। ফলন ৫০-৫৫ টন/হেক্টর।
বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	১৩০-১৫০	জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফল গোলাকার, রঙ কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০-১৫টি। প্রতি ফলের ওজন ১২০-১৫০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়। ফলন ৪০-৫০ টন/হেক্টর।
বারি বেগুন-৬	২০১৩	রবি	৪৫-৫০	১৪০-১৫০	এই জাতটি উচ্চফলনশীল এবং ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, জেসিড এবং নেমাটোড রোগ প্রতিরোধী। প্রতি ফলের ওজন ২২৫-২৫০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।
বারি বেগুন-৭	২০১৩	রবি	৪০-৪৫	১৫০-১৬০	এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফল লম্বা, চিকন এবং রঙ উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫টি। প্রতি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর। ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।
বারি বেগুন-৮	২০১৩	খরিফ	২০-২৫ (গ্রীষ্মকালে)	১৫০-১৬০	এ জাতটি মূলত গ্রীষ্মকালে চাষাবাদের জন্য। গাছ খাড়া আকৃতির। ফলন ২০-২৫ টন/হেক্টর। জাতটি ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।
বারি বেগুন-৯	২০০৯	রবি	৫৫	১৮০	অধিক সংখ্যক ফল ধরে (৩০-৩৫ ফল/গাছ)। ডিম্বাকৃতির গাঢ় সবুজ রঙের ফল। নিচের দিকে সাদাটে দাগ। ফলের ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।
বারি বেগুন-১০	২০০৯	রবি ও খরিফ	৩৫-৫৫	১৮০	তাপ সহনশীল হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। লম্বা বেগুনী রঙের ফল। ফলের ওজন ১০০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি হাইব্রিড বেগুন-৩	২০১১	রবি	৬৫-৭০	১৪০-১৫০	মাঝারি গড়নের গাছ। নলাকৃতির গাঢ় বেগুনী রঙের ফল। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯০-১১০ গ্রাম।
বারি হাইব্রিড বেগুন-৪	২০১১	রবি	৫৫-৬০	১৪০-১৫০	হালকা সবুজ রঙের ডিম্বাকৃতি ফল। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০টি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১১০-১৪০ গ্রাম। রোগবলাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ সহনশীল।
বারি বিটি বেগুন-১	২০১৩	রবি	৫০-৫৫	১৩৫-১৪০	গাছের বৃদ্ধির ধরন ছড়ানো। গাছের উচ্চতা ৭০-৮০ সেমি। গুচ্ছাকারে ফল ধরে। প্রতি ফলের গড় ওজন ৬০-৭০ গ্রাম। ফলন ৫০-৫৫ টন/হেক্টর।
বারি বিটি বেগুন-২	২০১৩	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৪০	গাছের বৃদ্ধির ধরন ছড়ানো। গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেমি। গুচ্ছাকারে ফল ধরে। ফলের বোঁটার রঙ বাদামি। ফলের আকৃতি সিলিভারাকৃতি। ফলের রঙ কালচে বেগুনী। প্রতি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।
বারি বিটি বেগুন-৩	২০১৩	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০	গাছের বৃদ্ধির ধরন মধ্যম খাড়া। গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেমি। ফল ধরার ধরন একক। ফলের বোঁটার রঙ সবুজাভ বাদামি। গোলাকৃতির ফল। ফলের রঙ কালচে বেগুনী। প্রতি ফলের গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। ফলন ৪০-৪৫ টন/হেক্টর।
বারি বিটি বেগুন-৪	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	গাছের বৃদ্ধির ধরন মধ্যম খাড়া। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। ফল ধরার ধরন একক। ফলের বোঁটার রঙ বাদামি। ডিম্বাকৃতির ফল। ফলের রঙ সবুজ। প্রতি ফলের গড় ওজন ২০০-২৩০ গ্রাম। ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর।
বারি ফুলকপি-১ (রূপা)	১৯৯৮	রবি	২৫-২৮	৯০-১০৫	বীজ উৎপাদনক্ষম জাত। কপি সাদাটে ক্রিম রঙের। ফলন ২৮-৩০ টন/হেক্টর।
বারি ফুলকপি-২	২০০৬	রবি	২৫-২৭	৯০-১০৫	বীজ উৎপাদনক্ষম জাত। কপি সাদাটে ক্রিম রঙের।
বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী)	১৯৮৬	রবি	৫০-৬০	১০০-১১০	বীজ উৎপাদনক্ষম জাত। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি।
বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত)	১৯৯৮	রবি	৫৫-৫৬	১০০-১১০	গোলাকৃতির এবং উপর নিচ চেপ্টা। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।
বারি মুলা-১ (তাসাকিসান)	১৯৮৪	রবি	৭০-৮০	৬৫-৭৫	ট্রপিক্যাল, মুক্ত পরাগায়িত মুলার জাত। শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে চাষ করা যায়। ফলন ৭৫ টন/হেক্টর। বীজের ফলন ১.৫-২.০ টন/হেক্টর।
বারি মুলা-২ (পিংকি)	১৯৯৬	রবি	৫৫-৬০	৭০-৮০ (মুলার জন্ম) ১৪৫-১৫৫ (বীজের জন্ম)	ট্রপিক্যাল, মুক্ত পরাগায়িত মুলার জাত মুলা। আকর্ষণীয় গোলাপি বর্ণের বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায় এবং ৭৫ দিন পর্যন্ত ভক্ষণযোগ্য। গড় ফলন ৬০ টন/হেক্টর। বীজের ফলন ১.০ টন/হেক্টর।
বারি মুলা-৩ (দ্রুত)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	৫৫-৬০	এ জাতটি অনেকটা নলাকৃতির। এ জাতের মুলার রঙ সাদা। দ্রুত বর্ধনশীল জাত। মুলার গড় ওজন ৫০০ গ্রাম ও লম্বা ২৫ সেমি।
বারি মুলা-৪	২০০৮	রবি	৬৫-৭০	৬০-৭০	মুলা দেখতে আকর্ষণীয় যার রঙ দুধের মতো সাদা। স্থানীয় আবহাওয়ায় জাতটি পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। উচ্চফলনশীল জাত যার মুলার উৎপাদন ক্ষমতা ৬৫-৭০ টন/ হেক্টর এবং বীজের উৎপাদন ক্ষমতা ১.২-১.৫ টন/ হেক্টর।
বারি বাটিশাক	১৯৮৪	রবি	৪০-৫০	১১০-১২০	দ্রুতবর্ধনশীল সারা বছরই চাষ উপযোগী। সবুজ পাতা জাতীয় সবজি। বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়।
বারি চীনাশাক	১৯৮৪	রবি	৪০-৫০	১১০-১২০	দ্রুতবর্ধনশীল সারা বছরই চাষ উপযোগী। সবুজ পাতা জাতীয় সবজি। বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়।

জাতের নাম	অবয়ুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি চীনাফপি-১	১৯৯৬	রবি	৪৫-৫০	১১০-১২০	বাঁধাকপির ন্যায় সবুজ পাতা জাতীয় সবজি বীজ বপনের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/ হেক্টর।
বারি লাউ-১	১৯৯৬	রবি	গাছপ্রতি প্রায় ১০-১৫টি	১২০-১৪০	এটি একটি শীতকালীন জাত। এটি লম্বাটে ৪০-৪৫ সেমি. এবং ফলের ব্যাস ১০ সেমি.। হালকা সবুজ রঙের জাত। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৫-১.৭ কেজি। গাছপ্রতি প্রায় ১০-১৫টি বাজারজাতযোগ্য লাউ ধরে।
বারি লাউ-২	২০০৬	রবি	৪৫-৫০	১২০-১৪০	তাপ ও অতি বৃষ্টিসহিষ্ণু জাত। এটি খাটো (১৭-২০ সেমি.) এবং ফলের ব্যাস ১৪-১৭ সেমি. হালকা সবুজ রঙের ফল। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৩-১.৬ কেজি। গাছপ্রতি গড়ে প্রায় ২০-২৫টি বাজারজাতযোগ্য ফল ধরে।
বারি লাউ-৩	২০১০	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৫০	গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। গড় ফলের ওজন ২.৭ কেজি।
বারি লাউ-৪	২০১০	রবি ও খরিফ	৫০-৫৫	১৩০-১৫০	গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। গড় ফলের ওজন ২.৫ কেজি। সারা বছরব্যাপী চাষ করা
বারি লাউ-৫	২০১৭	রবি	৪৮-৫০	১৪০-১৫০	ফল বড় আকারের (গড় ওজন ১.৯০-২.০০ কেজি)। ফল দেখতে লম্বা ও বোতল আকৃতির। ফল গাঢ় সবুজ রঙের এবং ফলের নিচের দিকে সাদা ছিট ছিট দাগ আছে। গাছপ্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ১২টি।
বারি মিষ্টিকুমড়া-১	২০০৭	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৫০	আগাম শীতকালীন জাত। আকর্ষণীয় গাঢ় কমলা রঙের শাঁস। শাঁস চতুর্দিকে সমানভাবে পুরু। শাঁসের মিষ্টতা বেশি (টিএসএস) ১১.৫%। ফলের গড় ওজন ৩-৩.৫ কেজি। ভাইরাস রোগের প্রতি সহ-
বারি মিষ্টিকুমড়া-২	২০০৭	রবি ও খরিফ	২৫-৩০	১৩০-১৫০	সারা বছর চাষোপযোগী জাত। কাঁচা ফল সবজি হিসাবে ব্যবহারের জন্য উত্তম। গাঢ় কমলা রঙের শাঁস। শাঁসের মিষ্টতা বেশি (টিএসএস) ১১.৫%। ফলের গড় ওজন ২.৫-৩.০ কেজি।
বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১	২০১৫	রবি	৩৮-৪২	১৪০-১৫০	ফল মাঝারি আকারের (১.৫ কেজি) ফল দেখতে গোলাকার ও চ্যাপ্টা। ফল কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ আকর্ষণীয়, পাকা অবস্থায় সোনালী হলুদ বর্ণের। স্বাদ মিষ্টিটিএসএস (১০.০০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৮টি।
বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-২	২০১৯	রবি ও খরিফ	৪০-৫০	১৩০-১৪০	কাঁচা ফলের রঙ গাঢ় সবুজ পরিপক্ব অবস্থায় বাদামি সবুজ। গাছপ্রতি গড়ে ৮টি ফল ধরে। ফলের গড় ওজন ৩.৪২ কেজি। ফলের মাংসল অংশের পুরুত্ব ৪.৬ সেমি.। শাঁসের মিষ্টতা ১১.০৫%।
বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-৩	২০১৯	রবি ও খরিফ	৪৫-৫০	১৩৫-১৪৫	কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ, পরিপক্ব অবস্থায় হালকা বাদামি। গাছপ্রতি গড়ে ১০টি ফল ধরে। ফলের গড় ওজন ২.৪২ কেজি। ফলের মাংসল অংশের পুরুত্ব ৩.৭ সেমি.। শাঁসের মিষ্টতা ১১%।
বারি করলা-১	২০০৬	খরিফ	২২-২৩	১২০-১৩০	ফল মাঝারি আকৃতির (১৮-২০ সেমিঃ লম্বা) কালচে সবুজ রঙের। গাছপ্রতি ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি। গড় ফল ওজন ১০৫ গ্রাম। পুরু মাংসল বিশিষ্ট ফল (১.০-১.২ সেমিঃ)।
বারি করলা-২	২০১৭	খরিফ	২০-২২	১২০-১৩০	গাঢ় সবুজ রঙ ও মাঝারি আকারের (৯৮ গ্রাম) ফল। ফলের গায়ে প্রচুর ছোট ছোট চোখা wart এবং spine দেখা যায়। গাছপ্রতি গড় ফলের সংখ্যা ৩৮টি।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি করলা-৩	২০১৭	খরিফ	২০-২২	১২০-১৩০	সবুজ রঙ ও মাঝারি আকারের (৭৭.৭ গ্রাম) ফল। ফলের গায়ে অল্প কিছু ছোট ছোট ভোতা wart দেখা যায়। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪৫টি
বারি করলা-৪	২০১৮	খরিফ	২২-২৫	১১৮-১২৫	উচ্চফলনশীল, গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা গড়ে ৪০টি। ফলের গড় ওজন ১০৭ গ্রাম, গাছপ্রতি ফলন ৪ কেজি। ফল মাঝারি সবুজ, লম্বা চোঙাকৃতির এবং আচিলযুক্ত। জাতটি ভাইরাস রোগসহনশীল।
বারি হাইব্রিড করলা-১	২০১১	রবি	২৮-৩০	১৫০-১৫৫	আকর্ষণীয় হালকা সবুজ রঙ এর ফল, গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৬৫টি, প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৪০-১৪৫ গ্রাম।
বারি হাইব্রিড করলা-২	২০১৯	খরিফ	৩৫-৩৮	১০০-১১০	প্রতি গাছে গড়ে ৪৫টি করলা ধরে। ফলের গড় ওজন ১৪১.৩ গ্রাম। গড়ে গাছপ্রতি ফলন ৫.৭ কেজি। ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণের মাত্রা কম।
বারি হাইব্রিড করলা-৩	২০১৯	খরিফ	২৫-২৮	১০০-১২০	জাতটি খরিফ মৌসুমে আবাদ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে। ফলের গড় ওজন ১১২.৭ গ্রাম। গড়ে গাছপ্রতি ফলন ৪.১৭ কেজি।
বারি চাল কুমড়া-১	২০০৬	খরিফ	২৫-৩০	১২০-১৩০	উজ্জ্বল হালকা সবুজ রঙের ফল। ফলের দৈর্ঘ্য ১৮-২০ সেমি.। ফলের গড় ওজন ১.২-১.৫ কেজি। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০-১২টি।
বারি পটোল-১	২০০৬	খরিফ	৩০-৩৫	১১০-১২০	ফল ১১-১২ সেমি. লম্বা। বেড় ৩.৫-৪.০ সেমি.। প্রতিটি ফলের ওজন প্রায় ৫৫ গ্রাম। প্রতি গাছে সর্বোচ্চ ২৪০টি ফল ধরে।
বারি পটোল-২	২০০৬	খরিফ	৩৮-৪০	১১০-১২০	ফল ৯-১০ সেমি লম্বা এবং বেড় ৪-৪.৫ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন ৫০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে সর্বোচ্চ ৩৮০টি ফল ধরে।
বারি হাইব্রিড পটোল-১	২০১৫	খরিফ	৩৫-৪০	১২০-১৩০	ফলের গাঢ় রঙ সবুজাভ, সাদা ডোরা আছে। ফলের দৈর্ঘ্য ১৩.০১ সেমি.। প্রতিটি ফলের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১১২-১২০।
বারি ঝিঙা-১	২০০৮	খরিফ	২৫-২৬	১২০-১৩০	আগাম চাষের উপযোগী ঝিঙা। ফল আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের। প্রতিটি ফলের ওজন ১২৫ গ্রামের মত। রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।
বারি ঝিঙা-২	২০১৫	খরিফ	২৩-২৪	১২০-১৩০	আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফলের দৈর্ঘ্য গড়ে ২৭ সেমি.। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪৫টি ফল ধরে। এ ফসলটির ফলের পুষ্টি গুণাগুণ ভালো। ভালোভাবে চাষাবাদে বীজবপনের ৫৫-৬০দিন পর ফসল তোলা যায়। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ
বারি চিচিঙ্গা-১	২০১১	খরিফ	২৫-৩০	১০০-১৩০	আকর্ষণীয় সবুজ রঙ এর ফল; গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৫০টি; প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১০০-১৩০ গ্রাম; রোগবাহাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ
বারি স্কোয়াশ ১	২০১৭	রবি	৩০-৩৫	৯০-১২০	পরাগায়নের পর থেকে মাত্র ১৫-১৬ দিনেই ফল সংগ্রহ করা যায়। নলাকার গাঢ় সবুজ বর্ণের ফল। গড় ফলের ওজন ১.০৫ কেজি।
বারি শিম-১	১৯৯৬	রবি	২০-২২	২০০-২২০	পড নরম এবং মাংসল। নভেম্বর মাস থেকেই প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয়। ফলন ২০-২২ টন/হেক্টর। ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধী।
বারি শিম-২	১৯৯৬	রবি	প্রতি গাছে ৩৮০-৪০০টি শিম ধরে	১৯০-২১০	প্রতি মঞ্জুরিতে ৫-৬টি শিম ধরে। শিমগুলো ধনুকের মত বাকানো, সবুজ। লম্বায় ১০-১১ সেমি ও পাশে ১.৫-২.০ সেমি.। শিমের ওজন ৮-১০ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি করে বাদামি বীজ থাকে। প্রতি গাছে ৩৮০-৪০০টি শিম ধরে।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি শিম-৩	২০০৬	রবি ও খরিফ	১৫-২০	১৩০-১৫০	এটি একটি গ্রীষ্মকালীন জাত। বীজ বপনের ৪৫-৫৫ দিনের মধ্যেই ফুল আসে। শিমগুলো চ্যাপ্টা, নরম এবং সবুজ রঙের। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটার ১৫-২০ দিনের মধ্যেই শিম খাওয়ার উপযোগী হয়।
বারি শিম-৪	২০০৭	রবি	২৫-৩০	৮০-৯০	বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই ফুল আসে। শিমগুলো চ্যাপ্টা, নরম এবং সবুজ রঙের নলডক আকৃ
বারি শিম-৫ (খাটো)	২০০৯	রবি	১২-১৩	৭৫-৮০	অধিক সংখ্যক ফল ধরে (৬০-৭০টি প্রতি গাছে)। মাচা ছাড়াই চাষ করা যায়। মাত্র ৪০-৪৫ দিনে ফল সংগ্রহ করা যায়।
বারি শিম-৬	২০১১	রবি	১৭-২০	২২০-২২৫	ফল কম আঁশযুক্ত, লম্বাটে এবং নলডক টাইপের। প্রতি গাছ গড়ে ৩০০-৩৫০টি ফল ধরে। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।
বারি শিম-৭	২০১১	খরিফ	১২-১৩	১৫০-২০০	উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম। কিন-রাসহ পুরো ফলের ত্বক সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালীন শিমের অন্যান্য জাতের চেয়ে ফল ধারণের হার বেশি। ফলের আকৃতি চ্যাপ্টা ও কম আঁশযুক্ত।
বারি শিম ৮	২০১৫	রবি	২২-২৫	১৫০-১৮০	শীতকালীন জাত, সারা দেশে চাষ উপযোগী। এটি অন্যান্য চাষযোগ্য সীমের তুলনায় ২০-৩০ দিন আগে সংগ্রহ করা যায়। শিম নরম, মাংসল ও আঁশ কম। শিম সবুজ লম্বা, কিছুটা বাঁকানো। বীজ আকারে বড়। পোকামাকড় ও রোগবাহাইয়ের আক্রমণ কম।
বারি শিম-৯	২০১৭	রবি	শিম ১৫-১৬ বীজ ৭-৯	১৫০-১৯০	বড় ও পুষ্ট বীজ। কচি গুঁটি সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। শিমের গুঁটি চ্যাপ্টা ও হালকা সবুজ বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১৩০ গ্রামেরও বেশি।
বারি শিম-১০	২০১৭	রবি	শিম ১২.৫-১৫.৫ বীজ ৫.৫-৮.৫	১৫০-১৮৫	বড় ও পুষ্ট বীজ। কচি গুঁটি সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। শিমের গুঁটি লম্বা সুচালু ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১২৯ গ্রামেরও বেশি।
বারি মটরগুঁটি ১	১৯৯৬	রবি	১০-১২	৮০-৯০	গুঁটি মিষ্টি, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ রোগে এর কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে।
বারি মটরগুঁটি ২	১৯৯৬	রবি	১২-১৪	৮০-৯০	দ্রুতবর্ধনশীল জাত। নরম চ্যাপ্টা অপরিপক্ব বীজসহ সবুজ গুঁটি শিমের মতো ভক্ষণযোগ্য।
বারি মটরগুঁটি ৩ (আগুরী)	১৯৯৯	রবি	১০-১২	৮০-৮৫	আগাম জাত যা বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। পডগুলো হালকা সবুজ রঙের এবং প্রতি পড়ে ৫-৭টি বীজ থাকে। বীজ ক্রিসপি এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত। পরিপক্ব বীজ গোলাকার, হালকা
বারি বরবটি ১	২০০৬	খরিফ	১৬-১৭	১২০-১৩৫	এটি একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলন ১৬-১৭ টন/হেক্টর।
বারি ঝাড়শিম ১ (ফেসবিন)	১৯৯৬	রবি	১৩-১৫	১০০-১১০	খাটো ও ঝোপালো গাছ। পড কিছুটা বাঁকা ও সবুজ বর্ণের। বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া
বারি ঝাড়শিম ২ (ফেসবিন)	২০০২	রবি	১৫-২০	১০০-১১০	খাটো ও ঝোপালো গাছ। পড কিছুটা বাঁকা ও সবুজ বর্ণের। বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া
বারি ঝাড় শিম ৩ (খাইস্যা)	২০১১	রবি	বীজের ফলন ৪.৫-৫	৭৫-৮০	খাটো ও ঝোপালো টাইপের গাছ। বীজ (খাইস্যা) হিসেবে খাওয়া যায়। উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ (২৩.১%)।
বারি জ্যাক শিম ১	২০১১	রবি	১৪-১৬	৯০-১০০	খাটো ঝোপালো এবং মাচা ছাড়া চাষ করা হয়। পড বাঁকানো, নরম ও কম আঁশযুক্ত। সারা বছর চাষ করা যায়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের জন্য

জাতের নাম	অবযুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি টেঁড়স ১	১৯৯৬	খরিফ	১৪-১৬	৮০-৮৫	গাছ খাড়া, প্রধান কাণ্ড থেকে ২-৩টি শাখা বের হয়। ফল সবুজ, দৈর্ঘ্য ১৪-১৮ সেমি।
বারি টেঁড়স ২	২০১৫	খরিফ	১৭-২১	৮০-৮৫	এ জাতটির আগামভেঁবর বৈশিষ্ট্য সমেত আয়জনক (৪০-৪২ দিনে প্রথম ফুল আসে)। ফলের গড় ওজন ১৩-১৬ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩২-৩৮টি ফল ধরে। এ জাতটি হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি গিমা কলমি ১	১৯৮৩	খরিফ	৪০-৫৪	৭০-৮০	দ্রুত বর্ধনশীল উচ্চফলনশীল পাতা জাতীয় গ্রীষ্মকালীন সবজি। পাতার বোটা ও কাণ্ড সবুজ নরম ও রসালো। ফলন ৪০-৫৪ টন/হেক্টর
বারি পুঁইশাক-১ (চিত্রা)	১৯৯৯	খরিফ	৫০-৭৫	১০০-১১০	বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কাণ্ড এবং পাতার শিরা হলকা বেগুনী বর্ণের হয়। পাতা মধ্যম আকারের, নরম ও সবুজ বর্ণের হয়। অধিক প্রশাখায়ুক্ত, ঘন ঘন সংগ্রহযোগ্য।
বারি পুঁইশাক ২	২০০৫	খরিফ	৫০-৭৫	১১০-১১৫	বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কাণ্ড কিছুটা বেগুনী হয়। বারি পুঁইশাক ১ এর চেয়ে পাতা প্রশস্ত ও পুরু এবং কাণ্ড তুলনামূলকভাবে মোটা। বারি বারি কাণ্ড ও পাতা সংগ্রহযোগ্য। উচ্চফলনশীল জাত।
বারি লালশাক ১	১৯৯৬	রবি	১২-১৪	৪০-৪৫	অল্প সময়ের ফসল (৩০-৪০ দিন)। গোলাপী বর্ণের পাতা ও কাণ্ড। ৪০ দিন পর্যন্ত কাণ্ড নরম থাকে। সাধারণত রোগবাহাই ও পোকামাকড় সহিষ্ণু।
বারি সবুজটিটাশাক ১	২০০৬	খরিফ	১০-১২	৪০-৪৫	পাতা ও কাণ্ড সবুজ। পাতাগুলো বেশ প্রশস্ত ও গোলাকার ধরনের। দ্রুত বর্ধনশীল ও ঝোপালো প্রকৃতির। বীজ বপনের ২০ দিন পর থেকেই খাওয়ার উপযোগী হয়। খেতে নরম ও সুস্বাদু। প্রতি গাছের উচ্চতা ১৫-২৫ সেমি, পাতার সংখ্যা প্রায় ১২-১৮টি। গাছের ওজন ৭০-৮০
বারিটিটা-১ (লাবনী)	২০০০	খরিফ	৩৫-৪০	৫০-৬০	কাণ্ড হলকা বেগুনী, নরম, কম আঁশযুক্ত। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই ভক্ষণযোগ্য।
বারিটিটা ২	২০০৬	খরিফ	শাক ১০-১৫ এবং ডাটা ৪৫-৫০	৫০-৬০	বছরের যে কোন সময় চাষোপযোগী। তবে গ্রীষ্মকালে ফলন বেশি হয়। দ্রুত বর্ধনশীল জাত। বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ভক্ষণ উপযোগী হয়। বারি ডাটা ১ এর চেয়ে এর কাণ্ড অংশ অপেক্ষাকৃত বেশি নরম।
বারি লেটুস ১	২০০৬	রবি	২২-২৫	৫৫-৬০	আকর্ষণীয় সবুজ রঙের। গাছের ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম। ট্রপিক্যাল আবহাওয়া বীজ উৎপাদন করতে
বারি মিষ্টিমরিচ ১	২০০৯	রবি	১৪-১৫	১২৫-১৩৫	৭-৯টি ফল/গাছ পাওয়া যায়। গড় ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। উজ্জ্বল সবুজ বেল আকৃতির ফল, পাকলে লাল রঙ ধারণ করে।
বারি মিষ্টিমরিচ ২	২০১৫	রবি	২৫-৩০	১২৫-১৩৫	এটি ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় আকর্ষণীয় Bell shaped ফল। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
বারি সীতা লাউ ১	২০১১	রবি ও খরিফ	৩০-৩৫	১০-১৫ বছর	বহু বর্ষজীবী লতানো গাছ। সারা বছর ফুল ও ফল ধরে। ফল নরম ও মাংসল। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম। বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের জন্য উপযোগী।
বারি কামরাঙা শিম ১	২০১৫	রবি ও খরিফ	২০-২১	৮০-৯০	কামরাঙা শিম বা চারকোনা শিমের জাতটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উন্নতমানের আমিষসমৃদ্ধ একটি সবজি। এর পাতা শাক হিসাবে, সীম সবজি, বীজ ডাল এবং কন্দমূল আনুর মত খাওয়া যায়। এটি উচ্চফলনশীল (গড়ে ২০.০৭ টন/হে.) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী। এর সীম আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের, গড়ে ১৭.৮ সেমি. লম্বা, ২.৬৫ চওড়া, লম্বা। প্রতিটি শিমের গড় ওজন ১৫.২ গ্রাম।

জাতের নাম	অবয়ুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি পালংশাক ১	২০১৫	রবি	৪৫-৫০	৫৫-৬০	জাতটি উচ্চফলনশীল (গড়ে ৪৯ টন/হেক্টর) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী। পাতা ও কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ক্যারোটিন রয়েছে। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর থেকে সংগ্রহ করা যায়। ফুল দেহীতে আসে।
বারি পালংশাক ২	২০১৯	রবি	৩৪-৩৬	৩৫-৪০	প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৮-২০টি। গড়ে পাতার দৈর্ঘ্য ২৯-৩২ সেমি. এবং প্রস্থ ১২-১৫ সেমি.। গাছপ্রতি পাতার ভক্ষণযোগ্য অংশ ১২৬-১৩০ গ্রাম।
বারি চিনাল ১	২০১৫	রবি	২০-২২	৮০-৯০	উচ্চফলনশীল জাত। ফল বড় (১৩৪০ গ্রাম), ফল দেখতে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, সোনালী হলুদ রঙের। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৫%। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫-৬টি। গড় ফলন প্রায় ১৯ টন/হেক্টর।
বারি ব্রোকলি ১	২০১৫	রবি	১৫-২০	১৩৫-১৪০	গড়ে প্রতিটি বিক্রয় উপযোগী পুষ্পমঞ্জুরির ওজন ৪৫০ গ্রাম, ব্যাস ১২.৫০ সেমি ও লম্বায় ১৩.৯৩ সেমি.। প্রতি হেক্টরে গড় ফলন প্রায় ১৫-২০ টন। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মুক্ত পরাগায়নের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন সম্ভব (প্রতি হেক্টরে প্রায় ৬৩০ কেজি)।
বারি সজিনা ১	২০১৯	সারা বছর	৪০-৪২	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, গাছ মাঝারি উচু। সারা বছরব্যাপী ফলদানকারী। ফলঝরা এবং রোগ ও পোকা প্রতিরোধী। মাকড় ওটিপ বার্ন খুব কম।
বারি ধুন্দুল ১	২০১৯	রবি	৪৫-৫০	১১০-১৪০	গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৯৭টি। গড়ে ওজন ২৩৬ গ্রাম। ফল ধরার পর ৯৬দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।
হাইড্রোপনিক কালচার	২০০৮				বাসাবাড়ির আশপাশে যেখানে সবজি চাষের উপযুক্ত মাটি নেই সেখানে খাদ্যোপাদান মিশ্রিত পানিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ সম্ভব।

ফল ফসল

জাতের নাম	অবয়ুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি কাঁঠাল-১	২০০৮	খরিফ (মে- জুন)	১১৮	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল আগাম জাত। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম বোপালো। গাছপ্রতি ১২৫টি ফল ধরে যার ওজন ১১৮১ কেজি। ফল মাঝারি (৯.৫ কেজি) ও ডিম্বাকৃতির। শাঁস মধ্যম নরম, খুব রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২২%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫%। বাংলাদেশের সব
বারি কাঁঠাল-২	২০১১	রবি ও খরিফ-১ (জানুয়ারী- এপ্রিল)	৩৮-৫৮	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল অমৌসুমি জাত। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম বোপালো। গাছপ্রতি ৫৪-৭৯টি ফল ধরে যার ওজন ৩৮০-৫৭৯ কেজি। ফল মাঝারি (৬.৯৫ কেজি) ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২১%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি কাঁঠাল-৩	২০১৪	রবি ও খরিফ (সেপ্টেম্বর- জুন)	১২০-১৩০ (৩২ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	প্রায় সারা বছর এবং নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারি (৫.৫০ কেজি) আকারের ও দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। ফলের শাঁস মাঝারি নরম, হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২৩.৬%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫২.৫%। সব এলাকায়

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আম-১	১৯৯৬	খরিফ (মধ্য মে-মধ্য জুন)	১৫	বহুবর্ষজীবী	প্রতি বছর ফলদানকারী একটি রঙিন, আগাম উচ্চফলনশীল জাত। পাকা ফলের রঙ উজ্জ্বল হলদে, ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, প্রায় গোলাকার। ফলের শাঁস আর্শযুক্ত ও মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৯%)।
বারি আম-২	১৯৯৬	খরিফ (জুন)	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	প্রতি বছর ফলদানকারী একটি রঙিন, উচ্চফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমি জাত। ফলের শাঁস মধ্যম রসালো, আঁশহীন এবং মধ্যম মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৭.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য। সমগ্র বাংলাদেশেই এর চাষ করা
বারি আম-৩	১৯৯৬	খরিফ (জুন-জুলাই)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী, উচ্চফলনশীল এবং নারী জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। ফল খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২৩%) খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০.৫%। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা
বারি আম-৪	২০০২	খরিফ (জুলাই- আগস্ট)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী, উচ্চফলনশীল এবং নারী জাত। গাছ বড় ও খাড়া। ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও খেতে খুব মিষ্টি (২৪% ব্রিঙ্কমান)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।
বারি আম-৫	২০০৯	খরিফ (মে)	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী, উচ্চফলনশীল এবং আগাম জাত। ফল মাঝারি (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি ব্রিঙ্কমান ১৯% এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%।
বারি আম-৬	২০০৯	খরিফ (জুন)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	প্রতিবছর ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের গড় ওজন ২৮০ গ্রাম, ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন, মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৮%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ- ৭৭%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৭	২০০৯	খরিফ (জুন)	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	প্রতিবছর ফলদানকারী একটি রঙিন উচ্চফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমি জাত। ফলের গড় ওজন ২৮৫ গ্রাম, ফলের শাঁস হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন, মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৮%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ-৭৭%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৮ বহুবর্ষজীবী	২০০৯	খরিফ জুলাই	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	প্রতিবছর ফলদানকারী একটি রঙিন, উচ্চফলনশীল এবং নারী জাত। ফলের গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, ফলের শাঁস উজ্জ্বল হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন, খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২২%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ-৭০%। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)	২০১১	খরিফ (মে)	১.৩৫ (সাত বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	প্রতি বছর ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল আগাম জাত। উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, কচকচে, অল্প রসালো, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১১%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%।
বারি আম-১০	২০১২	খরিফ (জুন)	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল ও মাঝ মৌসুমি জাত। ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২০%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৫%। যে সমস্ত এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয় সে এলাকার জন্য উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আম-১১	২০১৫	রবি ও খরিফ	২.২ (৬ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	বছরে তিন বার (নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও মে) ফলদানকারী জাত। ফল মাঝারি আকারের (ফলের গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম)। ফল পাকা অবস্থায় হলুদ বর্ণের এবথটিএসএস ১৮.৫৫%। ফলের পাল্ল গাঢ় হলুদ বর্ণের, খেতে সুস্বাদু।
বারি কলা-১	২০০০	সারা বছর	৫০-৬০	১২-১৪ মাস	গাছ অমৃতসাগর জাতের চেয়ে খাট, অখচ ফলন ১.৫-২.০ গুণ বেশি। প্রতি কাঁদির ওজন প্রায় ২৫ কেজি। কাঁদিতে ১৫০-২০০টি কলা পাওয়া যায়। পাকা কলার রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং খেতে সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ২৪%)।
বারি কলা-২	২০০০	সারা বছর	৩৫-৪০	১১-১২ মাস	গাছ বেশ মোটা, শক্ত এবং মাঝারি আকারের। এ জাতের গাছে সাকারের সংখ্যা কম (২-৩টি)। কলার কাঁদির ওজন প্রায় ১৫-২০ কেজি। কাঁদিতে ১০০-১৫০টি কলা পাওয়া যায়। কলার আকার মাঝারি এবং গাঢ় সবুজ রঙের। ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে
বারি কলা-৩	২০০৫	সারা বছর	৪০-৫০	১২-১৪ মাস	বাংলা বা কবরী কলার উচ্চফলনশীল জাত। প্রতি কাঁদিতে ১৪১টি কলা হয় যার ওজন ২৩.৮ কেজি। ফল মধ্যম আকারের (১৪৪ গ্রাম)। পাকা ফল হলুদ রঙের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শাঁস আঠালো, মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২৫.৫%)। ফল পাকার পরও ৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়। জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল।
বারি কলা-৪	২০০৫	সারা বছর	৪০-৫০	১০-১৩ মাস	চাপা কলার একটি উচ্চফলনশীল জাত। প্রতি কাঁদিতে ফলের সংখ্যা ১৭৮টি যার ওজন প্রায় ১৯ কেজি। ফল মাঝারি আকারের গড় ওজন ৯৭ গ্রাম। ফল পাকা হলে রঙের সম্পূর্ণ বীজবিহীন এবং টক মিষ্টি স্বাদের (ব্রিঙ্কমান ২০%)। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।
বারি কলা-৫	২০১৭	সারা বছর	৫০	১১-১২ মাস	কাঁচা কলার একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। প্রতি কাঁদিতে ফলের সংখ্যা ৯৫টি যার গড় ওজন প্রায় ২০ কেজি। প্রতিটি ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৬২%। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।
শাহী পেঁপে	১৯৯২	সারা বছর	৪০-৬০	৮-১০ মাস	উচ্চফলনশীল জাত। কাণ্ডের খুব নিচ থেকে ফল ধরা শুরু হয়। ফল ডিম্বাকৃতির, ফল প্রতি বীজের সংখ্যা ৫০০-৫৫০টি। শাঁসের পুরুত্ব ২ সেমি. ও রঙ গাঢ় কমলা থেকে লাল। ফল মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১২%) ও সুস্বাদু। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৬০টি।
কাজী পেয়ারা	১৯৮৪	বছরে দু'বার ফল দেয় (আগস্ট- সেপ্টেম্বর)	২৮ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। গাছ খর্বাকৃতির, মোটামুটি খাড়া ও মধ্যম ঘোপালো। ফল উপবৃত্তাকার, বোটার দিকে সামান্য সরু, গড় ওজন ৪৪৫ গ্রাম। পরিপকু ফলের রঙ হালকা সবুজ। শাঁস সাদা, খেতে কচকচে সামান্য টক ভাবাপন্ন (ব্রিঙ্কমান ৮%) ও অল্প বীজ সমৃদ্ধ। গাছপ্রতি বছরে ৬০ কেজি ফল হয়। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি
বারি পেয়ারা-২	১৯৯৬	সারা বছর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। গাছ খর্বাকৃতির, মধ্যম ছড়ানো এবং মধ্যম ঘোপালো। কমবেশী সারা বছর ফল দেয়। পরিপকু ফলের রঙ হলুদাভ সবুজ। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১০%) ও কচকচে। বীজ অল্প ও নরম। গাছপ্রতি বছরে ৬৫ কেজি ফল হয়। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল। বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতটি চাষ করা যায়।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি পেয়ারা-৩	২০০৩	সেপ্টেম্বর	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম ছড়ানো, ও মধ্যম ঝোপালো। ফল উপবৃত্তাকার, বোঁটার দিকে সামান্য সরু, মাঝারি (ওজন ১৭৫ গ্রাম)। পরিপকু ফলের রঙ সবুজ। ফলের শাঁস গোলাপী, নরম, অল্প মিষ্টি (ব্রিন্জমান ৯%)। শাঁসে পেক্তিনের পরিমাণ বেশি থাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উত্তম জাত। দেশের সর্বত্র চাষ করা গেলেও পাহাড়ি এলাকায় বেশি জনপ্রিয়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
বারি পেয়ারা-৪	২০১৭	রবি (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, বীজবিহীন এবং অমৌসুমি জাত। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিন্জমান ৯.৫%) ও কচকচে। ফলের সংরক্ষণকাল দীর্ঘ (প্রায় ৮-১০ দিন)।
বারি মাল্টা-১	২০০৪	রবি (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। গাছ খাট, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। ফল গোলাকার, মাঝারি আকৃতির (১৫০ গ্রাম)। পাকা ফলের রঙ সবুজ। ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। শাঁস হলুদাভ, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিন্জমান ৭.৮%)। গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলের জন্য উপযোগী।
বারি মাল্টা-২	২০১৮	রবি (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী	জাতটি উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী। ফল বড় ও উপবৃত্তাকার। ফলের গড় ওজন ১৭৯ গ্রাম। দেখতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। টিএসএস ৭.৫%। ফল ১৩০টি/গাছ/বছর।
বারি কমলা-১	১৯৯৬	মধ্য নভেম্বর-ডিসেম্বর	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল আগাম জাত। গাছ মাঝারি, খাড়া ও মধ্যম ঝোপালো। ফল পাকার পর হলুদ থেকে গাঢ় কমলা রঙ ধারণ করে। ফলের আকার বড় এবং গোলাকৃতির। ফলের খোসা টিলা, শাঁস রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)। ফলের ওজন ১৯০ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩০০-৪০০টি ফল ধরে। সিলেট,
বারি কমলা-২	২০১৩	রবি (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	৫০০ কেজি (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। ফলের আকার ছোট (৩০-৪০ গ্রাম), খুব রসালো, ভিটামিন সি- ২১.৬৬ মিগ্রা./১০০ গ্রাম রস, ফলের রং উজ্জ্বল হলুদ। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি কমলা-৩	২০১৭	রবি (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	১-২ (৭ বছর বয়স্ক গাছের গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল মধ্যম সাইজের এবং পাকা ফলের রঙ আকর্ষণীয় হলুদ। শাঁস মিষ্টি (টিএসএস ১১.৪%), নরম, রসালো ও সুন্দর গন্ধযুক্ত। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৬৮ গ্রাম এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৯.৮%। একটি ৭ বছর বয়স্ক গাছে গড়ে ২৯টি ফল ধরে। জাতটিতে মাকড়ের আক্রমণ একদমই দেখা যায়
বারি মিষ্টি লেবু-১	২০১২	রবি (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)	৩৮	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, গোলাকার, বড় আকারের ফল (১৩৫ গ্রাম), খুব রসালো (৩৫.৪%) এবং মিষ্টি (ব্রিন্জমান ৭.২ ও অল্পতু ০.৩৩%)। সারা বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য একটি জাত।
বারি বাতাবিলেবু-১	১৯৯৬	রবি (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল মাঝ মৌসুমি জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম ছড়ানো। ফল প্রায় গোলাকার, পাকা ফলের রঙ হলুদ এবং গড় ওজন ১০০০ গ্রাম। শাঁস লালচে, রসালো, নরম, মধ্যম মিষ্টি (টিএসএস ৯.৫%)। ফলের কোষ সহজে আলোদা করা যায়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৪৫%। গাছপ্রতি ৪৫-৫৫টি ফল ধরে যার ওজন ৪০-৫০ কেজি। দেশের সর্বত্র চাষ
বারি বাতাবিলেবু-২	১৯৯৬	রবি (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)	১২-১৪	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল মাঝ মৌসুমি জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম খাড়া। ফল উপ-বৃত্তাকার, পাকা ফলের রঙ হলুদ এবং গড় ওজন ৭৫০ গ্রাম। শাঁস লালচে, খুব রসালো, নরম, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১১.৫%)। ফলের কোষ সহজে আলোদা করা যায়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৪০%। গাছপ্রতি ৪০-৫০টি ফল ধরে যার ওজন ৩০-৪০ কেজি। দেশের সর্বত্র চাষ

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি বাতাবিলেবু-৩	২০০২	রবি (সেপ্টেম্বর- নভেম্বর)	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল মাঝ মৌসুমি জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম খাড়া। ফল উপ-বৃত্তাকার, পাকা ফলের রঙ হলুদ, শাঁস গোলাপী, খুব রসালো, নরম, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১২.০%) এবং সম্পূর্ণ তিতাবিহীন। ফলের কোষ খুব সহজে আলাদা করা যায়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। গাছপ্রতি ১০০-১১০টি ফল ধরে। দেশের সর্বত্র চাষ
বারি বাতাবিলেবু-৪	২০০৪	রবি (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল মাঝ মৌসুমি জাত। গাছ মাঝারি, ছড়ানো। ফল গোলাকার, পাকা ফলের রঙ হলুদ এবং গড় ওজন ৮৮০ গ্রাম। শাঁস সাদা, মধ্যম রসালো, নরম, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১১.২%) ও তিতাবিহীন। ফলের কোষ খুব সহজে আলাদা করা যায়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%। গাছপ্রতি ৫২টি ফল ধরে, যার ওজন ৪০-৪৫ কেজি। দেশের সর্বত্র চাষ
বারি বাতাবিলেবু-৫	২০১৭	রবি অক্টোবর- ডিসেম্বর	৫-৬ (আট বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী ও মধ্যম মানের ফলনশীল একটি নাবি জাত। ফল মধ্যম সাইজের এবং গোলাকার। পাকা ফলের রঙ আকর্ষণীয় হলুদ এবং প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৮৭৫ গ্রাম। শাঁস খুব মিষ্টি (টিএসএস ৯.০৫%), নরম, রসালো ও তিতাবিহীন। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৬.২৬%। একটি ৮ বছর বয়স্কগাছের গড় ফলন ১৬.০৪ কেজি। এ জাতটিতে লেবুর প্রজাপতি পোকা, পাতা সূড়ঙ্গকারী পোকা এবং মাকড়ের আক্রমণ কম
বারি বাতাবিলেবু-৬	২০১৮	রবি (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	১১-১৪	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী, নাতি জাত, ফলের গড় ওজন ১ কেজি। শাঁস আকর্ষণীয় লাল রঙের, খুব রসালো, নরম, সুস্বাদু ও সম্পূর্ণ তিতাবিহীন। ফলের কোষ খুব সহজে আলাদা করা যায়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৭%। টিএসএস ৮.৫%। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।
বারি লেবু-১	১৯৯৬	জুন-জুলাই, অক্টোবর- নভেম্বর	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে দু'বার ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। বছরে গাছপ্রতি ১৫০টি ফল হয়। ফলের শাঁস সাদা, অত্যন্ত রসালো, টক এবং এলাচি মসলার গন্ধযুক্ত। ফলে রসের পরিমাণ ২৫%, রসে ৫.৩% এসিড ও ৩২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। ফলের খোসা পুরো, কম তিতা ও ভক্ষণযোগ্য।
বারি লেবু-২	১৯৯৬	সারা বছর	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফল উৎপাদকারী উচ্চফলনশীল জাত। গাছপ্রতি বছরে ১৮৬টি ফল হয়। ফল গোলাকৃতির, ফলের বহিঃত্বক মসৃণ। ফলের শাঁস সাদা, খুব রসালো এবং অল্প টক। ফলে রসের পরিমাণ ৩২.৬%, রসে ৭.২% এসিড ও ৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। প্রতিটি ফলে ৪৪টি
বারি লেবু-৩	১৯৯৬	জুন-জুলাই, অক্টোবর- নভেম্বর	১০ (গড় ফেলন)	বহুবর্ষজীবী	বছরে দু'বার ফল উৎপাদকারী উচ্চফলনশীল নাবি জাত। গাছ ছোট ও খাড়া প্রকৃতির। গাছপ্রতি বছরে ২১০টি ফল হয়। ফল গোলাকৃতির, ফলের বহিঃত্বক খুব মসৃণ। ফলের গড় ওজন ৫৫ গ্রাম। ফলের শাঁস সাদা, খুব রসালো এবং অল্প টক। ফলে রসের পরিমাণ ৩৮%, রসে ৬.৮% এসিড ও ৬২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। প্রতিটি ফলে ২০টি বাঁজ থাকে। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।
বারি লেবু-৪	২০১৮	সারা বছর	১০৪	বহুবর্ষজীবী	জাতটি উচ্চফলনশীল, সারা বছর ফলদানকারী। ফল গোলাকার ও মাঝারি (গড় ওজন ৮২ গ্রাম)। টিএসএস ৫.৪%। ফল একক ও গুচ্ছাকারে ধরে।
বারি লেবু-৫ (কলম্বো লেবু)	২০১৮	সারা বছর	২৫-২৮	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ও সারা বছর ফলদানকারী। ফল ডিম্বাকৃতি, বড় সুগন্ধিযুক্ত, খোকাকারে ধরে। ফলের গড় ওজন ২৬৮ গ্রাম। টিএসএস ৭.০৭%। খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৮১.৮৭%।
বারি কাগজিলেবু-১	২০১৮	সারা বছর	৭১-৭৫	বহুবর্ষজীবী	জাতটি উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী। ফল বড় ও উপবৃত্তাকার। ফলের গড় ওজন ৮২ গ্রাম। দেখতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। টিএসএস ৭.৩৫%।
বারি জারালেবু-১	২০১৮	সারা বছর	১২-১৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। ফল লম্বাকৃতি ও বড়, সাধারণত এককভাবে ধরে। ফল দেখতে উজ্জ্বল সবুজ এবং টিএসএস ৬.৭২%। খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬৯.৯৮%। লেমন বাটার ফ্লাই ও লিফ মাইনারের আক্রমণ

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি সাতকরা-১	২০০৪	রবি (সেপ্টেম্বর- নভেম্বর)	১০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম ছড়ানো ও মধ্যম ঝোপালো। ফল মধ্যম আকারের (৩৩০ গ্রাম) কমলালেবুর মত চ্যাপ্টা। পাকা ফল হালকা হলুদ বর্ণের। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী।
বারি নারিকেল-১	১৯৯৬	এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর	১৩-১৫ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	একটি উচ্চফলনশীল লম্বা জাত। গাছে প্রতি বছরে ৭৫-৯৫টি নারিকেল হয়। খোসার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। শাঁসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম ও শাঁসের পুরুত্ব ০.৯-১.১ সেমি। তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০%। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল।
বারি নারিকেল-২	১৯৯৭	এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর	১৪-১৬ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল লম্বা জাত। বিদেশ থেকে প্রবর্তিত। গাছপ্রতি বছরে ৬৫-৭৫টি নারিকেল হয়। খোসার ওজন ৬০০-৭০০ গ্রাম। পানির ওজন ৩৪০-৩৬০ গ্রাম, শাঁসের ওজন ৪৩০-৫৫০ গ্রাম, শাঁসের পুরুত্ব ১.১-১.২ সেমি. এবং তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫%। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল।
বারি আমড়া-১	২০০৩	সারা বছর	১৫-১৭ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফল ধারণকারী উচ্চফলনশীল জাত। গাছ খাট বামনাকৃতির, মধ্যম ঝোপালো। টবে, ছাদে ও বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ করা যায়। ফল ছোট, গড় ওজন ৬০ গ্রাম এবং টক মিষ্টি স্বাদের (ব্রিঙ্কমান ৭.০%)। বীজ ছোট ও নরম এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%।
বারি আমড়া-২	২০০৭	আগস্ট- অক্টোবর	১৭	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ বৃহৎ আকৃতির, অল্প ঝোপালো। ফল সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ৯%) ও বড় (৯৮ গ্রাম)। বীজ বড় ও বেশ শক্ত, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। রুগ্নানিযোগ্য জাতটি উপকূলীয় অঞ্চলে চাষোপযোগী।
বারি আমলকী-১	২০১১	খরিফ-রবি (মে-জুন ও নভেম্বর-ডিসেম্বর)	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। ফল বড় (৩০ গ্রাম), চ্যাপ্টা এবং হালকা সবুজ। শাঁস সাদা, মধ্যম রসালো, কচকচে, অল্প কষ্টিকার সম্বলিত এবং সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ১২%)। উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ (৩০০ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২%।
বারি বিলাতি গাব-১	২০১১	খরিফ (আগস্ট- সেপ্টেম্বর)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল বড় (৩২৫ গ্রাম), গোলাকার ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল বর্ণের। ফলের শাঁস পুসর বর্ণের, আঠালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৫%)। ফলপ্রতি ৩-৪টি বীজ থাকে, বীজ ছোট, খোসা পাতলা এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭২%।
বারি সফেদা-১	১৯৯৬	বছরে দুইবার নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি	২০-২৫ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত বছরে দু'বার ফল ধারণকারী (নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি) উচ্চফলনশীল জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম ছড়ানো। ফল মাঝারি, গোলাকার, গড় ওজন ৮৫ গ্রাম, মিষ্টি (টিএসএস ১৫%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৫%। চট্টগ্রাম এলাকায় ভাল হয় তবে দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।
বারি সফেদা-২	২০০৩	মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য- এপ্রিল	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	ফল দেখতে গোলাকার। আকারে মাঝারি। প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। পাকা ফলের শাঁস লালচে-বাদামি বর্ণের, মোলায়েম, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু, ব্রিঙ্কের পরিমাণ ১৮%। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেষ্টিংপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি সফেদা-৩	২০০৯	রবি (অক্টোবর- নভেম্বর ও জানুয়ারি- এপ্রিল)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে দুবার ফল ধারণকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল গোলাকার, মাঝারি ১১৭ গ্রাম এবং ফল খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২৩%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১.০%।
বারি কুল-১ (নারকেলি কুল)	২০০৩	রবি (ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় থেকে শেষ সপ্তাহ)	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী	ফল আকারে বেশ বড় ডিম্বাকৃতির, খেতে সুস্বাদু। ফলের খোসা পাতলা, পাকার পর হলুদাভ সবুজ রঙ ধারণ করে। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১% এবং ব্রিঙ্কের পরিমাণ ১১.৫%। বীজের আকার ছোট।
বারি কুল-২ (খাসার কুল)	২০০৩	জানু.-ফেব্রুয়ারি	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। ফল মাঝারি (২৩ গ্রাম), হলুদাভ সবুজ বর্ণের ও দুইপ্রান্ত সরু। খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি, সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ১৩%) এবং কণ্ঠিভাববিহীন। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২%।
বারি কুল-৩	২০০৯	রবি (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি)	২২-২৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল মাঝা মৌসুমী জাত। ফল আকারে বড় (৭৫ গ্রাম), বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% এবং খেতে সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ১৪%)।
বারি কুল-৪	২০১৩	রবি (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি)	৫৫-৬০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল জাত। ফলের ওজন ৩৬ গ্রাম, ফল ডিম্বাকৃতির, বীজ ছোট ও ভোঁতা, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% এবং খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ১৫%)। পাকা ফল হলুদাভ সবুজ রঙের। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে ভিটামিন সি ৬৫ মি.গ্রাম ও বিটা ক্যারোটিন ১৬.৯৩ মাইক্রোগ্রাম।
বারি কুল-৫	২০১৭	রবি (ফেব্রুয়ারি- মার্চ)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	টক কুলের উচ্চফলনশীল একটি জাত। পরিপক ফল দেখতে আকর্ষণীয় রঙের এবং রসালো। ব্রিঙ্কমান ১৮%। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২৮-২৫টি এবং প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৬.১৫ গ্রাম। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৪%।
বারি আঁশফল-১	১৯৯৬	খরিফ (আগস্ট)	৩-৪	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারি খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম বোপালো। ফল ছোট (৩.৫ গ্রাম), গোলাকার, বাদামি রঙের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২০- ২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি আঁশফল-২	২০০৯	খরিফ (আগস্ট)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী খাটো জাত। ফল তুলনামূলকভাবে বড় (৯.০ গ্রাম), বাদামি রঙের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%।
বারি কামরাঙা-১	২০০৭	প্রায় সারা বছর	৩৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। বছরে ৩ বার ফল দেয়। ফল মাঝারি (৯০ গ্রাম), লম্বাটে, হালকা হলুদ, শাঁস সাদা রসালো কচকচে মিষ্টি স্বাদের ব্রিঙ্কমান ৭.৫%।
বারি কামরাঙা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর	৫০-৫৫	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। বছরে ৩ বার ফল দেয়। ফল মাঝারি (১০০ গ্রাম), ডিম্বাকৃতির, হালকা হলুদ, রসালো এবং মিষ্টি স্বাদের (ব্রিঙ্কমান ৮%)।
বারি তেঁতুল-১	২০০৯	রবি (ফেব্রুয়ারি- মার্চ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারি (৩২ গ্রাম)। শাঁস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি ব্রিঙ্কমান ৭৫%। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৩%। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় চাষযোগ্য।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি রামুতান-১	২০১০	খরিফ (জুলাই)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল আকারে বড় (৫০ গ্রাম)। শাঁস পুরু, নরম রসালো এবং মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%।
বারি লিচু-১	১৯৯৬	খরিফ মে	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল আগাম জাত। ফলের গড় ওজন ২০ গ্রাম, ফল ডিম্বাকার ও রঙ লাল। শাঁস মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৮.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৫%। রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চলের জন্য উপযোগী।
বারি লিচু-২	১৯৯৬	খরিফ জুন	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল নাবী জাত। পাকা ফলের রঙ গোলাপী লাল, প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৬ গ্রাম। শাঁস মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৬.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য উপযোগী।
বারি লিচু-৩	১৯৯৬	খরিফ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ-জুনের প্রথম সপ্তাহ)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	মাঝ-মৌসুমী ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের গড় ওজন ১৯ গ্রাম, ফল বেশি মাংসল, রসালো এবং মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৯.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ-৭৫%। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপযোগী।
বারি লিচু-৪	২০০৮	খরিফ (জুনের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	মাঝ-মৌসুমী অতি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উচ্চফলনশীল এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত। পাকা ফলের রঙ উজ্জ্বল লাল। ফল বেশি মাংসল, রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ২২.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৮%। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (রংপুর,
বারি লিচু-৫	২০১২	খরিফ (১-১৫ জুন)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফলের রঙ আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল। ফলের গড় ওজন ২১ গ্রাম, সুস্বাদু এবং মিষ্টি (ব্রিঙ্কমান ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%। পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য
বারি জামরুল-১	১৯৯৬	খরিফ (মে- জুন)	২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত প্রচুর ফল উৎপাদনকারী জাত। গাছ মাঝারি, অত্যধিক বোপালো। ফল চূড়াকৃতির, পাকা ফল আকর্ষণীয় মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু (ব্রিঙ্কমান ৬.৫%)। ফলের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৭%। গাছপ্রতি ১১০০-১৪০০টি ফল হয়। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
বারি জামরুল-২	২০১২	খরিফ (ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল-জুলাই)	৪৫-৫০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল এবং বছরে তিনবার ফলদানকারী জাত। মধ্যম আকারের ফল (৪৫ গ্রাম)। ফল আকর্ষণীয় মেরুন রঙের ও মধ্যম মিষ্টি। সারা দেশে চাষ করা যায়।
বারি জামরুল-৩	২০১৭	খরিফ (মে)	৬.৬ (ছয় বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। পরিপকু ফল আকর্ষণীয় লালচে খয়েরি বর্ণের। ফল ঘণ্টাকৃতির এবং প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৫৯.৩ গ্রাম। শাঁস সাদা, আঁটসাঁট ও কচকচে এবং চামড়া পাতলা। ফল অত্যন্ত মিষ্টি (টিএসএস-১১.৭%)। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৮%। একটি ৬ বছর বয়স্ক গাছে গড়ে ২৮৩টি ফল ধরে।
বারি স্ট্রবেরি-১	২০০৭	নভেম্বর-মার্চ	১০-১২	বর্ষজীবী	পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি স্ট্রবেরি-২	২০১৪	ডিসেম্বর-মধ্য মে	২০-২৫	বর্ষজীবী	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চফলনশীল জাত। গাছপ্রতি গড়ে ৩২টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত সর্ফলতা (runner) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার
বারি স্ট্রবেরি-৩	২০১৪	ডিসেম্বর- এপ্রিল	২০-২৫	বর্ষজীবী	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চফলনশীল জাত। গাছপ্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৭০ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি ভিটামিন সি বিদ্যমান (৭২ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সর্ফলতা (runner) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর
বারি ড্রাগন ফল-১	২০১৪	জুন-ডিসেম্বর	১৫-২০ (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	সারা বাংলাদেশে চাষযোগ্য লতানো ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। ফল গোলাকার, ফলের খোসা হালকা বেগুনী রঙের এবং শাঁস গাঢ় বেগুনী রঙের। ফলের গড় ওজন ৩৭৫ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮১% ও হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৩%)।
বারি জলপাই-১	২০১৪	(মধ্য নভেম্বর- নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে)	১৫-২০ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল আকারে বড়, শীর্ষভাগ সর্ক, গড় ফলের ওজন ৪৬ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮৫
বারি কদবেল-১	২০১৪	(অক্টোবর- নভেম্বর)	৫-৮ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী বামন জাতের একটি উচ্চফলনশীল জাত। গাছে ফল গুচ্ছাকারে ধরে। গোলাকার বড় আকারের ফল, ফলের গড় ওজন ৩৪৪ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৬৯ ভাগ, (টিএসএস ১৮%)
বারি বেল-১	২০১৫	মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন	৩৪ কেজি গাছপ্রতি (গাছের বয়স-৬ বছর)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। হলুদ রঙের শাঁস, গোলাকার বড় আকারের ফল, ফলের গড় ওজন ৯০০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৮ ভাগ, (টিএসএস ৩৫%) খেতে মিষ্টি (তিতাবিহীন)।
বারি লটকন-১	২০০৮	খরিফ (জুলাই- আগস্ট)	১৪	বহুবর্ষজীবী	মাঝ মৌসুমি উচ্চফলনশীল জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম খাড়া ও বোপালো। ফাল্লুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ মাসে ফল আহরণ করা যায়। নয় বছর বয়স্ক গাছে ৩৩৫০টি ফল ধরে যার ওজন ৫০ কেজি। ফল মাঝারি (১৪ গ্রাম)। এতে ৪-৫টি কোষ থাকে। শাঁস নরম, রসালো, অল্পমধুর স্বাদযুক্ত এবং মিষ্টি গন্ধযুক্ত (ব্রিস্কমান ১৫.৬%)। বাংলাদেশের সব এলাকায়
বারি তৈকর-১	১৯৯৬	বছরে দুবার রবি (নভেম্বর- ডিসেম্বর) এবং খরিফ (এপ্রিল- মে)	৭০-৭৫ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। গাছ মাঝারি, মধ্যম ছড়ানো ও বেশ বোপালো। ফল চ্যাপ্টা-গোলাকৃতির, আকারে বড় (৭০০-৭৫০ গ্রাম)। প্রতিটি ফলের দৈর্ঘ্য ১০.৩ সেমি. এবং প্রস্থ ৯.২ সেমি.। কচি ফলের রঙ সবুজ, পরিপকু বা পাকা ফলের রঙ হলুদ। ফলপ্রতি বীজের সংখ্যা ৪-৭টি। বৃহত্তর সিলেট জেলার জন্য উপযোগী।
বারি নাশপাতি-১	২০০৩	আগস্ট- সেপ্টেম্বর	৬-৭ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। এর গাছ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, খাড়া ও অল্প বোপালো। ফলের গড় ওজন ১৩৫ গ্রাম। ফল বাদামি রঙের, ফলের উপরিভাগের ত্বক সামান্য খসখসে। শাঁস সাদাটে, খেতে কচকচে ও সুস্বাদু (ব্রিস্কমান ১০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি প্যাশনফল-১	২০০৩	খরিফ (জুলাই- আগস্ট)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। গাছ দীর্ঘপ্রসারী, বহুবর্ষজীবী এবং কাঠল লতা জাতীয়। পাকা ফল দেখতে হলুদ রঙের এবং গাঢ় খুবই মসৃণ। ফল উপবৃত্তাকার। ফলের গড় ওজন ৬৮ গ্রাম এবং প্রতি ফল থেকে ৩০ গ্রাম জুস আহরণ করা যায়। জুসের রঙ হলুদ, টক-মিষ্টি স্বাদের (ব্রিল্লমান ১৪%)। এ জাতটি পার্বত্য জেলাসমূহে চাষাবাদের উপযোগী। জাতটি ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও নেমাটোড প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
বারি-অ্যাভোক্যাডো-১	২০১৮	খরিফ	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১৮৯টি ও গড় ওজন ৫৬২ গ্রাম। টিএসএস ১৪.৬% এবং ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০.৪%। বোটা ক্যারোটিনের পরিমাণ (৫৪.৩ মা. গ্রাম/ ১০০ গ্রাম)। অসম্পৃক্ত চর্বি ওমেগা-৬ এর পরিমাণ ২০.২%।

মসলা ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মরিচ-১	২০০১	সারা বছর	১০-১২ (কাঁচা) ২.৫-৩.০ (শুকনা)	১২০-১৫০	গাছ খাটো ও বিস্তৃত, উচ্চতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার পার্শ্ব বিস্তৃতিতে ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার এবং গাঢ় ঘন সবুজ পাতায় পরিবেষ্টিত। গাছ বোপালো হওয়ায় বাহির থেকে কাঁচামরিচ দেখা যায় না। তাই অনিষ্টকারি পাখির উপদ্রব কম হয়। প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি মরিচ ধরে। মরিচের তুক পুরু। মরিচ পাকা অবস্থায় চকচকে লাল। কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনীয়। বীজ হার ০.৮-১.০
বারি মরিচ-২	২০১৩	গ্রীষ্মকালীন	২০-২২ (কাঁচা)	২৪০-২৫০	গাছের উচ্চতা ৮০-১১০ সেন্টিমিটার, পার্শ্ব বিস্তৃতিতে ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার এবং গাঢ় ঘন সবুজ পাতায় পরিবেষ্টিত। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৭টি। প্রতিটি গাছে ৪৫০-৫০০টি মরিচ ধরে। গাছপ্রতি ৭০০-৭৫০ গ্রাম কাঁচামরিচ পাওয়া যায়। প্রতিটি মরিচের দৈর্ঘ্য গড়ে ৭ সেন্টিমিটার ও ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম। ১০০০ বীজের ওজন ৪.৫ গ্রাম। হেক্টর প্রতি কাঁচামরিচের ফলন ২০-২২ টন। বীজ হার ০.৮-২.০ কেজি/হেক্টর।
বারি মরিচ-৩	২০১৩	শীতকালীন	৮-১০ (পাকা)	১৬০-১৯০	গাছের উচ্চতা প্রায় ৭৫-৮০ সেন্টিমিটার। প্রতিটি গাছে গড়ে ৭০-৭৫টি পাকা মরিচ ধরে। মরিচের ফল (পড) লম্বা আকৃতির, দৈর্ঘ্য গড়ে ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন গড়ে ৩.০ গ্রাম। রোগের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। অপরিপক্ব অবস্থায় হালকা সবুজ এবং পরিপক্ব অবস্থায় উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে। পরিপক্ব লাল ও শুকনা মরিচের অনুপাত
বারি মরিচ-৪	২০১৯	শীতকালীন	১৮-২০ (কাঁচা) ৪.৫-৫.০ (শুকনা)	১৪০-১৫৫	গাছের গড় উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি.। গাছপ্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ৮-১০টি। পাতা ও ফল সবুজ বর্ণের। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ৪৮০-৫২০টি এবং ওজন ১২০০-১৪০০ গ্রাম। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়।

জাতের নাম	অবযুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি পেঁয়াজ-১	১৯৯৬	শীতকালীন	১২-১৮ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দের আকার চেপ্টা, গোলাকার, বোঁটা চিকন, মধ্যমাকৃতির, লালচে পাটল বর্ণের এবং অধিক বাঁধযুক্ত। গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৫৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি গাছে ১০-১২টি পাতা হয়। প্রতিটি কন্দের ওজন প্রায় ৩০-৪০ গ্রাম ও কন্দের ব্যাস ৪-৫ সেন্টিমিটার বা ততোধিক হতে পারে। বীজ হার ৪-৪.৫ কেজি/হেক্টর।
বারি পেঁয়াজ-২	২০০০	গ্রীষ্মকালীন	১২-১৪ (কন্দ)	৯০-১০৫	কন্দ গোলাকার এবং লালচে বর্ণের। গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৫৫-৬৫ গ্রাম। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর। কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি পেঁয়াজ-৩	২০০০	গ্রীষ্মকালীন	১৪-১৮ (কন্দ)	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৫০-৫৫ গ্রাম। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর। কন্দ সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ু চলাচলযুক্ত শুকনা স্থানে ৮-৯ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি পেঁয়াজ-৪	২০০৮	শীতকালীন	১২-১৬ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দের আকার ইষৎ লম্বাটে, কন্দ মধ্যমাকৃতির, ধূসর লালচে বর্ণের এবং বাঁধযুক্ত। গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৬০ সেন্টিমিটার। প্রতিটি শঙ্ককন্দের গড় ওজন ৬০-৭৫ গ্রাম। বীজ হার ৪-৪.৫
বারি পেঁয়াজ-৫	২০০৮	গ্রীষ্মকালীন	১৬-২২	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম হয়। বীজ হার ৫-৬ কেজি/হেক্টর।
বারি পেঁয়াজ-৬	২০১৯	শীতকালীন	১৬-২০	১১০-১২৫	শীতকালে চাষের উপযোগী, বাধ বড় এবং সুস্বাদু। সংরক্ষণযোগ্য উন্নতমানের বেরেস্টা তৈরি উপযোগী ও ভালো বীজ উৎপাদনক্ষম। শুষ্ক কন্দের গলা চিকন, গোলাকার, প্রতিটির গড় ওজন ৩০-৪৫ গ্রাম, অধিক বাঁধযুক্ত। জীবনকাল ১২০-১৪০ দিন এবং টিএসএস ১৫.৮%। ফলন : বীজ (৮০০-৯৫০ কেজি/হেক্টর)। রোগবাহাই পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।
বারি রসুন-১	২০০৪	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর- মার্চ)	৬-৭	১৩৫-১৫০	গাছের উচ্চতা ৬০-৬২ সেন্টিমিটার, প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৭-৮টি, প্রতি কন্ডে কোয়ার সংখ্যা ২০-২২টি, কোয়ার দৈর্ঘ্য ২-২.৫ সেন্টিমিটার ও ব্যাস ১-১.৫ সেন্টিমিটার, কন্দের ওজন ১৯-২০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। এ জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি রসুন-২	২০০৬	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	৭-৮	১৩৫-১৫০	গাছের উচ্চতা ৫৬-৫৮ সেন্টিমিটার, প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৯-১০টি, প্রতি কন্ডে কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪টি, কোয়ার দৈর্ঘ্য ও ব্যাসে যথাক্রমে ২.৫-৩.০ ও ২-২.২৫ সেন্টিমিটার এবং কন্দের ওজন ২২-২৩ গ্রাম পর্যন্ত হয়। এ জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগে কম আক্রান্ত হয় ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি রসুন-৩	২০১৬- ১৭	রবি	১০.৫০-১১.৩১	১৩৫-১৪০	প্রতি বাঁধে কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪টি। বাঁধের গড় ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম। ভাইরাস মুক্ত ও পোকামাকড় এর আক্রমণ কম। বারি রসুন-১ থেকে এ জাতের ফলন ৫১% বেশি।
বারি রসুন-৪	২০১৬- ১৭	রবি	৮.০-৮.৭৮	১৩০-১৪০	প্রতি বাঁধে কোয়ার সংখ্যা ১৭-১৮.৬৬টি। বাঁধের গড় ওজন ১০-১০.৬২ গ্রাম। ভাইরাস মুক্ত ও পোকামাকড় এর আক্রমণ কম। বারি রসুন-১ থেকে এ জাতের ফলন ২৫% বেশি।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি হলুদ-১ (ডিমলা)	১৯৯৬	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৮-৩২ (কাঁচা)	২৭০-২৮০	গাছের উচ্চতা প্রায় ৮৫-৯০ সেন্টিমিটার। পাতার সংখ্যা ৯-১০টি। প্রতি গাছে ছড়ার সংখ্যা ৭-৮টি এবং মোথার ওজন প্রায় ১২৫-১৩০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন প্রায় ৪০০-৪২০ গ্রাম। এর রঙ গাঢ় হলুদ।
বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী)	১৯৯৬	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৫-২৮ (কাঁচা)	২৭০-২৮০	গাছের গড় উচ্চতা ৮৫-৮৭ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছে গোছা ২-৩টি এবং ছড়ার সংখ্যা ৭-৮টি। মোথার ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। প্রতি গোছায় হলুদের ওজন ৩৭৫-৩৮০ গ্রাম। রঙ গাঢ় হলুদ।
বারি হলুদ-৩	২০০০	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৫-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	গাছের উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১০-১২৫ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছে মোথার ওজন প্রায় ১৫০-১৮০ গ্রাম এবং প্রতি গোছায় হলুদের ওজন প্রায় ৪০০-৪৫০ গ্রাম হয়ে থাকে। রঙ গাঢ়
বারি হলুদ-৪	২০১৩	মধ্য এপ্রিল-মধ্য ফেব্রুয়ারি	২৮-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেন্টিমিটার। গাছপ্রতি পাতার সংখ্যা ২২-২৮টি, পাতা ৫০-৫২ সেন্টিমিটার লম্বা। পাতার রঙ হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৫টি (৫৫-৬০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২২-২৫টি (৪৫০-৫৫০ গ্রাম), ছড়া (ফিংগার) ৯.০-৯.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ২.৫-৩.০ সেন্টিমিটার চওড়া। অন্তর রঙ Core color) কমলা হলুদ (Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২০-২২ ভাগ।
বারি হলুদ-৫	২০১৩	মধ্য এপ্রিল-মধ্য ফেব্রুয়ারি	১৮-২০ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেন্টিমিটার ও গাছপ্রতি পাতার সংখ্যা ২৪-৩০টি, পাতা ৬২-৬৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১৮-২০ সেন্টিমিটার চওড়া। পাতার রঙ হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৪-৬টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৪টি (৩০-৪০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২০-২২টি (২৫০-৩০০ গ্রাম), ছড়া (ফিংগার) ৯.০-১০.০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ২.০-২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। অন্তর রঙ (Core color) গাঢ় কমলা হলুদ (Deep Organge Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২৬-৩০
বারি আদা-১	২০০৯	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	৩০-৩২ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	এই জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৭৯-৮২ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছেটিলার সংখ্যা ৩০-৩২টি ও পাতার সংখ্যা ২১০-২১২টি। প্রতি গাছে প্রাইমারি রাইজোমের সংখ্যা ৫৪-৫৭টি ও সেকেন্ডারি রাইজোমের সংখ্যা ৩৯০-৩৯৫টি পর্যন্ত হতে পারে। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি আদা-২	২০১৭	খরিফ	৩৭.৯৯	৩০০-৩১৫	গাছের উচ্চতা ৮৮-৯০ সেমি। গাছপ্রতি কন্দের ওজন ৬১০-৭২৬ গ্রাম। কন্দপচা রোগ মধ্যম সহনশীল।
বারি আদা-৩	২০১৬-১৭	খরিফ	২৯.০৫	৩০০-৩১০	গাছের উচ্চতা ৭৫-৭৯ সেমি। গাছপ্রতি কন্দের ওজন ৫০০-৫২৫ গ্রাম। কন্দপচা রোগ মধ্যম সহনশীল।
বারি ধনিয়া-১	১৯৯৬	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	৩.৫-৪.০ পাতা ১.৭-২.০ বীজ	১২০-১৩৫	গাছ উচ্চতায় ৪০-৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৬-১৮টি যার গাছপ্রতি ওজন প্রায় ৬-৮ গ্রাম। প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি বীজ হতে পারে। বীজগুলো হরিদ্রা বর্ণের মাঝারি আকারের। পাতা ও বীজ উভয়ই ব্যবহার্য।
বারি ধনিয়া-২	২০১৬	শীতকালীন	১.৮-২.৪ টন	১৩৫-১৪০	রোগ পোকার আক্রমণ সহনশীল, সুস্বাদুযুক্ত, উচ্চফলনশীল জাত। বড় কোয়া ১০০০ বীজের ওজন ১১.৫৩ গ্রাম।
বারি বিলাতি ধনিয়া- ১	২০১৩	সারা বছর	৩০-৫০ (পাতা) ৩০০-৪০০ কেজি (বীজ)	১৫০-২৮০	সারা বছর চাষোপযোগী পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ পাতা জাতীয় মসলা। গাছে ৬-৮টি পাতা থাকে এবং ওজন ৬-১০ গ্রাম থাকে। গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতা ১৫-২৫ সেমি, লম্বা ও ২-৩ সেমি।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি কালিজিরা-১	২০০৯	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	০.৮-১.০	১২০-১৩৫	গাছ উচ্চতায় ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার। প্রতিটি গাছে প্রায় ২০-২৫টি ফল থাকে। ফলের ভিতরে প্রায় ৭৫-৮০টি বীজ থাকে যার ওজন প্রায় ০.২০-০.২৭ গ্রাম। এ জাতের প্রতিটি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.০০-৩.২৫ গ্রাম।
বারি মেথী-১	২০০০	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	১.২-১.৫	১২০-১৩৫	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ৪০-৪৫টি এবং প্রতিটি পড়ে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামি বর্ণের। এ জাতে রোগ বালাই নেই বললেই চলে।
বারি মেথী-২	২০০৬	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর- মার্চ)	১.৮-২.১ কেজি	১২০-১৩৫	গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেন্টিমিটার। প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ৬০-৬৫টি এবং প্রতিটি পড়ে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামি বর্ণের। এ জাতটিও রোগবালাই সহনশীল।
বারি মেথী-৩	২০১৯	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর- মার্চ)	২.০-২.৩ কেজি	১১০-১২৫	গাছ খাট হওয়ায় মাটিতে নুইয়ে পড়ে না এবং খাড়া থাকে যা ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। গাছপ্রতি পড়ের সংখ্যা গড়ে ৭০-৮০টি। প্রতি পড়ে বীজের সংখ্যা গড়ে ১২-১৫টি। গড় জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম।
জৈন্তিয়া গোলমরিচ	১৯৮৮	বহুবর্ষী ফসল	২-২.২৫ কেজি/গাছ (প্রতি বছর)	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	উচ্চ পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ এবং উচ্চমূল্যের মসলা ফসল। চাষের জন্য আলাদা জমির প্রয়োজন নেই। নরম বাকল বিশিষ্ট লম্বা গাছে তুলে দিয়ে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব। চারা রোপণের ৩-৪ বছর পর গাছ ফল দিতে শুরু করে। ৭-৮ বছর বয়স পর্যন্ত উপযুক্ত পরিচর্যায় ফলন দিয়ে থাকে। পৌষ-মাঘ মাস গোলমরিচ তোলার উপযুক্ত সময়।
বারি পান-১	১৯৯৬	বহুবর্ষী ফসল	৩৬ লাখ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-৩টি, খরিপ-৫টি। পাতার ওজন (বোঁটাসহ)- রবি-৪.৪৮, খরিপ-৫.৫৮ গ্রাম। পাতার দৈর্ঘ্য (সেমি.)- রবি-১২.৪৫, খরিপ-১৪.৮০। পাতার প্রস্থ (সেমি.)- রবি-১০.৯২, খরিপ-১২.৬। পাতার আয়তন (ব.সেমি.)- রবি-১৩৭.২১, খরিপ-
বারি পান-২	১৯৯৬	বহুবর্ষী ফসল	৪০ লাখ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-৩টি, খরিপ-৫টি। পাতার ওজন (বোঁটাসহ)- রবি-৩.২৫, খরিপ-৪.৪৫ গ্রাম। পাতার দৈর্ঘ্য (সেমি.)- রবি-১২.৩৬, খরিপ-১৫.৮২। পাতার প্রস্থ (সেমি.)- রবি-১০.৪৭, খরিপ-১২.৭৫। পাতার আয়তন (ব.সেমি.)- রবি-১১৮.৩৫, খরিপ-
বারি পান-৩	১৯৯৮	বহুবর্ষী ফসল	৩২ লাখ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-২টি, খরিপ-৫টি। পাতার ওজন (বোঁটাসহ)- রবি-৩.০৪, খরিপ-৩.৮৬ গ্রাম। পাতার দৈর্ঘ্য (সেমি.)- রবি-১৩.২৫, খরিপ-১৫.৫৮। পাতার প্রস্থ (সেমি.)- রবি-১০.৪২, খরিপ-১০.৬০। পাতার আয়তন (ব.সেমি.)- রবি-১২০.৩১, খরিপ-
বারি আলুবোখারা-১	২০১৩	ফেব্রুয়ারি-জুন	৭.০৩	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	পত্রকক্ষের ফলগুলো একক অথবা গুচ্ছাকারে ধরে। গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতির ফলগুলো প্রচুর ভিটামিন এবং ঔষধী গুণাগুণ সম্পন্ন। মাঝামাঝি আকৃতির ফলের গড় জন ৮.৬ গ্রাম এবং ব্রিস্ফমান ১০.৬%। ফলের প্রায় ৯৭% ভক্ষণযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়া এর চাষের জন্য বেশ
বারি পাতা পেঁয়াজ-১	২০১৪	সারা বছর	১০-১৩ (পাতা) ৪২০-১৩৪০ কেজি /হে. (বীজ)	৩৬০-৩৬৫	এ জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষের উপযোগী এবং রোগ সহনশীল হওয়ায় ভালো ফলন দেয়। গাছের উচ্চতা প্রায় ৪৩-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি গাছে প্রায় ৬-৮টি গোছা থাকে। পাতার সংখ্যা প্রতি গোছায় প্রায় ৪-১১টি।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মৌরি-১	২০১৬	শীতকালীন	১.৫-২.১ টন	১৪০-১৫০	উচ্চফলনশীল জাত, বড় দানা। ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৬.৭৬ গ্রাম। রোগ ও পোকামাকড়
বারি মৌরি-২	২০১৬	শীতকালীন	১.৬-১.৮ টন	১৩০-১৪০	স্বল্পমেয়াদি ও একসঙ্গে পাকে। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল।
বারি দারুচিনি-১	২০১৭	সারা বছর	০.৩৮৫	দীর্ঘজীবী	আকর্ষণীয় সুগন্ধিযুক্ত, মিষ্টতা ও বাঁধাযুক্ত বাদামি রঙের মধ্যম পুরু (৩.৪ মিমি.) বাকল, (ওজন ১১.৬৭ গ্রাম/১০০ ব. সেমি.)। গাছের বৃদ্ধি ও বাকল ভালো ৭১৪ গ্রাম/গাছ। রোগবালাই সহনশীল।
বারি তেজপাতা-১	২০১৭	সারা বছর	৩৪ কেজি/গাছ	দীর্ঘজীবী	সারা বছর চাষ উপযোগী। লাগানো ১৬-১৮ মাসের মধ্যে তেজপাতা সংগ্রহ করা যায়। পাতার দৈর্ঘ্য ১৫ সেমি. প্রস্থ ৪ সেমি.। পাতায় শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ গড়ে ৫৯-৬২%।
বারি একাঙ্গি-১	২০১৮	সারা বছর	১৫	দীর্ঘজীবী	উচ্চফলনশীল জাতটি এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত চাষের উপযোগী। প্রতি রাইরোজমে ফিসারের সংখ্যা ৬ থেকে ৮টি। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কম।
বারি চিভস্-১	২০১৮	সারা বছর	১২	দীর্ঘজীবী	জাতটি উচ্চফলনশীল। সারা বছর চাষ উপযোগী এবং একবার লাগালে আর নতুন করে লাগাতে হয় না। ইহা বীজ ও বাম্বের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। জাতটি রোগ ও পোকা সহনশীল।
বারি পুদিনা-১	২০১৯	রবি	১০-১২	৮০-৯৫	গাছের গড় উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি.। গাছপ্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ১৮-২০টি। শাখা প্রতি পাতার সংখ্যা গড়ে ১৫-২০টি। পাতার দৈর্ঘ্য ৩-৪ সেমি ও প্রস্থ ২.৫-৩.০ সেমি। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়।
বারি ফিরিঙ্গি-১	২০১৯	রবি	১.৫-২.০	৮০-৯০	গাছের গড় উচ্চতা ২২-৩৫ সেমি.। গাছপ্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ৫-৬টি। গাছপ্রতি পড়ের সংখ্যা গড়ে ৩৬০-৪৬০টি। প্রতি পড়ে বীজের সংখ্যা গড়ে ৮-১০টি। বীজের ফলন ০.৪-০.৫ টন/হে.। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়।
কন্দাল ফসল					
আলু					
বারি আলু-১ (হীরা)	১৯৯০	রবি মৌসুম	২৫-৪০	৭৫-৮৫ দিন তবে ৬০-৬৫ দিন থেকেই আগাম আলু উত্তোলন করা যায়।	আলু চ্যাপ্টা গোলাকার, আকার মাঝারি থেকে বড়, ত্বক মসৃণ এবং রঙ হালকা হলুদ শাঁসের রঙ হালকা হলুদ এবং চোখ কিঞ্চিৎ গভীর ও সংখ্যা বেশি। ভিজা মাটিতে এবং মৌসুমের আগে অথবা পরেও রোপণ করা যায়। মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহনশীল।
বারি আলু-২ (মরিনি)	১৯৯০	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮০-৮৫	আলু সাদা, ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকারের, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ ও গভীর চোখ বিশিষ্ট। ৬০-৬৫ দিন থেকে আগাম আলু উত্তোলন করা যায় ও দাদ রোগ সহনশীল।
বারি আলু-৩ (অরিগো)	১৯৯০	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮০-৮৫	আলু মাঝারি আকারের ডিম্বাকৃতি, ত্বকের রঙ সাদাটে হলুদ চোখ অগভীর, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। ভাইরাস ওয়াই (Y) সহনশীল।
বারি আলু-৪ (আইলসা)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকার, আকার মাঝারি, অমসৃণ ত্বক এবং রঙ সাদাটে হালকা হলুদ বর্ণ, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় অঙ্কুর বের হতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে বিধায় কৃষকের ৫-৬ মাস পর্যন্ত আলু ঘরে সংরক্ষণ করে খেতে পারে। মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি আলু-৫ (পেট্রোনিস)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২০-৩০	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি, মসৃণ ত্বক ও ফ্যাকাসে হলুদ বর্ণ, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর। রোগবালাই ও মাটির জলাভাব সহ্য

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৬ (মুল্টা)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি আকার, তুক মসৃণ ও সাদাটে, শাঁসের রঙ ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর। আগাম পরিপক্ব, শর্করা বেশি, মোটামুটিভাবে মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-৭ (ডায়মন্ট)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, তুক মসৃণ, হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে এবং চোখ অগভীর। মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার মাঝে মধ্যে কিছুটা সরু লম্বাকার হয়, মাঝারি আকার, তুক মসৃণ ও লাল, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর। মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-৯ (মন্ডিয়াল)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু লম্বাকার, আকৃতি বড়, তুক মসৃণ ও হালকা হলুদ বর্ণ। শাঁসের রঙ ফ্যাকাসে হলুদ এবং চোখ অগভীর। মোটামুটিভাবে মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী কিন্তু মাঝে মধ্যে কাণ্ড পচা রোগে আক্রান্ত হয়।
বারি আলু-১০ (কুফরী সুন্দরী)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২০-৩০	১০০-১০৫	আলু গোলাকার, মাঝারি আকৃতির, তুক মসৃণ ও লাল বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ গভীর। মোজাইক রোগপ্রবণ তবে অন্যান্য রোগবাহাই সহিষ্ণু।
বারি আলু-১১ (চমক)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২০-৩৫	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির, তুক মসৃণ ও রঙ হালকা হলুদ, চোখ অগভীর। মড়ক ও ভাইরাস রোগ এবং তাপসহিষ্ণু। উচ্চফলনশীল ও অবক্ষয়ের হার কম বিধায় চাষিরা এ জাত চাষ করে লাভবান হতে পারেন।
বারি আলু-১২ (ধীরা)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২০-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির, তুক মসৃণ ও হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁসের রঙ ফ্যাকাসে সাদা, চোখ কিঞ্চিৎ গভীর। প্রান্ত ভাগে চোখের সংখ্যা বেশি। মড়ক ও ভাইরাস রোগ এবং তাপসহিষ্ণু। সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি তাই হিমাগারবিহীন এলাকায় ৩-৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)	১৯৯৪	রবি মৌসুম	২০-৩০	৮৫-৯৫	আলু গোল-ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির, তুক অমসৃণ, হালকা তামাটে হলুদ হলুদ বর্ণ, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। সুপ্তিকাল বেশি, মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটি বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। আগাম জাত হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ৬৫-৭০ দিনে আলু সংগ্রহ করা যায়। আলুর সুপ্তিকাল বেশি হওয়ায় আলু ৪-৫ মাস ঘরে
বারি আলু-১৪ (ক্রিওপেট্রা)	১৯৯৪	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকারের, তুক মসৃণ ও গাঢ় লাল বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। মোজাইক প্রবণ, তবে মড়ক ও অন্যান্য রোগসহিষ্ণু।
বারি আলু-১৫ (বিনেলা)	১৯৯৪	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির, তুক মসৃণ ও হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁসের রঙ হলুদ এবং চোখ অগভীর। মড়ক ও অন্যান্য রোগ সহিষ্ণু এবং খরাসহিষ্ণু।
বারি আলু-১৬ (অরিভা)	২০০০	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, তুক মসৃণ ও শাঁস হালকা হলুদ এবং চোখ অগভীর। মোজাইক রোগ প্রতিরোধী এবং সারাদেশে চাষের উপযোগী।
বারি আলু-১৭ (রাজা)	২০০০	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, মাঝারি ধরনের, তুক মসৃণ ও উজ্জ্বল লাল বর্ণের, শাঁস হালকা। মড়ক রোগ প্রতিরোধী, আলু আঠালো ও খেতে সুস্বাদু। তাই দেশি জাতের পরিবর্তে এই জাতটি আবাদ করা

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-১৮ (বারাকা)	২০০৩	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির চ্যাপ্টা, বড় আকৃতির, ত্বক মসৃণ, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। এ জাতটি ফ্রেস ফ্রাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি ১৯ (বিন্টজে)	২০০৩	রবি মৌসুম	২০-২৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। ভাইরাস 'ছ' জনিত মোজাইক প্রতিরোধক্ষম ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২০ (জারলা)	২০০৩	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। শুকনো পচা রোগ প্রতিরোধী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২১ (প্রোভেন্টো)	২০০৪	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। মধ্যম আকারের আলুর সংখ্যা বেশি ও সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘদিন সুগন্ধবহুয় থাকে।
বারি আলু-২২ (সৈকত)	২০০৪	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯৫	আলু গোলাকার থেকে ডিম্বাকার, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, ত্বক, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, হালকা গভীর চোখ। লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী ও ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারি আলু-২৩ (আলদ্রা)	২০০৫	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে, বড় আকৃতির, মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। রগ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২৪ (ডুরা)	২০০৫	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮৫-৯০	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে, বড় আকৃতির, ত্বক লাল, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। রগ্তানি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২৫ (এসটারিঙ্গ)	২০০৫	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারি থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁস ফ্যাকাশে হলুদ, চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা)	২০০৬	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, বড় মসৃণ ত্বক, ত্বক ও শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, অগভীর চোখ। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)	২০০৮	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮৫-৯০	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রঙ সাদা, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হলুদাভ সাদা ও চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)	২০০৮	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯০	আলু গোলাকার, রঙ লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-২৯ (কারোজ)	২০০৮	রবি মৌসুম	২০-২৬	৮৫-৯০	আলু গোল থেকে ডিম্বাকৃতির। আলু লাল রঙের, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান)	২০০৯	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির, রঙ সাদা ও ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ ক্রিম। চোখ অগভীর। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-৩১ (সাগিটা)	২০১০	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতির, বড়, রঙ হালকা হলুদাভ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৩২ (কুইঞ্জি)	২০১০	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর আকার বড় এবং ত্বক হলুদ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে
বারি আলু-৩৩ (আলমিরা)	২০১১	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রঙ হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের
বারি আলু-৩৪ (লরা)	২০১১	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার ও মাঝারি আকৃতির। আলুর রঙ লাল, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের
বারি আলু-৩৫ (মেরিডিয়ান)	২০১২	রবি মৌসুম	৩০-৪৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ বাদামি (হলুদাভ), ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম। চোখ অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৩৬	২০১২	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ লাল ও অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৩৭	২০১২	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামি (হলুদাভ), ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদাভ ও চোখ অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৩৮	২০১২	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামি (হলুদাভ), ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৩৯	২০১২	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা বাদামি, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা ক্রিম ও চোখ হালকা অগভীর। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪০	২০১২	রবি মৌসুম	৩৫-৫৫	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪১	২০১২	রবি মৌসুম	৩৮-৪৪	৯০-৯৫	আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রঙ গাঢ় লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪২	২০১২	রবি মৌসুম	২৫-৪০	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪৩	২০১২	রবি মৌসুম	২৫-৫০	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানিযোগ্য ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪৪	২০১২	রবি মৌসুম	২৫-৫০	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ ক্রিম। চোখ হালকা অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪৫	২০১২	রবি মৌসুম	২৫-৫০	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, ত্বক মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ অগভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৪৬	২০১৩	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রঙ হালকা হলুদ, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ ক্রিম ও চোখ মাঝারি গভীর। এ জাতটি নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার
বারি আলু-৪৭	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৫.১৪ (৩২.৩৬-৬৩.০৬)	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি ও ছোট থেকে মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৪৮	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৩.৪২ (২৬.০৫-৬২.৪১)	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি মধ্যম আকারের। আলুর রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৪৯	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৬.৪৫ (২৫.৩২-৬৬.১১)	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ ক্রিম ও অগভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫০	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৬.৫৯ (৩৪.৫২-৬২.৮৭)	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।
বারি আলু-৫১	২০১৪	রবি মৌসুম	৪০.৫২ (৩৬.৬৯-৪৭.৩১)	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল, শাঁসের রঙ হলুদ এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে
বারি আলু-৫২	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৩.৭৯ (৩০.৬৭-৫৩.২৪)	৯০-৯৫	আলু বড় আকারের খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি। চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৩	২০১৪	রবি মৌসুম	৩২-৩৪	৯০-৯৫	আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রঙ গাঢ় লাল, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ গভীর। এ জাতটি নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার
বারি আলু-৫৪	২০১৪	রবি মৌসুম	৪১.১৯ (২৫.৫৯-৫৭.৫১)	৯০-৯৫	আলু মাঝারি আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি। চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৫	২০১৪	রবি মৌসুম	৩০-৩৩	৯০-৯৫	আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি। চামড়ার রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৫৬	২০১৪	রবি মৌসুম	৩৬.৩৭ (২৯.৬৪-৪৫.০১)	৯০-৯৫	আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ লাল (বেগুনি), চামড়া মসৃণ, শাঁসের রঙ হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে
বারি আলু-৫৭	২০১৪	রবি মৌসুম	৩৭.৭৪ (২৯.৬৪- ৪৫.০১)	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম বড় আকারের। আলুর রঙ হলুদ, চামড়া মসৃণ, শাঁসের রঙ সাদা। চোখ মধ্যম গভীর। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার আলু হিসেবে
বারি আলু-৫৮	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৪.৬১ (৪২.৪৬- ৪৬.৬৩)	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ, রঙ হলুদ। শাঁসের রঙ ক্রিম এবং চোখ অগভীর। এ জাতটি খাবার
বারি আলু-৫৯	২০১৪	রবি মৌসুম	৪৩.৫৩ (৩৯.২৪- ৪৮.৮৮)	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি মধ্যম বড় আকারের। আলুর চামড়া রঙ হলুদ। শাঁসের রঙ ক্রিম এবং চোখ অগভীর। এ জাতটি খাবার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-৬০	২০১৪	রবি মৌসুম	৪২.০৫ (৩৫.৭৯- ৪৮.২৯)	৯০-৯৫	আলু লম্বাটে থেকে বেশি লম্বাটে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া রঙ হলুদ। শাঁসের রঙ ক্রিম এবং চোখ অগভীর। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৬১ ভলুমিয়া	২০১৪	রবি মৌসুম	৩৯.৯৬ (৩৬.৪৪- ৪৩.৫৭)	৯০-৯৫	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি এবং বেশি লম্বাটে বড় আকারের। আলুর চামড়া রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ এবং চোখ অগভীর। এ জাতটি খাবার

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৬২		রবি মৌসুম	৪৩.৭০ (৩৫.৭৮- ৫৬.৩২)	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। শুষ্ক পদার্থ ১৯.২৪ (১৭.৩৩-২০.৮০%)। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী। সাধারণ তাপমাত্রায় জাতটি যেহেতু ৫-৬ মাস সংরক্ষণযোগ্য এবং সুগ্ণাবস্থা
বারি আলু-৬৩		রবি মৌসুম	৪৩.২৯ (৩২.৩০- ৫১.৬৭)		শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.২২ (১৭.৯২-২১.৮২%)। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার আলু হিসেবে
বারি আলু-৬৪ ফলভা	২০১৫	রবি মৌসুম	৩৭.৩১ (৩১.১৩- ৪৮.৮৯)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারি আকারের ও মধ্যম চেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃত খুব কম। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হালকা হলুদ ও মসৃণতা মাঝারি, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। এ জাতটি খাবার
বারি আলু-৬৫ (রোসাগোল্ড)	২০১৫	রবি মৌসুম	৩৩.০৬ (২৬.৪৪- ৪২.৬৮)	৮৫-৯০	কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি। পাতা মাঝারি আকারের ও কম চেউ খেলানো। পার্শ্বের পত্রফলকে কম সংখ্যক মাঝারি আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও লাল। শাঁসের রঙ হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.১৫% (১৭.২৯-২১.৬০%)। এ জাতটি খাবার
বারি আলু-৬৬ (পামেলা)	২০১৫	রবি মৌসুম	৩৪.৪০ (২৫.৫২- ৪৬.০৬)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৮টি অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মাঝারি আকারের ও খুব কম চেউ খেলানো। পাতা সবুজ রঙের অধিক মাঝারি এবং শিরায় অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি। শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৪৭% (১৭.৩০-২১.৫৫%)। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৬৭ (জর- জিনা)	২০১৫	রবি মৌসুম	৩৬.৯৩ (২৯.৪৮- ৪৭.৭৮)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। আলু খাট ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ গাঢ় হলুদ। শাঁসের রঙ হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৭১.০৬% (৬৬.১২-৯৯.৫৭%)। এ জাতটি খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৬৮ (আটলান- টিক)	২০১৫	রবি মৌসুম	৩১.৭২ (১৯.১৫- ৪৫.৫১)	৮৫-৯০	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি কম। আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ। শাঁসের রঙ সাদা এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৮৮% (১৮.২৭-২২.৫৭%)। এ জাতটি
বারি আলু-৬৯ (ফ্লোমেনকো)	২০১৬	রবি মৌসুম	৩৮.২৪ (২৫.৯৯-৫৭.৫৫)	৮০-৮৫	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৮.২৫% (১৫.৫২-২০.৮৮%)। এ জাতটি খাবার
বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)	২০১৬	রবি মৌসুম	৩২.১৬ (২৮.৬৬-৩৮.২৯)	৮৫-৯০	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি। পাতা বড় আকারের ও খুব কম চেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় অ্যাক্সোসায়ানিনের বিস্তৃতি চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.৫৯% (২০.০৫-২১.৯৩%)। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৭১ (ডলি)	২০১৬	রবি মৌসুম	২৯.৬৪ (২২.৯৪-৩৮.৭১)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.৯৪% (১৯.৭১-২৪.২০%)। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ
বারি বারি আলু-৭২	২০১৬	রবি মৌসুম	২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩)	৮৫-৯০	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ-বেগুনি এবং অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারি আকারের। আলুর রঙ লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ হলুদ। চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৭৫% (১৮.৭৫-১৯.৫৫%)। এ জাতটি তাপ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৭৩	-	রবি মৌসুম	২৩.৬০ (১৯.৯৪-২৮.২৩)	৮৫-৯০	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এতে সামান্য অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি আছে। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারি আকারের এবং কম ডেউ খেলানো। আলুর রঙ সাদা (ক্রিম), চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ ক্রিম। চোখ হালকা গভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮৫% (১৮.৮৫-১৯.৫৫%)। এ জাতটি তাপ সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৭৪	২০১৭	রবি মৌসুম	৮৬.৬১ (৩৭.৩৮-৬৭.৫১)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৫টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি মাঝারি। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ, শাসের রঙ ক্রিম। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৬৫% (১৬.৩৬-১৯.২৬)। এ জাতটি অন্য জাতের তুলনায় ৬৫ দিনে ফলন খুবই ভালো তাই আগাম জাত হিসেবে জাতটি খুবই ভালো হবে।
বারি আলু-৭৫	২০১৭	রবি মৌসুম	৩৭.২৫ (২৩.৬২-৫৩.২৩)	৭০-৭৫	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি। পাতা মাঝারি আকারের ও কম ডেউ খেলানো। পাতা মাঝারি সবুজ এবং মধ্য শিরায় অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ লাল, শাসের রঙ সাদা। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৮১% (১৬.৩৭-১৯.০৭)। এ জাতটি সবচেয়ে কম সময়ে পরিপকু হয় এবং খাবার আলু
বারি আলু-৭৬	২০১৭	রবি মৌসুম	৩৫.৯৯ (২৭.৭৪-৪৪.৪০)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মাঝারি। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম। পাতা মাঝারি আকারের ও কম ডেউ খেলানো। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ, শাসের রঙ হালকা হলুদ। চোখের গভীরতা মাঝারি ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ২০.৫৪% (১৮.৩৬-২২.৪০)। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিররা)	২০১৭	রবি মৌসুম	৩৩.৪০ (২৭.৯৫-৪২.৪৭)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন লিফি টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং অ্যাসোসায়ানিনের বিস্তৃতি বেশি। পাতা মাঝারি আকারের ও কম ডেউ খেলানো। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ লাল, শাসের রঙ হালকা হলুদ। শুষ্ক পদার্থ ১৯.৭২% (১৭.৬৮-২০.৭৬)। এ জাতটি নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধী এবং খাবার আলু হিসাবে ভালো।

জাতের নাম	অবয়ুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৭৮	২০১৭	রবি	৪৪.৭১	৮৫-৯০	এ আগাম জাতটি উচ্চফলনশীল, দ্রুত বর্ধনশীল, মধ্য উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে, আলু লম্বাটে গোলাকার, আলুর রঙ লাল, চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ।
বারি আলু-৭৯	২০১৭	রবি	৪০.৬৪	৮৫-৯০	এ আগাম জাতটি উচ্চফলনশীল, দ্রুতবর্ধনশীল, খাবার আলু হিসেবে নির্বাচিত, অ্যান্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি আছে, আলু লম্বাটে মধ্যম বড় আকারের, আলুর রঙ লাল, চামড়া হালকা ও মসৃণ ও শাঁস হালকা হলুদ।
বারি আলু-৮০	২০১৮	রবি	৩৫-৩৮	৯০-৯৫	কাণ্ড সবুজ, মাঝারি মোটা এবং অ্যান্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মাঝারি আকারের, গাঢ় সবুজ এবং শিরায় অ্যান্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। আলু ডিম্বাকৃতি এবং মাঝারি আকৃতির। আলুর চামড়া মসৃণ ও লাল এবং শাঁস ক্রিম
বারি আলু-৮১	২০১৯	রবি	৩৮-৫০	৯০-৯৫	কাণ্ড সবুজ এবং অ্যান্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। পাতা কম চেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় অ্যান্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব কম। আলু ডিম্বাকৃতি, গোলাকার এবং মধ্যম আকৃতির। আলুর চামড়া মসৃণ ও হলুদ, শাঁস হালকা হলুদ। ভাইরাস রোগ সহনশীল।
বারিটিপিএস-১	১৯৯৭	রবি মৌসুম	সিডলিংটিউবার ৪৫- ৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫	গোল ডিম্বাকার, মাঝারি আকৃতির, ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল ক্রিম বর্ণের। শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ কিঞ্চিৎ গভীর। ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘ দিন সুগন্ধস্বায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজ জনিত ব্যয় কমানো সম্ভব। চাষিরা নিজের সংগৃহীতটিউবার পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবে ব্যবহার
বারিটিপিএস-২	১৯৯৭	রবি মৌসুম	সিডলিংটিউবার ৪৫- ৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫	গোল-ডিম্বাকৃতি, ত্বক মসৃণ। আলু হালকা হলুদ বর্ণের, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ কিঞ্চিৎ গভীর। ফলন অনেক বেশি এবং সাধারণ সংরক্ষণাগারে দীর্ঘ দিন সুগন্ধস্বায় থাকে। জাতটি মড়ক ও ভাইরাস রোগ সহনশীল। এ জাতটি প্রকৃত বীজ আলু দিয়ে চাষ করে বীজজনিত ব্যয় কমানো সম্ভব। চাষিরা নিজের সংগৃহীত দ্বিতীয় বছরের সিডলিংটিউবার পরবর্তী বছরের বীজ হিসেবে ব্যবহার
মিষ্টিআলু					
বারি মিষ্টিআলু-১ (তৃপ্তি)	১৯৮৬	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০	লতার বর্ণ বেগুনি ও লোমশ, লতার অগ্রভাগ ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া সাদা, শাঁস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২২.৫%, ভিটামিন-এ ৪৫০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-২ (কমলাসুন্দরী)	১৯৮৬	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০	লতা পরিপক্ব পাতা সবুজ কিন্তু লতার অগ্রভাগ বেগুনি, কন্দমূলের চামড়া কমলা, শাঁস গাঢ় কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২০%, ভিটামিন-এ ৭৫০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৩ (দৌলতপুরী)	১৯৮৮	রবি	৩০-৩৫	১৪০-১৫০	লতা ও পাতা সবুজ, পাতা খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া সাদা, শাঁস সাদা, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩০%, ভিটামিন-এ নাই বললেই চলে।
বারি মিষ্টিআলু-৪	১৯৯৪	রবি	৩০-৩৫	১৪০-১৫০	লতা ও পরিপক্ব পাতা সবুজ, লতার অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পাতা বেগুনি, পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনি বর্ণের হয়ে থাকে। কন্দমূলের চামড়া ও শাঁস কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৭%, ভিটামিন-এ ১০৫০
বারি মিষ্টিআলু-৫	১৯৯৪	রবি	৩০-৩৫	১২০-১৩৫	লতা ও পাতা সবুজ, পাতা হালকা খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া গাঢ় হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩১.০%, ভিটামিন-এ ১০০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মিষ্টিআলু-৬ (লাল কুঠি)	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	লতা ও পাতা সবুজ এবং খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া হলুদাভ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ২২০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫%, ভিটামিন-এ ৮০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৭ (কাল মেঘ)	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	লতা ও পাতা সবুজ, পাতা খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ২২০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫%, ভিটামিন- এ ৭০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৮	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	লতা ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস মাঝারি হলুদ রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫%, ভিটামিন- এ ৬৫০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-৯	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	লতা ও পাতা সবুজ, পাতা সামান্য খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস মাঝারি কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫.৬%, ভিটামিন-এ ৭৩০ আ.এ/১০০
বারি মিষ্টিআলু-১০	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	লতা, বোঁটা ও পত্র কিনারা হালকা গোলাপি বর্ণের, পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া বাদামি ও শাঁস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০- ২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৮.১১%, ভিটামিন-এ ৪০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১১	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	লতা বেগুনি ও পাতা সবুজ, কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫.৪৪%, ভিটামিন-এ ৫০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১২	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	লতা ও পাতা সবুজ, পাতা খাঁজকাটা কিন্তু মধ্যশিরা পর্যন্ত পৌঁছে না। কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৯.৪৬%, ভিটামিন-এ ৫৮০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১৩	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	লতা ও পাতা সবুজ এবং খাঁজকাটা। কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৮.৯৩%, ভিটামিন-এ ৪৪০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টিআলু-১৪	২০১৭	রবি মৌসুম	৩০-৪০	১২০-১৩০	পাতা খাঁজকাটা, কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ। গাছপ্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি। কন্দের ওজন ৬৬০ গ্রাম ও আকার লম্বাটে। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৯২ মিগ্রা. এবং প্রায় দুই মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি মিষ্টিআলু-১৫	২০১৭	রবি মৌসুম	৩০-৪০	১২০-১৩০	পাতা খাঁজকাটা নয়, কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ। গাছপ্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৮টি। কন্দের ওজন ৬৮৩ গ্রাম ও আকার লম্বাটে ও অনিয়মিত। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মি.গ্রা. এবং দুই মাস সংরক্ষণ করা যায়।
বারি মিষ্টিআলু-১৬	২০১৮	রবি মৌসুম	৩০-৪০	১১৫-১২৫	গাছপ্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৬টি। কন্দ লম্বাকৃতির ও অনিয়মিত। শাঁসে ক্যারোটিনের পরিমাণ ১০৫ গ্রাম./১০০ গ্রাম। শ্বাস ও পুষ্টিগুণ বিচারে গ্রহণযোগ্যতা মাঝারি।

কচু

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মুখিকচু-১ (বিলাসী)	১৯৮৮	খরিফ	২৫-৩০ টন/হে.	১৮০-২০০	গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারি লম্বা। এ মুখী খুব মসৃণ, ডিম্বাকৃতির হয়। সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু। সিদ্ধ করলে মুখি সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায় এবং গলা চুলকানিমুক্ত।
বারি মুখিকচু-২	২০১৩	খরিফ	৩০-৩৫ টন/হে.	১৮০-২০০	গাছ খাড়া, মাঝারি আকৃতির এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও প্যালিট আকৃতির। বোটা এবং বোটা ও পত্রফলের সংযোগস্থল সবুজ রঙের। মুখী ধূসর রঙের এবং শাঁস সাদা। মুখী সহজে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত।
বারি পানিকচু-১ (লতিরাজ)	১৯৮৮	খরিফ	২৫-৩০ টন/হে. লতি ১৫-২০ টন/হে. রাইজোম	১৮০-২৭০	লতি লম্বায় ৯০-১০০ সেমি., সামান্য চেপ্টা, সবুজ, লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত হয়। বোটা এবং পাতার
বারি পানিকচু-২	২০০৮	খরিফ	২৫-৩০ টন/হে. লতি ১৮-২২ টন/হে. রাইজোম	২৫০-৩০০	গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের, পাতা সবুজ ও প্যালিট আকৃতির। বোটা বা প্যালিট সবুজ, বোটা ও পাতার সংযোগস্থল সবুজ। জাতটি প্রচুর সংখ্যায় উৎকৃষ্টমানের লতি উৎপাদন করে যার প্রতিটি প্রায় ৪০-৫০ সেমি. লম্বা ও ২ সেমি. চওড়া হয়। লতি হালকা সবুজ বর্ণের, গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত মোটা।
বারি পানিকচু-৩	২০০৮	খরিপ	১০-১২ টন/হে: লতি ২৫-৩০ টন/হে: রাইজোম	২৫০-৩০০	গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের, পাতা সবুজ ও প্যালিট আকৃতির। বোটা ও পাতার সংযোগস্থল হালকা বেগুনী। পাতার বোঁটায় বেগুনি রঙের ডোরাকাটা দাগ আছে। প্রতিটি কাণ্ড প্রায় ৪০-৫০ সেমি. লম্বা ও পরিধি ২০-৩০ সেমি. হয়। কাণ্ডই হলো এ ফসলের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ। লতি হালকা সবুজ বর্ণের।
বারি পানিকচু-৪	২০১৩	খরিপ	৫-৮ টন/হে: লতি ৩৫-৪৫ টন/হে: রাইজোম	২৫০-৩০০	গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও প্যালিট আকৃতির। কাণ্ড মোটা ও গোলাপি রঙের। পত্রফলের মধ্য ও অন্যান্য শিরা নিম্নপৃষ্ঠে গাঢ় গোলাপি রঙের এবং ওপরের পৃষ্ঠে গোলাপি রঙের। বোটা এবং বোঁটা পত্রফলের সংযোগস্থল গোলাপি রঙের। রাইজোম গোলাপি রঙের এবং শাঁস হালকা গোলাপি যা অন্য জাত থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি মূলত রাইজোম উৎপন্ন করে, তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে।
বারি পানিকচু-৫	২০১৩	খরিপ	৫-৭ টন/হে: লতি ৪০-৪৫ টন/হে: রাইজোম	২৫০-৩০০	গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও প্যালিট আকৃতির। কাণ্ড মোটা ও সবুজ রঙের। পত্রফলের মধ্য ও অন্যান্য শিরা সবুজ রঙের। বোঁটা এবং বোঁটা পত্রফলের সংযোগস্থল সবুজ রঙের। রাইজোম হালকা সবুজ রঙের এবং শাঁস সাদাটে। এটি মূলত রাইজোম উৎপন্ন করে, তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে।
বারি পানিকচু-৬	২০১৭	খরিফ	রাইজোম ৬০-৮০ লতি ৫-৮ টন/হে.	২৫০-৩০০	রাইজোম মোটা এবং সবুজ রঙের। পাতার শিরার মাঝখানে কালো রঙের ছোপ ছোপ দাগ থাকে। তবে বয়স্ক পাতায় এ দাগের গাঢ়ত্ব কমে যায়। এটি মূলত: রাইজোম উৎপাদনকারী তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে। গলা চলকায় না। সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়।
বারি গুলকচু-১	২০১৮	খরিপ	৪৫-৫৫	১৮০-২০০	কাণ্ড অপেক্ষাকৃত কম খসখসে, পত্রফলক ঘনভাবে বিন্যস্ত, গুঁড়িকন্দ বড় ও বেলনাকার এবং অল্প সংখ্যক মোটা আকারের গুঁড়ি কন্দিকা উৎপন্ন করে। গুঁড়িকন্দের গড় ওজন ২-৫ কেজি, মাংসল অংশ ক্রিম রঙের এবং ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ। রোগবাহাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি ওলকচু-২	২০১৮		৩৫-৪৫	১৮০-২০০	কাণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক খসখসে, পত্রফলক হালকাভাবে বিন্যস্ত, গুঁড়িকন্দ মাঝারি, এবং অধিক সংখ্যক গুঁড়িকন্দিকা উৎপন্ন করে। গুঁড়ি কন্দের গড় ওজন ১-৩ কেজি, মাংসল অংশ গাঢ় হলুদ রঙের। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কম।
ফুল					
বারি অর্কিড-১	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৬৫,০০০-১,৯০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ৯০- ১২০	ফ্লোরেটের সংখ্যা ১২-১৫টি। ফুলের সজীবতা ২৫-৩০ দিন থাকে।
বারি গ্রাডিওলাস-১	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০-২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ১২০- ১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফ্লোরেটের সংখ্যা ১২-১৪টি। ফুলের সজীবতা ৮-১০ দিন থাকে।
বারি গ্রাডিওলাস-২	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০ ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ১২০- ১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফ্লোরেটের সংখ্যা ১২-১৪টি। ফুলের সজীবতা ৮-১০ দিন থাকে।
বারি গ্রাডিওলাস-৩	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০ ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ১২০- ১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং সাদা এবং ৯.০-৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট ফ্লোরেট বিদ্যমান। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৮০-৮৩ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি গ্রাডিওলাস-৪	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০ ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ১২০- ১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং আকর্ষণীয় গোলাপি এবং ৯.০-৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৭৫-৮০ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১- ১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি গ্রাডিওলাস-৫	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০ ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ১২০- ১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং আকর্ষণীয় হলুদ এবং ৯.০-৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৮০- ৮৫ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-১	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-৩০টি	মৌসুমি ১২০- ১৫০	গাছ মাঝারি আকৃতির এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার। ফুলের রং হলুদ, 'এনিমোন' প্রকৃতির এবং ৩.৮-৪.০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ৯-
বারি চন্দ্রমল্লিকা-২	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫টি	মৌসুমি ১২০- ১৫০	গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সেন্টিমিটার। ফুলের রং সাদা এবং ৬.৮-৭.০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫টি	মৌসুমি ১২০- ১৫০	গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সেন্টিমিটার। ফুলের রঙ মেজেন্টা এবং ৬.৫-৭.০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি জারবেরা-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভালো হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ১৮-২০টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	গাছ রোমাবৃত (Hairy) এবং ২৫-৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুলের রঙ গাঢ় লাল, কেন্দ্র হালকা সবুজাভ এবং ৯.৫-১০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯
বারি জারবেরা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভালো হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০- ২২টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	গাছ কাণ্ডহীন, রোমাবৃত এবং ৩০-৩৫ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুলের রঙ সাদা এবং ৯.০-৯.৫ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি এ্যানথুরিয়াম-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫- ৬টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	আনথুরিয়াম কাণ্ডহীন হারবেসিয়াস জাতীয় বাহারি পাতা ও ফুলের গাছ। গাড় লাল রঙের স্প্যাথ ও হলুদাভ রঙের স্প্যাডিক্স এ জাতটির বৈশিষ্ট্য। ফুলের সজীবতা প্রায় ১৯-২০
বারি ডালিয়া-১	২০০৯	রবি মৌসুম	গাছপ্রতি ফুলের সংখ্যা প্রায় ১৪-১৫টি	মৌসুমি ১২০- ১৩০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। এটি লাল এবং সাদা মিশ্রণের ফুল এবং ১৪-১৫ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। গাছে ফুলের সজীবতা থাকে প্রায় ৮-৯ দিন।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি লিলি-১	২০০৯	গ্রীষ্মকালীন	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫- ৬টি	মৌসুমি ১২০-১৩০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। আকর্ষণীয় লাল রঙের ফুল এবং ১২.০-১২.৫ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা থাকে প্রায় ৫-৬ দিন।
বারি এলপিনিয়া-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে গ্রীষ্ম মৌসুমে বেশি ভালো	প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা বছরে প্রায় ১০-১২টি	বহু বর্ষজীবী, সারা বছর	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। গাঢ় লাল রঙের প্রায় ১৭.০-১৮.০ সেমি. লম্বা মঞ্জুরিবিশিষ্ট ফুল। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি গাঁদা-১	২০০৯	গ্রীষ্মকালীন	৫.০-৫.৫ লাখ	মৌসুমি ১০০-১২০	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। আকর্ষণীয় কমলা রঙের ফুল যার ব্যাস প্রায় ৪.৫-৫.০ সেমি.। রোগবাহাই সহিষ্ণু তবে প্রয়োজনে পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
বারি গ্লাডিওলাস-৬	২০১৬	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভালো হয়	১,৭৫,০০০- ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমি ১২০-১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং আকর্ষণীয় নীল এবং ৯.০-৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৭০-৮০ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরিটের সংখ্যা ১০-১১টি। ফুলের সজী-
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪	২০১৬	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫টি	মৌসুমি ১২০-১৫০	গাছ মাঝারি আকৃতির এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার। ফুলের রঙ গাঢ় লাল এবং ৭-৮ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ১০-১২
বারি রজনীগন্ধা-১	২০১৬	প্রায় সারা বছর তবে খরিফ মৌসুমে বেশি ভালো হয়	৫,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর।	বহু বর্ষজীবী, সারা বছর	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রং সাদা। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৭৫ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরিটের সংখ্যা ৩২-৩৫টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৭-৮ দিন।
গম					
কল্যাণসোনা	১৯৭৪	রবি	২.৬-৩.২	১০৫-১১০	জীবনকাল দীর্ঘ ও কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
সনোরা-৬৪	১৯৭৪	রবি	১.৬-২.২	১০৫-১১২	জীবনকাল মাঝারি ও কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
ইনিয়া-৬৬	১৯৭৪	রবি	২.৫-৩.০	১০৫-১০৭	জীবনকাল দীর্ঘ ও কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
নরটোনা-৬৭	১৯৭৪	রবি	২.৮-৩.২	১০৫-১০৭	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
সোনালিকা	১৯৭৪	রবি	৩.০-৩.৫	১০০-১০৪	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
ট্যানোরী-৭১	১৯৭৫	রবি	২.৮-৩.২	১০২-১০৬	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
জুপাটেকো-৭৩	১৯৭৫	রবি	৩.০-৩.২	১০৯-১১৪	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
নুরী-১০	১৯৭৫	রবি	২.৫-৩.০	১১০-১১৫	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
পাভন-৭৬	১৯৭৯	রবি	৩.০-৩.৬	১০৪-১০৮	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
দোয়েল	১৯৭৯	রবি	২.৫-৩.০	১০৭-১১২	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
বলাকা	১৯৭৯	রবি	২.৬-৩.০	১০৫-১১০	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
আনন্দ	১৯৮৩	রবি	২.৪-৩.৪	১০৩-১০৮	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
কাঞ্চন	১৯৮৩	রবি	৩.৩-৪.০	১০৬-১১২	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
বরকত	১৯৮৩	রবি	৩.৪-৪.০	১০৫-১১০	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
আকবর	১৯৮৩	রবি	৩.৫-৪.০	১০৩-১০৮	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
অঘাণী	১৯৮৭	রবি	২.৫-৩.৬	১০৩-১১০	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
সওগাত	১৯৯৩	রবি	২.৭-৩.৭	১০০-১০৪	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
প্রতিভা	১৯৯৩	রবি	২.৮-৩.৮	১০৫-১১০	কম ফলনশীল। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ সংবেদনশীল।
বারি গম-১৯ (সৌরভ)	১৯৯৮	রবি	৩.৫-৪.৬	১০২-১১০	কুশির সংখ্যা ৫-৬। পাতা চওড়া, হেলানো এবং গাছ সহজে হেলে পড়ে না। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৮টি। দানার রং সাদা এবং আকার মাঝারি। হাজার দানার ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ
বারি গম-২০ (গৌরব)	১৯৯৮	রবি	৩.৬-৪.৮	১০০-১০৮	কুশির সংখ্যা ৫-৬টি। প্রতি শীষে ৪৫-৫০টি দানা থাকে। দানার রং সাদা, আকার মাঝারি, দানার ওজন ৪০-৪৮ গ্রাম। উপযুক্ত সময় ছাড়াও নাবিতে বপন করা যায়। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি গম-২১ (শতাব্দী)	২০০০	রবি	৩.৬-৪.৮	১০৫-১১০	কুশির সংখ্যা ৫-৬টি। কাণ্ড শক্ত, মোটা এবং সহজে হেলে পড়ে না। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, আকার মাঝারি, দানার ওজন ৪৬-৪৮ গ্রাম। পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল।
বারি গম-২২ (সুফী)	২০০৫	রবি	৩.৬-৪.৩	১০০-১১০	কুশির সংখ্যা ৪-৫টি। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৫০-৫৫টি। দানার রঙ সাদা চকচকে ও আকারে কিছুটা ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৬-৪২ গ্রাম)। পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাত তাপসহিষ্ণু ও চিটা প্রতিরোধী। পাউরুটি তৈরির জন্য এ জাতটি বিশেষ
বারি গম-২৩ (বিজয়)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.০	১০৩-১১২	৪-৫টি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৩৫-৪০টি। দানার রঙ সাদা চকচকে, হাজার দানার ওজন ৪৭-৫২ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাত তাপসহিষ্ণু হওয়ায় আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনেও জাতটি ভালো ফলন দিতে সক্ষম। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম-২৪ (প্রদীপ)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.১	১০২-১১০	৪-৫টি কুশি বিশিষ্ট। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রঙ সাদা চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫৫ গ্রাম)। জাতটি গমের পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং বর্তমানে মরিচা রোগে সংবেদনশীল। পাউরুটি তৈরির জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
বারি গম-২৫	২০১০	রবি	৩.৮-৫.০	১০২-১১০	চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপসহিষ্ণু। জাতটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমি.) এলাকাসহ দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম-২৬	২০১০	রবি	৪.০-৫.০	১০৪-১১০	পাঁচ ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। শীষ মাঝারি এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। তাছাড়া কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধে কার্যকর। জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় দেরিতে বপনেও জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ ফলন বেশি দেয়। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য
বারি গম-২৭	২০১২	রবি	৪.০-৫.৪	১০৬-১১২	চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য
বারি গম-২৮	২০১২	রবি	৪.০-৫.৫	১০২-১০৮	চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৩-৪৮ গ্রাম)। জাতটি তাপ সহিষ্ণু, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে প্রায় ১০ দিন আগে পাকে এবং দেরিতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি গম-২৯	২০১৪	রবি	৪.০-৫.০	১০৫-১১০	তিন-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রুড় সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি খাট ও কাণ্ড শক্ত থাকায় সহজে হেলে পড়ে না। দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য
বারি গম-৩০	২০১৪	রবি	৪.৫-৫.৫	১০০-১০৫	চার-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রুড় সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি স্বল্প মেয়াদি, তাপ সহিষ্ণু, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য খুবই
বারি গম-৩১	২০১৭	রবি	৪.৫-৫.০	১০৫-১০৯	চার-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫২টি। দানার রুড় সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৬-৫২ গ্রাম)। জাতটি স্বল্পমেয়াদি, তাপ সহনশীল, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি আমন ধান কাটার পর বপনের উপযোগী।
বারি গম-৩২	২০১৭	রবি	৪.৬-৫.০	৯৫-১০৫	চার-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭টি। দানার রুড় সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৫০-৫৮ গ্রাম)। জাতটি স্বল্পমেয়াদি, তাপ সহনশীল, পাতার দাগ ও বাস্ট রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি আমন ধান কাটার পর বপনের উপযোগী।
বারি গম ৩৩	২০১৭	রবি	৪.০-৫.০	১১০-১১৫	তিন-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৪৭টি। দানার রুড় সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৫-৫২ গ্রাম)। জাতটি গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী ও জিংক সমৃদ্ধ (৫০-৫৫ পিপিএম) এবং তাপ সহনশীল। এছাড়াও জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী ও পাতার দাগ রোগসহনশীল। জাতটির কাণ্ড বেশ শক্ত তাই সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লাস্টপ্রবণ এলাকায় আবাদের জন্য বিশেষ উপযোগী।
বারিট্রিকেলি-১	২০০৯	রবি	বপনের ৪০ দিন পর একবার ঘাস হিসেবে কাটলে হেক্টরপ্রতি ৪.৩-৪.৫ টন দানা এবং ১০-১২ মে. টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়	১০৬-১১২	এ জাতটি থেকে দানা ও সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। জাতটি স্বল্পমেয়াদি, তবে বোনার ৩৫-৪০ দিন পর মাটি থেকে সামান্য উপরে একবার ঘাস কাটলে পাকার সময় ৯-১২ দিন বেশি লাগে। দানার রুড় সাদা ও আকারে বড়। হাজার দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
বারিট্রিকেলি-২	২০০৯	রবি	বপনের ৪০ দিন পর একবার ঘাস হিসেবে কাটলে হেক্টরপ্রতি ৪.৩-৪.৬ টন দানা এবং ১০-১২ মে. টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়	১১০-১১৬	এ জাতটি থেকে দানা ও সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। বপনের ৩৫-৪০ দিন বয়সে মাটি থেকে সামান্য উপরে গাছ কেটে নিলে সবুজ ঘাস পাওয়া যায় এবং গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে এবং যথারীতি পাকার পর দানা পাওয়া যায়। দানা লালচে এবং আকারে মাঝারি। হাজার দানার ওজন ৩৮-৪২ গ্রাম। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি., কাণ্ড শক্ত এবং সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি পাতার মরিচা ও দাগ রোগ

ভুট্টা

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
শুভ্রা	১৯৮৬	রবি	৪.৫-৫.৫	১৩৫-১৪৫ ৯৫-১০০	দানা সাদা, সেমিফ্লিন্ট
বর্ণালী	১৯৮৬	রবি	৫.৫-৬.০	১৪০-১৪৫	দানা সোনালী-হলুদ, সেমিফ্লিন্ট
খৈ-ভুট্টা	১৯৮৬	রবি	৩.৫-৪.০	১২৫-১৩০ ৮০-৯০	দানা উজ্জ্বল হলুদ, ফ্লিন্ট
মোহর	১৯৯০	রবি	৫.০-৫.৫	১৩৫-১৪৫ ৯৫-১০০	দানা উজ্জ্বল হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৫	১৯৯৭	রবি	৫.০-৫.৫	১৩৫-১৫৫ ১০০-১১০	দানা উজ্জ্বল হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৬	১৯৯৮	রবি	৬.৫-৭.০	রবি ১৪৫-১৫০ খরিপ ৯৫-১০৫	দানা হলুদ, সেমি ফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৭	২০০২	রবি	৬.৫-৭.৫	রবি ১৪৫-১৫৫ খরিপ ১০০-	দানা হলুদ, ডেন্ট
বারি মিষ্টি ভুট্টা-১	২০০২	রবি	১০.০-১০.৫	কাঁচা ভুট্টা ১১৫-১২০	পরিপক্ব দানা হলুদ, সংকুচিত
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১	২০০২	রবি	৮.৫-৯.৫	১৪০-১৫০	কমলা-হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২	২০০২	রবি	৮.০-৯.০	১৪৫-১৫০	দানা কমলা-হলুদ, সেমি ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩	২০০২	রবি	৯.০-১০.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪	২০০২	রবি	৭.৫ - ৮.৫	১৪০-১৪৫	দানা কমলা-হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ (কিউপিএম)	২০০৪	রবি	৯.০ - ১০.০	১৪০-১৪৫	দানা কমলা-হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬	২০০৬	রবি	৯.৫ - ১০.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭	২০০৬	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮	২০০৭	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	২০০৭	রবি	১১.৫-১২.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৫০-১৫৫	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২	২০১৬	রবি	৮.১-৮.৫ (খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে) ১০.০-১১.১ (স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে)	১৪০-১৪৫	দানা সাদা, ফ্লিন্ট। জাতটি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩	২০১৬	রবি	৮.২-৮.৯ (খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে) ১০.১- ১১.২ (স্বাভাবিক সেচ	১৪৫-১৫২	দানা সাদা, ফ্লিন্ট। জাতটি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল এবং গাছ সহজে হেলে পড়ে না।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪	২০১৭	রবি	রবি ১০.৮৪ খরিফ ১০.৫২	১৪০ রবি ১১৫ খরিফ	অধিক তাপ সহিষ্ণু এবং অন্যান্য বেশির ভাগ জাতের চেয়ে খাটো
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫	২০১৭	রবি	রবি ১২.৭৫ খরিফ ১২.০৭	১৪৮ রবি ১২১ খরিফ	অধিক তাপ সহিষ্ণু এবং অন্যান্য বেশির ভাগ জাতের চেয়ে খাটো
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬	২০১৮	রবি	১১.৫৭	রবি ১৩৫ খরিফ ১১২	জাতটি উচ্চফলনশীল, আগাম ও অনেকটা খাটো। লবণাক্ততা সহনশীল (৮-৯)
বারি বেবি কর্ন-১	২০১৩	রবি	১.২৭-১.৩০ (খোসাবিহীন)	৮৫-১০০	প্রতি গাছে দুইটি মোচা।

কাউন

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি কাউন-১ (তিতাস)	১৯৮৯	রবি	২.০-২.৫	৯০-১১০	উচ্চফলনশীল
বারি কাউন-২	২০০১	রবি	২.৭৫-৩.০	১২০-১২৫	উচ্চফলনশীল
বারি কাউন-৩	২০০১	রবি	২.৫-৩.০০	১২০-১২৫	খাটো জাত

চীনা

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি চীনা-১ (তুষার)	১৯৮৯	রবি	২.৫-৩.০	৯০-৯৫	উচ্চফলনশীল

বার্লি

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি বার্লি-১	১৯৯৪	রবি	২.০০-২.৫০	১০৮-১১২	দানা খোসায়ুক্ত
বারি বার্লি-২	১৯৯৪	রবি	২.০০-২.২০	১১০-১১৫	দানা খোসায়ুক্ত
বারি বার্লি-৩	২০০১	রবি	২.২০-২.৫০	৯৫-১০০	লবণাক্ততা সহিষ্ণু (৮ ডিএস/মি.) ও দানা
বারি বার্লি-৪	২০০১	রবি	১.৭৫-২.০০	৯৫-১০০	দানা খোসায়ুক্ত
বারি বার্লি-৫	২০০৫	রবি	২.৫-৩.০	৯৫-৯৮	আগাম জাত ও দানা খোসায়ুক্ত
বারি বার্লি-৬	২০০৫	রবি	২.৫-২.৭৫	৯৮-১০২	দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৭	২০১৫	রবি	২.২-২.৫	৯০-১০৫	লবণাক্ততাসহিষ্ণু (৮ ds/m) ও দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৮	২০১৮	রবি	২.২০-২.৫১	৯২-৯৬	জাতটি খাটো ও দানা ৬ সারি বিশিষ্ট দানা লবণাক্ত এলাকায় চাষ উপযোগী।
বারি বার্লি-৯	২০১৮	রবি	২.০-২.৫	৯৭-৯৯	দানা ৬ সারি বিশিষ্ট হয়। দানা খোসামুক্ত খড় বর্ণের, খরা প্রবণ এলাকায় চাষ করার উপযোগী।

ছোলা

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি ছোলা-১ (নবীন)	১৯৮৭	রবি	১.৭-১.৮	১১৫-১২০ মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ	গাছের রড় অপেক্ষাকৃত হালকা সবুজ। গাছগুলো খাড়া এবং ৬৫-৭০ সেমি. উঁচু হয়। বীজের রড় মসৃণ ও উজ্জ্বল। এ জাতের বৈশিষ্ট্য হলো বীজ প্রচ- লিত জাতগুলোর চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০-৩৫ ভাগ
বারি ছোলা-২ (বড়াল)	১৯৯৩	রবি	১.৮-১.৯	১২০-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি.। গাছের রঙ সবুজ, বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে ৪০-৫০% বড়। ১০০ বীজের ওজন ১৫-১৬ গ্রাম।
বারি ছোলা-৩ (বরেন্দ্র)	১৯৯৩	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	এ জাতের গাছ খাড়া প্রকৃতির। গাছের রড় হালকা সবুজ। প্রফলকগুলো বেশ বড় এবং ডগা সতেজ। বীজের আকার প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ বড় এবং অনুমোদিত জাত নবীন এর চেয়ে ৪০-৪৫ ভাগ বড়। ১০০ বীজের ওজন ১৮/১৯

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি ছোলা-৪ জোড়াফুল	১৯৯৬	রবি	১.৭-১.৮	১২০-১২৫ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একই বৃন্তে দু'টি ফুল ও ফল ধরে। তবে সব বৃন্তেই দু'টি ফুল ও ফল হয় না। গাছ মাঝারি খাড়া প্রকৃতির। পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের। কাণ্ডে খয়েরি রং এর পিগমেন্টেশন দেখা যায়। বীজ দু'পাশে সামান্য চ্যাপ্টা, গা মসৃণ, রং হালকা বাদামি।
বারি ছোলা-৫ পাবনাই	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির, উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি। গাছের রঙ হালকা সবুজ, বীজের আকার ছোট ধূসর বাদামি বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১১.৫
বারি ছোলা-৬ নাভারন	১৯৯৬	রবি	১.৮-২.০	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি. পত্রফলকগুলো মাঝারি আকারের, বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি বা মসৃণ, রঙ উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১৭-১৮ গ্রাম।
বারি ছোলা-৭	১৯৯৮	রবি	২.৫-২.৮	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি. হয়ে থাকে। বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি বা মসৃণ, রঙ উজ্জ্বল বাদামি বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ১৭-১৮ গ্রাম।
বারি ছোলা-৮	১৯৯৮	রবি	১.৫০-১.৬০	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	কাবুলি টাইপ। গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি. পত্র ফলকগুলো বড় আকারের। বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি বা মসৃণ, রঙ সাদা। ১০০ বীজের ওজন ২৬.৭-২৭.০ গ্রাম।
বারি ছোলা-৯	২০১১	রবি	১.৫০-২.৫	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি. গাছের কাণ্ড খাড়া প্রকৃতির। ১০০ বীজের ওজন ১৮-২২ গ্রাম।
বারি ছোলা-১০	২০১৭	রবি	১.৮০-২.০৩	১২৫-১৩০ মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ	গাছ খাড়া। গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি.। পাতা গাঢ় সবুজ রঙের। কাণ্ড খয়েরি রঙের পিগমেন্টযুক্ত। ফুল বেগুনী বর্ণের। বীজ চকচকে বাদামি বর্ণের। এ জাতটি বটাইটিস শ্রে মৌসুম রোগ প্রতিরোধী। ১০০ বীজের ওজন ২১-২৩ গ্রাম। জাতটি খরা ও তাপ সহ-
বারি ছোলা-১১	২০১৮	রবি	১.২- ১.৫	১০০-১০৬ মধ্য নভেম্বর মার্চ	গাছ মাঝারি আকৃতির ও খাড়া প্রকৃতির। বীজের রং উজ্জ্বল বাদামি, ফুলের রঙ গোলাপী। মারাত্মক রোগ বিজিএম অনেকটাই সহনশীল।

ব্রি হাইব্রিড ধান৪ রোপা আমন ১১২ ১১৮ চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা ৬.৫ ২০১০
মসুর

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন) বপন-কর্তন (মাস)	বৈশিষ্ট্য
বারি মসুর-১ (উৎফলা)	১৯৯১	রবি	১.৭-১.৮	১০৫-১১০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	কাণ্ডে কোনো প্রকার রঙ দেখা যায় না। গাছের আকৃতি মধ্যম ও উপরিভাগ লতানো হয় না। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ রং সূক্ষ্ম টেক্সট্রাল যুক্ত। কাণ্ড হালকা সবুজ। ফুলের রঙ সাদা।
বারি মসুর-২ (সিন্দু)	১৯৯৩	রবি	১.৭-১.৮	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	কাণ্ডে কোনো প্রকার রঙ দেখা যায় না। গাছের আকৃতি মধ্যম ও গাছের উপরিভাগ সামান্য লতানো হয় এবং পত্রাংশগুলোতে সরু টেক্সট্রাল থাকে। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ড হালকা এবং ফুল সাদা রং এর হয়। মরিচা ও বলসে যাওয়া
বারি মসুর-৩ (ফাল্লুনা)	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	কাণ্ডের গোড়ার অংশে খয়েরি পিগমেন্ট আছে। পাতার রং সবুজ ও ফুলের রং নীলাভ সাদা। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্রাইট রোগ সহনশীল। ১০০০ বীজের ওজন ২৩-২৫ গ্রাম।
বারি মসুর-৪ (সুরমা)	১৯৯৬	রবি	১.৯-২.০	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	গাছের রঙ হালকা সবুজ। বীজের আকার স্থানীয় জাত হতে বড় ও চ্যাপ্টা ধরনের। ফুলের রঙ নীলাভ সাদা। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্রাইট রোগ সহনশীল। ১০০০ বীজের ওজন ২০-২১

জাতের নাম	অবয়ুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন) বপন-কর্তন (মাস)	বৈশিষ্ট্য
বারি মসুর-৫	২০০৬	রবি	২.০-২.২	১১০-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	পাতা ও গাছের রঙ সবুজ। পাতার অগ্রভাগে ছোট আকারের টেক্সট্রাল থাকে। বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা। বীজের রং লালচে বাদামী। ১০০০ বীজের ওজন ২০-২১ গ্রাম। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৬	২০০৬	রবি	২.০-২.৩০	১১০-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	পাতার রঙ গাঢ়, সবুজ, পাতার অগ্রভাগে ছোট আকারের টেক্সট্রাল থাকে না। উচ্চতা ৩৫-৪০ সেমি. হয়ে থাকে। বীজের আকার বড় ও চ্যাপ্টা। বীজের রঙ লালচে বাদামী। ১০০০ বীজের ওজন ২০-২১ গ্রাম। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৭	২০১১	রবি	১.৬০-২.২	১১৫-১২০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)	গাছের উচ্চতা ৪৫-৫৫ সেমি। বীজের আকার বড়, বীজের রং লালচে বাদামী। ১০০০ বীজের ওজন ২০-২১ গ্রাম। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৮	২০১৫	রবি	২.২-২.৩	১১৫-১২০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ)	গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি। বীজের আকার বড়, বীজের রং লালচে বাদামী। ১০০০ বীজের ওজন ২০-২১ গ্রাম। দেরিতে বপনযোগ্য। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৯	২০১৮	রবি	১.১৯-১.৫২	৮৫-৯০	পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ রঙের, ফুল নীলাভ সাদা, বীজ হালকা ধূসর বর্ণের। এ জাতটি পাতা বলসানো রোগসহনশীল। জাতটি আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সহজেই চাষোপযোগী।

ব্রি হাইব্রিড ধান৫	বোরো	১০৭	১৪৪	চাল মাঝারি চিকন, লম্বা ও সাদা	৯.০	২০১৬
ব্রি হাইব্রিড ধান৬	রোপা আমন	১১১	১১৪	চাল সরু, লম্বা ও ভাত ঝরঝরে	৬.৫	২০১৭

জাতের নাম	অবয়ুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন) বপন-কর্তন (মাস)	বৈশিষ্ট্য
বারি খেসারি-১	১৯৯৩	রবি	১.৪-১.৬	১২৫-১৩০ (নভেম্বর-মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি। ফুল বড় এবং গাঢ় নীল। পাঁপড়ির শিরা খুব স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত ফুলের রং সামান্য লাল পরিলক্ষিত হয়। ১০০ বীজের ওজন ৬.৬ গ্রাম।
বারি খেসারি-২	১৯৯৬	রবি	১.৫০-২.০	১২৫-১৩০ (নভেম্বর-মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। এই জাতটির ফুল বড় এবং গাঢ় নীল। এর পাঁপড়ির শিরা খুব স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত ফুলের রং সামান্য লাল পরিলক্ষিত হয় এবং শেষ পত্রাংশটি পরিবর্তিত হয়ে টেক্সট্রলে পরিণত হয়। ওড়াপ এর পরিমাণ ০.০৬%। ১০০ বীজের ওজন ৭.১ গ্রাম।
বারি খেসারি-৩	২০১১	রবি	১.৫-১.৭	১৩০-১৩৫ (নভেম্বর-মার্চ)	গাছের উচ্চতা ৬২-৬৫ সেমি। প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা ৩৫-৩৭টি। ১০০০ বীজের ওজন ৫৩-৫৮ গ্রাম। ওড়াপ এর পরিমাণ ০.০৪%। ১০০ বীজের ওজন ৭.৮ গ্রাম।
বারি খেসারি-৪	২০১৪	রবি	০.৭২-১.০৮	১১৪-১১৭	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭০ সেমি। পরিপক্ক অবস্থায় বেশ ঝোপালো হয়। পাতা হালকা সবুজ এবং পত্রাংশগুলো বেশ ছোট হয়। প্রতি গাছে পড়ের সংখ্যা ১৭-২৩টি। ফলগুলো একটু লম্বাকৃতির। গোখাদ্য হিসেবে
বারি খেসারি-৫	২০১৮	১.৪৭- ১.৭০	-	১২১-১২৫	গাছ লম্বা আকৃতির (৭০-৮০) এবং অধিক বায়োমাস বিশিষ্ট। এর ফুল বড় এবং গাঢ় নীল, বীজ মসৃণ ও ধূসর বর্ণের এবং এ জাতটি গোড়া পচা এবং ডাউনি মিলডিউ রোগসহনশীল।

মুগ

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মুগ-১ (মুবারিক)	১৯৮২	বিলম্ব রবি খরিপ- ১ খরিপ-২	১.২-১.৩ ১.৫-১.৬ ১.০-১.১	৬৫-৭০	গাছের উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি। বীজের রঙ সবুজ ও মসৃণ। দিন নিরপেক্ষ হওয়ায় জাতটি খরিপ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে চাষ করা যায়। সারকোস্পোরো দাগ রোগ
বারি মুগ-২ (কান্তি)	১৯৮৭	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩০ ১.৫-১.৬০ ১.০-১.১০	৬০-৬৫	গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি। বীজের রং সবুজ ও মসৃণ বর্ণের। দিন নিরপেক্ষ হওয়ায় জাতটি খরিপ-১, খরিপ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমে চাষ করা যায়। সারকোস্পোরো দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল। ১০০০ বীজের ওজন ২৫.৩৩ গ্রাম।
বারি মুগ-৩	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ- ১ খরিফ-২	১.২-১.৩ ১.৩-১.৪ ১.০-১.১	৬০-৬৫	গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি। বীজের রঙ বাদামী সবুজ ও মসৃণ বর্ণের। সারকোস্পোরো দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল এবং দিন নিরপেক্ষ। ১০০০ বীজের ওজন ২৯.৪০ গ্রাম।
বারি মুগ-৪	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৩-১.৪ ১.৪-১.৫ ১.২-১.৩	৬০-৬৫	গাছের উচ্চতা ৫২-৫৭ সেমি। বীজের রঙ হালকা সবুজ ও মসৃণ। সারকোস্পোরো দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ। ১০০০ বীজের ওজন ৩১.৯০ গ্রাম।
বারি মুগ-৫	১৯৯৭	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৭-১.৮ ২.০-২.১ ১.৫-১.৬	৫৫-৬০	গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি। বীজের রং সবুজ, দানা বড়। সারকোস্পোরো দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। প্রায় সবগুলো ফল একসাথে পাকে। ১০০০ বীজের ওজন ৪১.৯০ গ্রাম।
বারি মুগ-৬	২০০৩	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.১ ১.৭-১.৮	৫৫-৫৮	গাছের উচ্চতা ৪০-৫৫ সেমি। বীজের রং সবুজ ও আকারে অনেক বড়। সারকোস্পোরো দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল। সবগুলো ফল একসাথে পাকে। ১০০০ বীজের ওজন ৪৫.৫০ গ্রাম।
বারি মুগ-৭	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.২ ১.৭-১.৮	৬০-৬২	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রতি গাছের পড়ের সংখ্যা ২৫-৩০টি। বীজের রঙ সবুজ ও দানার আকার বড়। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম। সারকোস্পোরো ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল। সবগুলো ফল প্রায় একসাথে পাকে।
বারি মুগ-৮	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭ ১.৫-১.৬	৬০-৬২	গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। বীজের রঙ সোনালী ও দানার আকার ছোট। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৩২ গ্রাম। সারকোস্পোরো দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। সবগুলো ফল প্রায় এক সাথে

মাষকলাই

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মাস-১ পাহু	১৯৯০	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭	৭০-৭৫	এই জাতটির প্রধান শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য হলো এর পত্রফলকগুলো আকারে লম্বা হয় এবং মাথা বেশ সরম। কৃষকের প্রচলিত জাতগুলোর মত এর উপরিভাগ লতানো হয় না। বীজের রং কালচে বাদামী ও বীজের আকার বড় (১০০ বীজের ওজন প্রায় ৩.৯ গ্রাম)। এই গাছের উচ্চতা ৩২-৩৬
বারি মাস-২ শরৎ	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬	৭০-৭৫	গাছের উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি। স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয় না। পাকা ফলের রং কালো। ফলগুলো খাড়া। ফলের গায়ে লোমশ আছে। এ জাতটি দিন নিরপেক্ষ। বীজের রং কাল। বংশগতভাবে জাতটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস ও পাতার দাগ রোগসহনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মাস-৩ হেমন্ত	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৬-১.৭ ১.৬-১.৭ ১.৮-১.৯	৭০-৭৫	চারায় খয়েরি পিগমেন্ট আছে। ফল পাকলে কাল হয় এবং ফলের গায়ে ঘন শুং আছে। বীজের রং কালচে ধরনের। গাছের উচ্চতা ৩৫-৩৮ সেমি। হলুদ মোজাইক ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জাতটি দিন
বারি মাস-৪	২০১৭	রবি	১.২-১.৪ ১.৩-১.৪৫ ১.৩৫-১.৫	৭০-৭৫ দিন	গাছ খাটো আকৃতির (৪৪-৫০ সেমি.)। পাতা সবুজ রঙের ও কাণ্ড খয়েরি রঙের পিগমেন্টেশনযুক্ত। ফুল হলুদ। বীজ কালচে বাদামি বর্ণের। এ জাতটি পাউডারি মিলডিউ ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল। গাছে ফলের সংখ্যা বেশি (২৮-৩১টি) ও তুলনামূলক বড় আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ৫.০৪-৫.৪০

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি ফেলন-১ বোস্তামী	১৯৯৩	রবি	১.৫-১.৬	১২৫-১৩৫	উচ্চতা ৫০-৭৫ সেমি। গাছের ডগা ও পাতা হালকা সবুজ রঙের। প্রতি গাছে ৪-৮টি শাখা হয়ে থাকে। প্রতি গাছে ১০ থেকে ২০টি পর্যন্ত শিম হয়ে থাকে। প্রতিটি পড ১৩ সেমি থেকে ১৭ সেমি, পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। প্রতিটি পডে ১২ থেকে ১৬টি বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ ছাই রঙের হয়ে থাকে। এই জাতটির ১০০ বীজের ওজন ৯০ থেকে ৯৫ গ্রাম। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা শিম খোসা ছাড়ানোর পর ৭৫-৮০ গ্রাম বীজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বীজ ও খোসার অনুপাত প্রায়
বারি ফেলন-২	১৯৯৬	রবি	১.৪-১.৫	১২০-১৩০	উচ্চতা ৫৫-৭৫ সেমি। জাতের গাছের ডগা ও পাতা হালকা সবুজ। গাছ সাধারণত খাড়া থাকে। তবে অভ্যধিক খাদ্য এবং পানি পেলে লতানো হয়ে যায়। জাতটি খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল। বীজ তু্ক ছাই রঙের। গাছে ফলের (শুটি) সংখ্যা ১২-১৮টি এবং ফলের দৈর্ঘ্য ১৪-১৭ সেমি। হাজার বীজের ওজন ১০০-১২০

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি মটর-১	২০১৩	রবি	১.৫-১.৮	১১০-১১৫	গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেমি। প্রতি গাছে শঁটির সংখ্যা ১২-২০টি। ১০০ বীজের ওজন ৫.০-৫.৫ গ্রাম। পাউডারি মিলডিউ রোগসহনশীল।
বারি মটর-২	২০১৫	রবি	১.০৮-১.১৪	৭৫-৮০	গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি। প্রতি গাছে শঁটির সংখ্যা ৪-৬টি। ১০০ বীজের ওজন ২৪-২৫ গ্রাম। পাউডারি মিলডিউ রোগ সহনশীল। জাতটি আমন এবং বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সহজেই
বারি মটর-৩	২০১৭	রবি	৫.৬-৬.০ (সবজি হিসেবে) ২.০১- ২.২৯ (বীজ হিসেবে)	১০১-১০৫ দিন	গাছ খাড়া প্রকৃতির এবং লম্বা। গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেমি। বীজ সবুজাভ সাদা বর্ণের ও তুলনামূলক বড়। ফুলের রং সাদা। চারা অবস্থায় গোড়া পচা রোগ সহনশীল। পাউডারি মিলডিউ ও রাষ্ট্র রোগ সহনশীল। মধ্যম আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ৯.৫-১০.৫ গ্রাম)। জাতটি আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষোপযোগী এবং

জাতের নাম	অবযুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা)	২০১৩	সারা বছর	৫০-৫৫	১৫০-১৮০	ফল গুচ্ছাকার ধারণ করে, বোঁটার রঙ বাদামি, ফলের আকৃতি Elliptical এবং রঙ গোলাপি।
বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা)	২০১৩	সারা বছর	৪৫-৫০	১৫০-১৮০	ফল গুচ্ছাকার ধারণ করে, বোঁটার রঙ বাদামি, ফলের আকৃতি সিলিন্ডারাকৃতি এবং রঙ কালচে বেগুনী।
বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা)	২০১৩	সারা বছর	৪০-৪৫	১৫০-১৮০	ফল এককভাবে ধরে, বোঁটার রঙ সবুজাভ বাদামি, ফলের আকৃতি গোল এবং রঙ কালচে বেগুনী।
বারি বিটি বেগুন-৪ (আইএসডি ০০৬)	২০১৩	সারা বছর	৩৫-৪০	১৫০-১৮০	ফল এককভাবে ধরে, বোঁটার রঙ বাদামি, ফলের আকৃতি ডিম্বাকৃতি এবং রঙ সবুজ।

জাতের নাম	অবযুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
টরি-৭	১৯৭৬	রবি	০.৯-১.০	৭০-৮০	গাছের উচ্চতা ৬০-৭৫ সেমি. গাছ খাটো, ফুলের বোঁটা লম্বা, ফল দুই কক্ষবিশিষ্ট, বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্ণের, জাতটি স্বল্পমেয়াদি, তেলের পরিমাণ ৩৮-
সোনালী সরিষা (SS-75)	১৯৭৯	রবি	১.৮-২.০	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি., গাছের কাণ্ড ও শিকড় শক্ত ফলে গাছ নুয়ে পড়ে না, প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৬টি, ফল চার কক্ষবিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ৩৫-৪৫, বীজ গোলাকার ও হলদে
কল্যাণীয়া (TS-72)	১৯৭৯	রবি	১.৪৫-১.৬৫	৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ৭৫-৯০ সেমি., প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৬টি, পাতা বোঁটাহীন, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০, বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্ণের, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
দৌলত (RS-81)	১৯৮৮	রবি	১.১-১.৩	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি., গাছে শাখার সংখ্যা ৪-৮টি, ফল ২ কক্ষবিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ১০-১৫টি, ফল থেকে বীজ ঝরে পড়েনা, বীজ গোলাকার ও লালচে বাদামি বর্ণের, তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%।
রাই-৫	১৯৭৬	রবি	১.০-১.১	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেমি., গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৬টি, পাতা বোঁটা যুক্ত ও খসখসে, প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির নিচে অবস্থান করে, ফল ২ কক্ষবিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ৮-১২টি, বীজ ছোট ও গোলাকার, লালচে বাদামি বর্ণের, জাতটি খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহিষ্ণু, তেলের পরিমাণ ৩৯-
কল্যাণীয়া (টিএস-৭২)	১৯৭৯	রবি	১.৪৫-১.৬৫	৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ১০০-১১৭ সেমি., গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৭টি, ফল ২ কক্ষবিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ২২-২৫টি, বীজের রং হলদে বর্ণের, পরিপক্ব ফল ফেটে গিয়ে বীজ ঝড়ে পড়ে না, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।
সোনালি (এসএস-৭৫)	১৯৭৯	রবি	১.৮-২.০	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি., গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৫টি, পাতা বোঁটাহীন ও তল মসৃণ, ফল ২ কক্ষবিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ২৫-৩০টি, ফুলের পাপড়ির রং সাদা, বীজ বড় ও গোলাকার, বীজ পিঙ্গল বর্ণের, জাতটি অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ ও সাময়িক জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৫%।

জাতের নাম	অবযুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি সরিষা-৬ (ধলি)	১৯৯৪	রবি	১.৯-২.২	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ১০০-১১৭ সেমি., গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৭টি, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ২২-২৫টি, বীজের রং হলদে বর্ণের, পরিপকু ফল ফেটে গিয়ে বীজ ঝরে পড়ে না, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।
বারি সরিষা-৭ (Nap-3142)	১৯৯৪	রবি	২.০-২.৫	৯০-৯৫	গাছের উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি., গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৫টি, পাতা বোঁটাহীন ও তল মসৃণ, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ২৫-৩০টি, ফুলের পাপড়ির রং সাদা, বীজ বড় ও গোলাকার, বীজ পিঙ্গল বর্ণের, জাতটি অলটারনেরিয়া বন্ডাইট রোগ ও সাময়িক জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৫%।
বারি সরিষা-৮ (Nap-8509)	১৯৯৪	রবি	২.০-২.৫	৯০-৯৫	গাছের উচ্চতা ৯০-১১০ সেমি, গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৫টি, পাতা বোঁটাহীন, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ২৫-৩০টি, ফুলের পাপড়ির রং হলদে, বীজ কালচে বর্ণের, জাতটি অলটারনেরিয়া বন্ডাইট রোগ ও সাময়িক জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৫%।
বারি সরিষা-৯	২০০০	রবি	১.২৫-১.৪৫	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৮০-৯৫সেমি, গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৬টি, পাতার বোঁটা কাণ্ডকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০টি, বীজ পিঙ্গল বর্ণের, জাতটি স্বল্প মেয়াদী, তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।
বারি সরিষা-১০	২০০০	রবি	১.২৫-১.৪৫	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি., গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৬টি, পাতা বোঁটায়ুক্ত ও খসখসে, পাতা হালকা সবুজ, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, ফলে বীজের সংখ্যা ১২-১৫টি, বীজ পিঙ্গল বর্ণের, আমন ধান কাটার পর নাবী জাত হিসেবে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৩%।
বারি সরিষা-১১	২০০১	রবি	২.০-২.৫	১০৫-১১০	গাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সেমি., পাতা হালকা সবুজ, অমসৃণ, গুঁটির সংখ্যা ১০০-১৫০টি/গাছ, বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের, জাতটি খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু, পাতা বলসানো রোগ সহনশীল ও অরোবাথকি প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
বারি সরিষা-১২	২০০২	রবি	১.৪৫-১.৬৫	৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ৬৫-৮০ সেমি., গাছ খাটো, ফুলের পাপড়ি হলদে, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০টি, বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের, তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।
বারি সরিষা-১৩	১৯৯৪	রবি	২.২০-২.৮০	৯০-৯৫	গাছের উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি., পাতা গাঢ় সবুজ, মসৃণ ও লোমহীন। গাছে দীর্ঘদিন যাবৎ ফুল ধরে, ফুলের পাপড়ির রং হলুদ, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ২৮-৩০টি, বীজের রং পিঙ্গল, জাতটি কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৩%।
বারি সরিষা-১৪ (OTBC-1097)	২০০৬	রবি	১.৪-১.৬	৭৫-৮০	গাছের উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি., পাতা হালকা সবুজ, মসৃণ, গুঁটির সংখ্যা ৮০-১০০টি/গাছ, ফুলের রং হলুদ, বীজের রং হলুদ, জাতটি স্বল্প মেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-
বারি সরিষা-১৫	২০০৬	রবি	১.৪-১.৭	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি., পাতা হালকা সবুজ, মসৃণ, গুঁটির সংখ্যা ৭০-৮০টি/গাছ, ফুলের রং সাদা, বীজের রং হলুদ, জাতটি স্বল্প মেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি সরিষা-১৬ (DH-18)	২০০৯	রবি	২.২-২.৫	১০৫-১১০	গাছের উচ্চতা ১৭৫-১৯৫ সেমি., পাতা হালকা সবুজ, অমসৃণ গুঁটির সংখ্যা ১৮০-২০০টি/গাছ, ফুলের রঙ হলুদ, বীজের রং পিঙ্গল, পাতা ঝলসানো রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল ও আরোবংকি প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-
বারি সরিষা-১৭	২০১৪	রবি	১.৭-১.৮	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৯৫-৯৭ সেমি., পাতা হালকা সবুজ, মসৃণ, গুঁটির সংখ্যা ৮৫-১০৫টি/গাছ, জাতটি স্বল্প মেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।
বারি সরিষা-১৮	২০১৮	রবি	১.৮৮-২.৫৫	৭৮-৮০	সরিষার বীজের তেলে ইউরসিক এসিডের পরিমাণ অনেক কম, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটিএসিডের পরিমাণ বেশি। বীজে তেলের পরিমাণ ৪১%। রোগবাহাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
টি-৬	১৯৭৬	খরিফ	০.৯৫-১.১০	৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সেমি., ম বীজ চেপ্টা, মাঝারি আকারের। বীজের রং কালো, হাজার বীজের ওজন ২.৫-২.৭গ্রাম।
বারি তিল-২	২০০১	খরিফ	১.২০-১.৩০	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ১০০-১২০ সেমি। পাতা হালকা সবুজ, অপেক্ষাকৃত চওড়া বর্শাকৃতির। ফুলের পাপড়ির রঙ গোলাপী, প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি, বীজের রং
বারি তিল-৩	২০০২	খরিফ	১.২-১.৪	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি, পাতা গাঢ় সবুজ ও অমসৃণ, শাখা ৩-৫টি, ফুলের রঙ হালকা সাদা, গুঁটির সংখ্যা ৬০-৬৫টি/গাছ, ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, বীজের রং লালচে বাদামি তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।
বারি তিল-৪	২০০৯	খরিফ	১.৪-১.৫	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৯০-১২০ সেমি., পাতা গাঢ় সবুজ ও অমসৃণ, ফুলের রঙ গোলাপি সাদা, গুঁটির সংখ্যা ৮৫-৯০টি/গাছ, অধিকাংশ গুঁটি ৮ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, বীজের রং লালচে বাদামি, কাণ্ড পচা রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১)	১৯৭৬	রবি খরিফ	১.৬-২.০ ১.৬-১.৮	১৪০-১৫০ ১২০-১৪০	গাছ খাড়া, খাট জাত, পাতার রং হালকা সবুজ, বীজ ছোট, বীজের ওজন ৩২-৩৫ গ্রাম/১০০ বাদাম।
বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২)	১৯৮১	রবি খরিফ	১.৮০-২.২ ২.০-২.২	১৫০-১৬৫ ১৪৫-১৫৫	গাছ অল্প ছড়ানো, পাতার রং গাঢ় সবুজ, বীজ বড় ও লম্বাটে, লালচে বাদামি, বীজের ওজন ৪৫-৫০
ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১)	১৯৮৭	খরিফ	২.০-২.৪	১২০-১৩০	গাছ খাটো, খাড়া, পাতার রং গাঢ় সবুজ, বীজ মধ্যম লম্বাটে, গাঢ় লাল, বীজের ওজন ২৬-২৮ গ্রাম/১০০ বাদাম, ১-৪ বীজ /বাদাম, সুগুতা ৩০-৪৫ দিন।
বিঙা বাদাম (এসিসি-১২)	১৯৮৮	রবি খরিফ	২.৪.২.৬	১৪৫-১৫৫ ১৩০-১৪০	গাছ খাড়া, পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, বীজ মধ্যম চ্যাপ্টা, হালকা বাদামি, বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম/১০০ বাদাম, ২-৪ বীজ /বাদাম, বাদামের খোসা খসখসে ও শক্ত এবং শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
বারি চীনাবাদাম-৫	১৯৯৮	রবি খরিফ	২.৭-৩.০ ২.২.৫	১৩৫-১৫০ ১১৫-১২৫	গাছ মাঝারি উঁচু, পাতার রং হালকা সবুজ, বড়, বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম/১০০ বাদাম, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট, সুগুতা ১০-১৫ দিন।
বারি চীনাবাদাম-৬	১৯৯৮	রবি খরিফ	২.৫-২.৮ ২.০-২.৪	১৩৫-১৫০ ১১৫-১২৫	গাছ মাঝারি উঁচু, পাতার রং গাঢ় সবুজ, বীজ বড়, বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম/১০০ বাদাম, খোসা নরম, মসৃণ ও সাদাটে, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট।
বারি চীনাবাদাম-৭	২০০৪	রবি খরিফ	২.৮-৩.০ ২.০-২.৫	১৩৫-১৫০ ১২০-১৩০	গাছ মাঝারি উঁচু, পাতার রং গাঢ় সবুজ, বীজ বড়, বীজের ওজন ৫৫-৫৮ গ্রাম/১০০ বাদাম, খোসা নরম, মসৃণ ও সাদাটে, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট।
বারি চীনাবাদাম-৮	২০০৬	রবি খরিফ	২.৩-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩৫-১৪০	গাছের উচ্চতা ৩৫-৪২ সেমি., পাতার রং গাঢ় সবুজ, বাদাম গুচ্ছাকারে জন্মায়, খোসা মসৃণ, নরম, সাদাটে, প্রতি গাছে বাদমের সংখ্যা ২০-২৫টি বাদাম, বীজের রং লালচে, সেলিং হার ৬৫-৭০%, পাতা দাগ রোগসহনশীল ও শোষক পোকা সহনশীল এবং বীজেতেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।
বারি চীনাবাদাম-৯	২০১০	রবি খরিফ	২.৩-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩০-১৩৫	গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি., পাতার রঙ হালকা সবুজ, বাদাম গুচ্ছাকারে জন্মায়, খোসা অমসৃণ, শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট, প্রতি গাছে বাদমের সংখ্যা ২২-২৫টি, বীজের রং হালকা বাদামি, সেলিং হার ৬৫-৭০%, বীজে তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।
বারি চীনাবাদাম-১০	২০১৬	রবি খরিফ	২.২-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫৫ ১২০-১৩৫	গাছ খাড়া প্রকৃতির, ৪-৫টি শাখা প্রশাখা থাকে, দানার আকার বড়, ১০০ দানার ওজন ৪৫ গ্রাম, তেলের পরিমাণ ৪৮-৫০% জাতটি মোটামোটি খরা এবং রোগ সহনশীল।

সয়াবিন

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
সোহাগ (PB-1)	১৯৯১	রবি খরিফ	১.৫-২.০	৯০-১১০	গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি., বীজের সতেজতা ও সংরক্ষিত ক্ষমতা ভালো, বীজের রঙ উজ্জ্বল হলুদ, জাতটি হলুদ মৌজাইক ভাইরাস রোগসহ-
বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ (G-2)	১৯৯৪	রবি খরিফ	১.৫-২.২ ১.৫-২.০	১২০-২২০ ৮৫-৯৫	গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি., বীজের আকার ছোট, হাজার বীজের ওজন ৬০-৭০ গ্রাম, বীজের রঙ সবুজাভ হলুদ, জাতটি পাতার হলুদ মৌজাইক ভাইরাস রোগসহনশীল।
বারি সয়াবিন-৫	২০০২	রবি খরিফ	১.৬-২.০	৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৪০-৬০ সেমি., শত বীজের ওজন ৯-১৪ গ্রাম, বীজের রঙ ক্রিম বর্ণের, জাতটি হলুদ মৌজাইক ভাইরাস রোগসহনশীল।
বারি সয়াবিন-৬	২০০৯	রবি খরিফ	২.০-২.২ ১.৬-১.৮	১০০-১১০	গাছের উচ্চতা ৩৫-৪২ সেমি., পাতা সবুজ বর্ণের, ফুলের রঙ গোলাপী, শুটির সংখ্যা ৫০-৫৫টি/ গাছ, বীজের রঙ ক্রিম বর্ণের, বীজের আকৃতি মাঝারি, জাতটি হলুদ মৌজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল, বীজে তেলের পরিমাণ ২০-২১%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
কিরণী (DS-1)	১৯৮২	রবি খরিফ	১.৬-১.৮	১০০-১১০ ৯০-১০০	গাছের উচ্চতা ৯০-১১০ সেমি., বীজ লম্বা ও চেপ্টা, হাজার বীজের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম, বীজের রঙ কালো, প্রতি গাছে একটি করে মাঝারি আকারের পুষ্পমঞ্জুরি ধরে, বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%।
বারি সূর্যমুখী-২	২০০৪	রবি খরিফ	২.০-২.৩ ১.৫-১.৮	৯৫-১০০ ৮৫-৯০	গাছের উচ্চতা ১২৫-১৪০ সেমি., পরিপকু পুষ্পমঞ্জুরি বা মাথার ব্যাস ১৫-১৮ সেমি., প্রতি মাথায় বীজের সংখ্যা ৩৫০-৪৫০টি, বীজের রং কালো, বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%।
বারি সূর্যমুখী-৩	২০১৮	রবি খরিফ	১.৫-২.০	৮৪-১০৫	এ জাতটি বামন আকৃতির। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪০%। এ জাতটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
শোভা	১৯৮৮	রবি	১.০৫-১.১৫	১০৫-১১০	গাছের উচ্চতা ৬৫-৯৫ সেমি., অনূর্বর মাটিতে চাষ করা যায়, নদীর চরে বেলে মাটিতে আবাদ সম্ভব, বীজ চিকন ও লম্বা, হাজার বীজের ওজন ৩-৪ গ্রাম, ফুলের রঙ গাঢ় ধূসর, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
নীলা	১৯৮৮	রবি	০.৯৫-১.১	১০০-১১৫	গাছের উচ্চতা ৭০-১০০ সেমি., বীজ ছোট ও চেপ্টা, ফল ডিম্বাকৃতির, হাজার বীজের ওজন ৩-৩.৫ গ্রাম, ফুলের রঙ নীল, বীজ হাতে ধরলে পিচ্ছিল অনুভূত হয়, জাতটি খরাসহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-

কুসুম

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
সেফ-১	১৯৯১	রবি	১.১০-১.২০	১০০-১২০	গাছের পাতা কাঁটায়ুক্ত, বীজের খোসা মোটা, খরা সহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭-৩৮%

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যাবলি

ফসল/জাত	অবমুক্তি সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন/ হেক্টর)	জীবনকাল	বৈশিষ্ট্য
ডব্লিউএমআরআই গম ১	২০১৯	রবি	৪৫০০-৫৫০০	১০২-১০৮	জাতটি পাতার দাগ রোগ সহ- নশীল, মরিচা রোগ প্রতিরোধী, তাপ সহিষ্ণু এবং দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী।

তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট-২০১৯

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম
১.	চার ফসলভিত্তিক (সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ-রোপা আমন) শস্য পর্যায়ের জন্য সুপারিশ
২.	চীনাবাদাম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার
৩.	ব্রোকলি+ভুট্টার আন্তঃফসল চাষে সার সুপারিশ
৪.	মিষ্টি ভুট্টার উৎপাদন কলাকৌশল
৫.	বিটি বেগুনের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি
৬.	ভোলা অঞ্চলে গম বোনা আউশ/রোপা আউশ-রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসলধারা
৭.	কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এ আল-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল ধারায় সার-সুপারিশমালা
৮.	উঁচু গঙ্গাবাহিত প্লাবন ভূমিতে আলু-পেঁয়াজ/ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল ধারায় সার সুপারিশমালা
৯.	খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল একটি উন্নত ফসল ধারা
১০.	ভোলা অঞ্চলে পেঁয়াজের সাথে মরিচ ও বাদামের আন্তঃফসল চাষ
১১.	খুলনা অঞ্চলের উন্নত চার ফসলভিত্তিক ফসলধারা : বোরো- রোপা আমন-সরিষা
১২.	ফুলকপি উৎপাদনে সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা
১৩.	কৃষি সুরক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে গম-মুগ- রোপা আমন ফসল বিন্যাসে আগাছা দমন
১৪.	চরাঞ্চলের চীনাবাদামের সাথে তিসি এর মিশ্র ফসল চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি
১৫.	সিলেট অঞ্চলে সরিষা-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসলধারা
১৬.	জৈব বালাইনাশকভিত্তিক আইপিএম পদ্ধতিতে আমেরিকান টমেটো লিফমাইনার দমন ব্যবস্থাপনা
১৭.	ছত্রাকনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে শিমের এনথ্রাকনোজ রোগ দমন ও রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন
১৮.	সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে পটোলের ফল পচা ও মাটিবাহিত রোগ দমন
১৯.	কাঁচামরিচ সংরক্ষণ পদ্ধতি
২০.	ডি-গ্রিনিং ও ওয়াল্লিং প্রযুক্তির মাধ্যমে কমলার সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি
২১.	শসার কিউকামবার মোজাইক ভাইরাস রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা
২২.	নিম প্রোডাক্ট ব্যবহার করে টমেটোর রুট নট রোগের ব্যবস্থাপনা
২৩.	কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটেবল মিট তৈরি ও সংরক্ষণ
২৪.	ড্রিপ পদ্ধতিতে ফসলে সেচ প্রদানের জন্য উপযোগী ড্রিপার উদ্ভাবন

ফার্ম মেশিনারি বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত মাঠে ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তিসমূহ

প্রযুক্তির নাম	অবযুক্তি সাল	কার্যক্ষমতা	ব্যবহারযোগ্য শস্য	বৈশিষ্ট্য
বারি বীজ বপন যন্ত্র BARI Seeder	২০০৩	০.১৫-০.২০ হেক্টর/ঘণ্টা	গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তেলবীজ ও ডাল শস্য	এটি পাওয়ারটিলার চালিত যন্ত্র। এক সাথে জমি তৈরি, বীজ বপন, সার প্রয়োগ ও মই দেয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ১০-২০% ফলনও বাড়ে।
বারি বেড প্লান্টার BARI Bed Planter	২০০২	০.১১ হেক্টর/ঘণ্টা	গম, ভুট্টা, আলু, মুগ, তিল, বিভিন্ন প্রকার সবজি	এটি পাওয়ারটিলার চালিত যন্ত্র। এক সাথে বেড তৈরি, বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করা যায়। সেচের পানি কম লাগে ৩০-৩৫%, খরচ ও সময় ২৫% কম লাগে।
বারি আলু রোপণ যন্ত্র BARI Potato Planter	২০০৯	০.১২ হেক্টর/ঘণ্টা	আলু	এটি পাওয়ারটিলার চালিত যন্ত্র। এক সাথে বেড তৈরি, আলু রোপণ ও সার প্রয়োগ করা যায়। খরচ ৭০% ও শ্রমিক ৯০%
বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র BARI Potato Harvester	২০১৩	০.১০ হেক্টর/ঘণ্টা	আলু	এটি পাওয়ারটিলার চালিত যন্ত্র। খুব সহজে ও কম খরচে আলু উত্তোলন করা যায় Damage rate ২% এর নীচে।
বারি জিরোটিলেজ প্লান্টার BARI Zero Till Planter	২০০৪	০.১৪ হেক্টর/ঘণ্টা	গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তৈলবীজ ও ডাল শস্য	এটি পাওয়ারটিলার চালিত যন্ত্র। একসাথে বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করা যায়, এজন্য চাষের প্রয়োজন নেই। ফলন স্বাভাবিক পদ্ধতির মতই ও উৎপাদন খরচ অনেক কম। Residual moisture ব্যবহার করা যায়। খরাগ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী।
বারি শুকনা জমি নিড়ানি যন্ত্র BARI Dry Land Weeder	১৯৯০	০.০২ হেক্টর/ঘণ্টা	সারিতে বোনা যে কোনো ফসল যেমন- পাট, গম, আখ, ভুট্টা, সরিষা, ডাল সবজি ইত্যাদি	এই যন্ত্রটি চালনার জন্য কোনো টেকনিক্যাল জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে সময় ও খরচ অনেক কম লাগে।
বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র BARI USG Applicator	২০০৯	০.১০ হেক্টর/ঘণ্টা	ধান	এই যন্ত্র দিয়ে ৬-৭ সেমি. কাদা মাটির নিচে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও অপচয় হ্রাস করা যায়। ফলন ১০-২০% বৃদ্ধি পায়।
বারি স্ব-চালিত রিপার BARI Self-propelled Reaper	২০০৫	০.১৮-০.২৪ হেক্টর/ঘণ্টা	ধান ও গম	এটি একটি শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী যন্ত্র। এই যন্ত্রটি ২০ জন লোকের সমপরিমাণ ধান ও গম একাই কাটতে পারে। দ্রুত ফসল কেটে দুর্বোণের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।
বারি শক্তিশালিত শস্য মাড়াই যন্ত্র BARI Power Thresher	২০০০	৯৩০ কেজি/ঘণ্টা (ধান) ৩৪০ কেজি/ঘণ্টা (গম)	ধান, গম ও ডালজাতীয় শস্য	এই যন্ত্র দিয়ে অতি সহজে ধান, গম ও ডালজাতীয় শস্য মাড়াই করা যায়। এটি উচ্চ মাত্রার শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী। মাড়াই দক্ষতা পা-চালিত মাড়াইযন্ত্রের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ বেশি।
বারি মোবাইল মেইজ সেলার BARI Mobile Maize	২০১৫	১.৮-২.০ টন/ঘণ্টা	ভুট্টা	স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি। পাওয়ারটিলারের সামনে সংযুক্ত অবস্থায় ভুট্টা মাড়াই হয়। যা পরিবহনে সহজ হয়। ভাড়াভিত্তিক ব্যবহার করে অধিক মুনাফা করা যায়।
বারি শক্তিশালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র BARI Power Maize Sheller	১৯৯২	২.৫-৩.০ টন/ঘণ্টা	ভুট্টা	এই যন্ত্রটি পরিচালনা করা খুবই সহজ। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় মাড়াই খরচ খুবই কম। স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি
বারি আলু গ্রেডিং যন্ত্র BARI Potato Grader	২০১০	১.৩ টন/ঘণ্টা	আলু	স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি। স্বল্প সময় ও কম খরচে আলুকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ করা আলু সরাসরি অবস্থায় জমা হয়।
বারি গার্ডেন বুম স্প্রেয়ার BARI Garden Boom Sprayer	২০১৫	একদিনে ২৭০টি আম গাছ ২৬০টি লিচু গাছ	আম ও লিচু গাছ	স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি। বুম স্প্রেয়ার মেশিনটি রিকশা-ভ্যানের উপর ইঞ্জিন, পাম্প, বুম দিয়ে সেট করা, যা দামে সস্তা, স্থানান্তর করা ও বালাইনাশক প্রয়োগ করা সহজ। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ প্রযুক্তি।
বারি ফল শোধন যন্ত্র BARI Hot Water Treatment Plant	২০০৬	১০০০ কেজি/ ঘণ্টা (আম) ৫০০ কেজি/ ঘণ্টা (কলা)	আম ও কলা	রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়া মৌসুমি ফলের জীবনকাল বাড়ানো ও সংরক্ষণের অপচয় রোধ করা যায়। ফলের গায়ের রঙ আকর্ষণীয় হয়।
বারি সোলার পাম্প BARI Solar Pump	২০১০	১৪০ লি./মিনিট	উচ্চমূল্যের ফসল (ফুল কপি, বাঁধাকপি, বেগুন, বিভিন্ন ধরনের সবজি)	তৈল-জ্বালানি ছাড়া সৌর শক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হয়। ভূপৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী। ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা পরিচালিত। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ প্রযুক্তি।

তথ্য সূত্র : বারি-২০১৯

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ফসলের জাত

ফসল/জাত	অবমুক্ত সাল	উৎপাদনের মৌসুম	বপন সময়	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
১) বিজেআরআই উদ্ভাবিত দেশী পাট (<i>Corchorus capsularis</i> L.)						
১) বিজেআরআই দেশী পাট-৫ (বিজেসি-৭৩৭০)	১৯৯৫	খরিফ-১	১ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ	২.৪৫	১০৫- ১১৫	আশু বপনোপযোগী, গাছের কাণ্ড সবুজ, পাতার বোঁটার উপরিভাগ হালকা তামাটে রঙ। পাতার আকার সিভিএল-১ এর মতো তবে তার চেয়ে ছোট।
২) বিজেআরআই দেশী পাট-৬ (বিজেসি-৮৩)	১৯৯৫	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ	২.১২	৯৫-১০০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ। আশু পরিপকু, পাতা সিভিএল-১ জাতের চেয়ে সরু ও পাতার ফলকের কিনারা চেউ খেলানো। বপনের ৯০-৯৫ দিনে ফুল আসে। তে-ফসলি শস্যক্রমের জন্য খুবই উপযোগী।
৩) বিজেআরআই দেশী পাট-৭ (বিজেসি-২১৪২)	২০০৮	খরিফ-১	১ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ	২.৫০	১০০- ১১০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ। পাতার আকৃতি লেসিওলেট (বল্লম আকৃতি), বীজের রঙ নীল, অন্যান্য দেশী জাতের চেয়ে ভিন্ন। আঁশ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের, ফলে ব্রিচিং খরচ কম। আলু চাষের জমিতে এ জাত বপন না করাই শ্রেয়ঃ।
৪) বিজেআরআই দেশী পাট-৮ (বিজেসি-২১৯৭)	২০১৩	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ	৩.০০	১১০-১১৫	এ জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মৃদু লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও মোজাইক রোগ প্রতিরোধী। কাণ্ড হালকা লাল, পাতার বোঁটার উপরিভাগ উজ্জ্বল তামাটে লাল এবং নিম্নভাগে বোঁটা ও ফলকের সংযোগস্থলে আংটির মতো গাঢ় লাল রঙের গোল দাগ আছে।
৫) বিজেআরআই দেশী পাট-৯ (বিজেসি-৫০০৩)	২০১৭	খরিফ-১	১৫ চৈত্র থেকে ১ বৈশাখ	২.৬০- ৩.০০	১১০-১১৫	গাছ সবুজ, স্বল্পমেয়াদি জাত, পাতায় বোঁটার উপরিভাগ হালকা লাল রঙ, পাতা বল্লমাকৃতির, জাতটির আঁশ তুলনামূলকভাবে সাদা ও কম কাটিংসমৃদ্ধ।
৬) বিজেআরআই দেশী পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০)	২০১৪	খরিফ-১ ও খরিফ-২	১৫ ফাল্গুন থেকে ১৫ ভাদ্র	শাক : ৩.০০- ৩.৫০	পাতা : ৩৫-৪৫ ফুল : ৪৫-৬০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, বোপালো ও খর্বাকৃতির, কাণ্ড হালকা সবুজ ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পাতা বর্শা ফলাকৃতির ও গাঢ় সবুজ রঙের। পাতা মিষ্টি ও সুস্বাদু।
২) বিজেআরআই উদ্ভাবিত তোষা পাট (<i>Corchorus olitorius</i> L.)						
১) ও-৪	১৯৬৭	খরিফ-১	১ বৈশাখ-৩০ বৈশাখ	২.৩২	১২০- ১৩৫	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা সরু, হালকা সবুজ। উঁচু জমিতে বপনযোগ্য, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, উচ্চফলনশীল জাত।
২) ও-৯৮৯৭	১৯৮৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	২.৭৩	১২০- ১৫০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য, পাতা লম্বা, চওড়া বর্শাফলাকৃতির, গোড়ার দিক থেকে হঠাৎ মাথার দিক সরু হয়ে থাকে। বীজের রঙ সবুজ নীলাভ। উচ্চফলনশীল জাত। বীজের আকার ও-৪ জাতের চেয়ে ছোট।
৩) ওএম-১	১৯৯৫	খরিফ-১	২৫ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ	২.৪৯	১২০- ১৫০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আলোক সংবেদনশীলতা কম, আগাম বপনযোগ্য, আঁশ উন্নতমানের, পাতার আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড় এবং ডিম্বাকৃতির, পাতার উপরিপৃষ্ঠ উজ্জ্বল চকচকে। বীজের রঙ গাঢ় খয়েরি, উচ্চফলনশীল জাত।
৪) বিজেআরআই তোষা পাট-৪ (ও-৭২)	২০০২	খরিফ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	২.৯২	১২০- ১৪০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, দ্রুতবর্ধনশীল, পাতা ডিম্বাকৃতি ও হালকা সবুজ, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য।
৫) বিজেআরআই তোষা পাট-৫ ও- ৭৯৫ (লাল তোষা)	২০০৮	খরিফ-১	১৫ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	৩.০০	১২০- ১৩০	গাছ লম্বা, মসৃণ, দ্রুতবর্ধনশীল, কাণ্ড লাল বা লালচে, পাতার বোঁটার উপর অংশ তামাটে লাল, উপপত্র স্পষ্ট লাল, পাতা লম্বা ও চওড়া, বীজের রঙ নীল, আঁশের রঙ উজ্জ্বল সোন-
৬) বিজেআরআই তোষা পাট-৬ (ও-৩৮২০)	২০১৩	খরিফ-১	১৬ চৈত্র-১ জ্যৈষ্ঠ	৩.৫০	১৩০- ১৩৫	এ জাতটি আলোক সংবেদনশীল, গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা লম্বা ও বল্লমাকৃতি। বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, নাবিতে বপনোপযোগী, দ্রুতবর্ধনশীল, আগাম পরিপকু উচ্চফলনশীল। আঁশের মান ভালো এবং রঙ উজ্জ্বল সোন-
৭) বিজেআরআই তোষা পাট-৭ (এমজি-১)	২০১৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-১ বৈশাখ	২.৭০- ৩.৩০	১১০	পাতা সবুজ ডিম্বাকৃতির লম্বাটে ও উপরিভাগ চকচকে। বীজের রঙ নীলাভ সবুজ যা ওএম-১ জাত থেকে ভিন্ন রঙের।

ফসল/জাত	অবমুক্ত সাল	উৎপাদনের মৌসুম	বপন সময়	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
৮) বিজেআরআই তোষা পাট-৮ (রবি-১)	২০১৯	খরিফ-১	১৫ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	৩.৩০- ৩.৭০	১৫০- ১৬০	গাছ লম্বা (প্রচলিত জাত অপেক্ষা গড় উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি. বেশি), দ্রুতবর্ধনশীল, আলোক প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাণ্ড তামাটে থেকে গাঢ় লাল বর্ণের হয়, কাণ্ড অপেক্ষাকৃত সিলিন্ড্রিক্যাল, উপপত্র স্পষ্ট লাল, পাতা চকচকে বীজের রঙ গাঢ় নীলাভ সবুজ, আগাম কতনযোগ্য, ছালে ফাইবার বাউলের ঘনত্ব বেশি, উচ্চফলনশীল, আঁশ অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্ত।
৩) বিজেআরআই উদ্ভাবিত কেনাফ (<i>Hibiscus cannabinus L.</i>)						
১) কেনাফ-১ (এইচসি-২)	১৯৭৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	৩.৩৫	১২৫- ১৫৫	কাণ্ড সবুজ, আগার দিকে তামাটে লাল, কাণ্ড ও পাতায় রোম আছে এবং ফল ডিম্বাকৃতি। উঁচু নিচু সব জমিতেই বপন উপযোগী, দ্রুতবর্ধনশীল ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। আঁশ উজ্জ্বল। অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ এবং কাগজের মণ্ড তৈরির উপযোগী। ফুলের রঙের ভেতরে গাঢ় খয়েরি রঙ, জলাবদ্ধতা সহনশীল। ফুলের রঙ ক্রিম রঙের ভেতরে হালকা হলুদ।
২) কেনাফ-২ এইচসি-৯৫	১৯৯৫	খরিফ-১	১৬ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	৩.৫০	১৫০- ১৬০	কেনাফ-এইচসি-২ এর চেয়ে অধিক বায়োমাস সম্পূর্ণ। আঁশ উজ্জ্বল। উঁচু, নিচু ও মাঝারি সব জমিতেই বপনোপযোগী। জলাবদ্ধতা সহনশীল। ফুলের রঙ ক্রিম রঙের ভেতরে হালকা হলুদ।
৩) বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ)	২০১০	খরিফ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	৩.৬০	১৫০- ১৬০	পরিণত বয়সে সূর্যের আলোতে কাণ্ড হালকা তামাটে রঙ ধারণ করতে পারে। দ্রুত বর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও বায়োমাস সম্পূর্ণ। উঁচু, নিচু, পাহাড়ি, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপনোপযোগী। ফুলের রঙ হালকা ক্রিম রঙের মাঝখানে গাঢ় খয়েরি রঙ। ফল ডিম্বাকৃতি, বীজ তিন কোণাকৃতি ধূসর
৪) বিজেআরআই কেনাফ-৪ (লাল কেনাফ)	২০১৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	৩.৬০	১৪৫- ১৫৫	কাণ্ড লাল, পাতার রঙ খয়েরি সবুজ ও করতলাকৃতি এবং পাতার বোটার উপরিভাগ লাল রঙ। দ্রুত বর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা কেনাফের অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি। আঁশের মান ভালো এবং রঙ মাখন সাদা। চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপন উপযোগী।
৪) বিজেআরআই উদ্ভাবিত মেস্তা (<i>Hibiscus sabdariffa L.</i>)						
এইচএস-২৪	১৯৭৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	২.৮৫	১৮০- ২১০	কাণ্ড গাঢ় কালচে সবুজ, পর্বে বেগুণী ছোপ, কাণ্ডের গায়ে ঘন লোম আছে। ফুল হালকা হলুদ রঙের। ফুলের রঙ লালচে দাগসহ হালকা সবুজ। বীজ কিউনি আকারের ও হালকা খয়েরি রঙ। এ জাতটি নেমাটোড প্রতিরোধী। উঁচু, মাঝারি উঁচু, খরা পীড়িত চর এলাকার পতিত বেলে জমিতে বপনযোগ্য।
২) বিজেআরআই মেস্তা-২ (সবজি মেস্তা)	২০১০	খরিফ-১	১ চৈত্র-৩০ জ্যৈষ্ঠ	পাতা : ৬.০০- ৭.০০ বৃতি : ২.০-২.৫০	১৮০- ২১০	পাতা ও বৃতি টক ও সুস্বাদু। রান্না করে খাওয়া যায়। বৃতি দিয়ে জেলি, জুস, জাম, আচার ইত্যাদি কনফেকশনারি খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা যায় এবং টক রান্না করে খাওয়া যায়। উঁচু, মাঝারি-উঁচু জমিতে এবং বাড়ির আঙিনায় চাষ করা যায়। খরা সহনশীল ও নেমাটোড প্রতিরোধী। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে
৩) বিজেআরআই মেস্তা-৩ (সামু ৯৩)	২০১৭	খরিফ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	২.৮০	১৮০- ২১০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ ও মসৃণ। পাতার রঙ গাঢ় সবুজ ও করতলাকৃতির, ফুলক্রিম রঙের, ফল ডিম্বাকৃতি ও মসৃণ। এ জাতটি তুলনামূলকভাবে খরাসহিষ্ণু, নেমাটোড প্রতিরোধী, কাঁটাবিহীন ও রোগমুক্ত।

তথ্য সূত্র : বিজেআরআই-২০১৯

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ইক্ষুজাতগুলোর তথ্যাবলি

বিএসআরআই কর্তৃক এ যাবৎ ইক্ষু, সুগারবিট, তাল ও স্টেভিয়াসহ ৪টি ফসলের মোট ৫০টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	গড় ফলন (মে.টন/হেক্টর)	চিনি ধারণক্ষমতা (%)	বৈশিষ্ট্য
ঈশ্বরদী ২-৫৪	১৯৬৭	৭৯	১২.৯৭	লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, মধ্যম পরিপকু ইক্ষুজাত, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ১৬	১৯৮১	৯২	১৪.৪৮	আগাম পরিপকু, অত্যন্ত উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, ফুল হয়।

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	গড় ফলন (মে.টন/হেক্টর)	চিনি ধারণক্ষমতা (%)	বৈশিষ্ট্য
এলজে-সি	১৯৮২	৯৭	১৩.১৯	লাল পচা রোগ প্রতিরোধী, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, মধ্যম পরিপকু, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ২০	১৯৯০	৭২	১৩.৪৮	মধ্যম পরিপকু, খরা, বন্যা এবং জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, মুড়ি
ঈশ্বরদী ৩০	২০০০	৭৮	১৪.৫৯	আগাম পরিপকু, মাঝারি লম্বা, বন্যাসহিষ্ণু, লাল পচা রোগ প্রতিরোধী,
ঈশ্বরদী ৩২	২০০২	১০৪	১২.৬০	মধ্যম পরিপকু, খরা ও বন্যা সহিষ্ণু, মুড়ি আখ ভালো হয়, চর এলাকার জন্য উপযোগী, ফুল
ঈশ্বরদী ৩৩	২০০২	৯৯	১৪.৯৫	আগাম পরিপকু, খরা এবং বন্যাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ চাষ করা যায়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৪	২০০২	৯৩	১২.৮৩	মধ্যম পরিপকু, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, মুড়ি আখ চাষ ও গুড় তৈরির জন্য ভালো, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ৩৫	২০০৩	৯৪	১২.৮৮	আগাম পরিপকু খরাসহিষ্ণু উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায় ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৬	২০০৩	৮৯	১৩.৩৪	আগাম পরিপকু খরা ও বন্যাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, মুড়ি আখ চাষ করা যায়, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ৩৭	২০০৬	১০১	১৩.৩৬	আগাম পরিপকু, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী
ঈশ্বরদী ৩৮	২০০৭	১১০	১৩.৮৫	আগাম পরিপকু, বন্যাসহিষ্ণু তবে মাঝারি ধরনের খরা এবং জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু উন্নতমানের গুড় তৈরি করা যায়, কদাচিৎ ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৯	২০০৯	১০১	১৩.৩০	আগাম পরিপকু, খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু, লালপচা রোগ প্রতিরোধী, চর এবং মার্জিনাল ল্যান্ডের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৪০	২০০৯	১০৩	১৩.২৪	আগাম পরিপকু, খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু, লালপচা রোগ প্রতিরোধী, উন্নত মানের গুড় তৈরি করা যায়, চর এবং মার্জিনাল ল্যান্ডের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ	২০১২	১৩৯	১২.১০	মধ্যম পরিপকু খরাসহিষ্ণু এবং গুড়ের গুণগতমান ভালো, চিবিয়ে ও রস করে
বিএসআরআই আখ	২০১৪	১৬৯	১১.১১	আগাম পরিপকু, খরাসহিষ্ণু, চিবিয়ে ও রস করে খাওয়ার উপযোগী, ফুল হয় না।
বিএসআরআই আখ ৪৩	২০১৪	১১৮	১২.৩০	সোমাক্রোনাল ভ্যারিয়েন্ট তৈরির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ইক্ষু জাত, আগাম পরিপকু, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। তবে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ক্ষমতা মাঝারি ধরনের। মুড়ি আখ চাষের জন্য উপযোগী ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ	২০১৪	১০৬	১২.৪২	আগাম পরিপকু এবং ফুল হয় না, খরা, বন্যাসহিষ্ণু, এ জাতের আখে আঁশের পরিমাণ কম।।
বিএসআরআই আখ	২০১৬	১০৫	১৩.৯৪	আগাম পরিপকু এবং ফুল হয়। খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু, লালপচা ও স্মাট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ইক্ষুজাত। মুড়ি আখ চাষ এবং গুড় তৈরির জন্য
বিএসআরআই আখ ৪৬	২০১৭	১০৩	১২.৯১	আগাম পরিপকু এবং ফুল হয়। বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। লাল পচা ও পাইনঅ্যাপল রোগ প্রতিরোধী। মুড়ি আখ চাষের জন্য উপযোগী
বিএসআরআই স্ফারবিট-	২০১৭	৮৪	১৩.১৩	লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত
বিএসআরআই স্ফারবিট-	২০১৭	৮৫	১৩.৯০	লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত
বিএসআরআই তাল ১	২০১৮	৮৭	১২.১৩	খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু, বছরে দুইবার রস এবং তাল সংগ্রহ করা যায়।
বিএসআরআই স্টেভিয়া	২০১৮	৩.৬	-	সুইটেনিং এজেন্ট (স্টেভিওসাইড) চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ মিষ্টি।

বিএসআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো

- কীটনাশক ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউজি (১৬ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হিসেবে জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে ৩ বার আক্রান্ত স্থানে স্প্রে করতে হবে) ব্যবহারের মাধ্যমে আখের প্রধান ক্ষতিকারক কাণ্ডের মাজরা পোকা দমন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- জৈব বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে আখের ক্ষতিকারক পোকা (হোয়াইট গ্রাব ও গোড়ার মাজরা পোকা) দমন বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- চিবিয়ে খাওয়া আখের কাণ্ড ফেটে যাওয়া নিয়ন্ত্রণে বোরণ সারের ব্যবহারবিধি ও মাত্রা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- বিএসআরআই পাওয়ার উইডার উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- পাওয়ারটিলার চালিত বেড ফর্মার কাম ট্রেখার উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- রোপা পদ্ধতিতে আখ চাষ বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- একসারি ও জোড়াসারি আখের সাথে ১ম ও ২য় সাথী ফসল চাষ বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- আখ চাষে আগাছা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;
- মুড়ি আখ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

তথ্য সূত্র : বিএসআরআই-২০১৯

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের বিবরণী

বিনা থেকে এ যাবৎ ধান, সরিষা, চীনাবাদাম, মুগ, ছোলা, মসুর, মাষকলাই, টমেটো, পাট, খেসারি, সয়াবিন ও তিল রসুনসহ মরিচ ও ১৮টি ফসলের ১০৭টি উন্নত

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
ধান	বিনা শাইল	১৯৮৭	আমন	১৩৫-১৪০	৪.০	গাছ লম্বা ও নাবি রোপণ উপযোগী, চাল চিকন ও সরু (নাইজারশাইলের অনুরূপ)।
	বিনা ধান-৫	১৯৯৮	রবি	১৫০-১৫৫	৭.০	চাল মাঝারি চিকন ও সরু, মাড়াই করা সহজ এবং অধিক খড় পাওয়া যায়।
	বিনা ধান-৬	১৯৯৮	বোরো	১৫০-১৬০	৭.৫	অধিক ফলন দেয়, চাল মাঝারি মোটা।
	বিনা ধান-৭	২০০৭	আমন	১১৫-১২০	৪.৮	আগাম পাকে, গাছ খাটো, চাল চিকন ও সরু।
	বিনা ধান-৮	২০১০	বোরো	১৩০-১৩৫	৫.০ (লবণাক্ত) ৭.৫ (স্বাভাবিক জমি)	লবণাক্ত সহিষ্ণু, চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার পরিপক্ব অবস্থায় ৮-১০ ডিএস/মিটার। উন্নত জাত সম্পন্ন, গাছ মধ্যম খাটো এবং চাল মোটা।
	বিনা ধান-১০	২০১২	বোরো	১২৫-১৩০	৫.৫ (লবণাক্ত জমিতে) ৮.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)	পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি.। হেলে পড়ে না, দানা বরে পড়ে না, চাল মাঝারি মোটা। এটি কৃষি অবস্থা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ১০-১২ ডিএস/মিটার এবং চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।
	বিনা ধান-১১	২০১৩	আমন	১২০-১২৫	৪.০-৪.৫ (জলমগ্ন অবস্থায়) ৫.০-৫.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)	একটি বন্যা সহিষ্ণু জাত। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেমি. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৮.১ গ্রাম। চাল লম্বা ও মাঝারি। বীজতলা কিংবা চারা রোপণের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও আংশিক পচা গাছ পুনরায় বৃদ্ধি পায়।
	বিনা ধান-১২	২০১৩	আমন	১৩৮-১৪২	৩.৫-৪.০ (জলমগ্ন অবস্থায়) ৪.৫ (স্বাভাবিক জমিতে)	একটি বন্যাসহিষ্ণু জাত। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬.০ গ্রাম। ধানের দানা খাটো ও মাঝারি। বীজতলা কিংবা চারা রোপণের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও আংশিক পচা গাছ পুনরায় বৃদ্ধি পায়।
	বিনা ধান-১৩	২০১৩	আমন	১৩৮-১৪২	৩.২-৩.৭	সুগন্ধিযুক্ত, পরিপক্ব অবস্থায় জাতটির পাতা সবুজ থাকে, হেলে পড়ে না, চিটা হয় না, সব দানা পুষ্ট হয়।
	বিনা ধান-১৪	২০১৩	নাবি বোরো	১০৫-১২৫	৬.৮৫	নাবি চাষ উপযোগী জাত। ফেব্রুয়ারীর ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করা যায়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সেমি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৩.১৮ গ্রাম। জাতটির কাউ শক্ত বিধায় হেলে পড়ে না। এ জাতটি মধ্য ফেব্রুয়ারীর পূর্বে রোপণ করলে ধান বরার প্রবণতা আছে।
	বিনা ধান-১৫	২০১৪	আমন	১১৫-১২৫	৪.৮	আলো অসংবেদনশীল জাত। ধানের দানা মাঝারি চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৪.২ সেমি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.০
	বিনা ধান-১৬	২০১৪	আমন	১০০-১০৭	৫.৫	স্বল্পমেয়াদী ও আলোক অসংবেদনশীল জাত। চাল লম্বা ও চিকন। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৪.৪ সেমি.। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.৪ গ্রাম।
	বিনা ধান-১৭	২০১৫	আমন	১১২-১১৮	৬.৮	উচ্চফলনশীল, খরা সহিষ্ণু (৩০% পানি কম প্রয়োজন) জাত। গাছ খাটো ও শক্ত বলে হেলে পড়ে না। প্রচলিত জাত অপেক্ষা ২০-৩০% সার কম লাগে।
	বিনা ধান-১৮	২০১৬	বোরো	১৪৮-১৫৩	৭.২৫	চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা। মাতৃ জাত ব্রিধান২৯ অপেক্ষা ১৩-১৫ দিন আগে পাকে। চাল হালকা সুগন্ধিযুক্ত।
	বিনা ধান-১৯	২০১৭	আউশ	৯৫-১০৫	৪.৫	জাতটি খরা সহিষ্ণু। খরা প্রবণ বরেন্দ্র এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর ও সরাসরি
	বিনা ধান-২০	২০১৮	আমন	১২৫-১৩০	৫.৫	উচ্চ জিঙ্কসমৃদ্ধ জাত। এর আকাড়া চালে ২৬.৫ পিপিএম জিঙ্ক ও ২৫-৩০ পিপিএম আয়রণ থাকে। চাল লাল রঙের, খুব লম্বা ও চিকন। চালে ২৬.৩% অ্যামাইলোজ থাকে। ভাত খেতে

ফসল/জাতের নাম		ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য
	বিনা ধান-২১	২০১৮	আউশ	১০০-১০৫	৪.৫	জাতটি খরাসহিষ্ণু। গাছ খাটো ও খাড়া বিধায় হেলে পড়ে না। চাল লম্বা ও চিকন। রান্নার পরে ভাত বরবরে হয় ও খেতে সুস্বাদু।
	বিনা ধান-২২	২০১৯	আমন	১১২-১১৫	৬.২	আগাম জাত। গাছ শক্ত বলে হেলে পড়ে না। পূর্ণ বয়স্ক গাছ সবুজ থাকে।
গম	বিনা গম-১	২০১৬	রবি	১০৫-১১০	লবণাক্ত অঞ্চলে ২.৯৮, অলবণাক্ত	উচ্চফলনশীল, লবণাক্ততা সহিষ্ণু (১০-১২ ডিএস/মি.), পাতা ও কাণ্ডে মোমের আন্তরণ বিদ্যমান, লিঙুল গোলাপী, দানা পীতাম্ব বাদামী
সরিষা	বিনা সরিষা-৪	১৯৯৭	রবি	৮০-৮৫	২.০	বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪৪%, খাটো জাত, অন্টারনোরিয়া রোগ সহনশীল।
	বিনা সরিষা-৭	২০১১		১০২-১১০	২.০	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%, গাছ লম্বা। জীবনকাল একটু বেশি।
	বিনা সরিষা-৯	২০১৩		৭৫-৮০	১.৮	গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি। অন্টারনোরিয়াজনিত পাতা ও ফলের বলসানো রোগ সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ
	বিনা সরিষা-১০	২০১৩		৭৫-৮০	১.৮	গাছের উচ্চতা ৯৫-১০৫ সেমি। ১০০০টি বীজের ওজন ২.৮০-২.৯৫ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২%।
চীনাবাদাম	চীনাবাদাম-৪	২০০৮	রবি	১৫০-১৫৫	৩.০	পড়ের আকার মধ্যম। ফলন সবচেয়ে বেশি। আগাম পরিপক্ব হয়। বাদামে দানার হার বেশি।
			খরিফ-১	১২৫-১৩৫	২.৪	
	বিনা চীনাবাদাম-৫	২০১১	রবি	১৪০-১৫০	২.৩	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে; খুলনা ও পটুয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভালো ফলন দেয়।
	বিনা চীনাবাদাম-৬	২০১১		১৪০-১৫০	২.৪	গাছ খাটো। ফুল ফোটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে; বাগেরহাট, খুলনা ও নোয়াখালী জেলায় ভালো ফলন দেয়।
	বিনা চীনাবাদাম-৭	২০১৪		১৪০-১৫০	২.৬/১.৮ স্বাভাবিক/লবণাক্ত	দানা মধ্যম আকারের, ১০০ দানার ওজন ৩০-৩৩ গ্রাম। প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। পড়ে দানার হার ৬০-৭৯%। তেলের পরিমাণ ৪৮.৩%।
	বিনা চীনাবাদাম-৮	২০১৪		১৪০-১৫০	২.৬/১.৮ স্বাভাবিক/লবণাক্ত	দানা মধ্যম আকারের, ১০০ দানার ওজন ২৯-৩৩ গ্রাম। প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। পড়ে দানার হার ৭৫-৭৭%। তেলের
	বিনা চীনাবাদাম-৯	২০১৪		১৪০-১৫০	২.৯/১.৯ স্বাভাবিক/লবণাক্ত	বাদাম (পড) আকারে একটু ছোট, ১০০টি বাদামের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। প্রজনন পর্যায়ে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন। পড়ে দানার হার ৭২-৮৪%।
	বিনা চীনাবাদাম-১০	২০১৯	রবি/খরিফ	১২০-১৩০	২.৮	দানা মধ্যম আকারের, গাঢ় তামাটে রঙের। উচ্চফলনশীল।
সয়াবিন	বিনা সয়াবিন-১	২০১১	রবি	১১০-১১৫	২.৪	উচ্চফলনশীল জাত।
			খরিফ-২	৯৫-১১০	২.৪	
	বিনা সয়াবিন-২	২০১১	রবি	১০৮-১১২	২.৪	উচ্চফলনশীল জাত।
			খরিফ-২	১১৫-১২০	২.৭	
	বিনা সয়াবিন-৩	২০১৩	রবি	১০৯-১১৬	২.৩-২.৫	গাছের উচ্চতা ৭১.৬-৭১.৮ সেমি, ১০০০টি বীজের ওজন ১২.৩-১২.৭ গ্রাম, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%।
	বিনা সয়াবিন-৪	২০১৩	রবি	১১০-১২৫	২.৪	১০০টি বীজের গড় ওজন ১৪ গ্রাম। গাছ খাটো, বীজের রঙ ক্রিম হলুদ বর্ণের।
	বিনা সয়াবিন-৫	২০১৭	রবি	১০৫-১১৫	২.৭	রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। পাতা অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি সবুজ, বীজের রঙ হলুদে এবং অন্যান্য জাতের বীজের তুলনায় বেশি
বিনা সয়াবিন-৬	২০১৯	রবি/খরিফ	১০২-১১০	৩.০	গাছ মাঝারি উচ্চার। ফল গুং বিহীন।	

ফসল/জাতের নাম		ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য
তিল	বিনা তিল-১	২০০৪	খরিফ-১	৮৫-৯০	১.৩	শাখাবিহীন গাছ, বীজে তেলের পরিমাণ ৫২%, স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ফলন দেয়, কাণ্ড পচা রোগ সহ্য
	বিনা তিল-২	২০১১		৯১-৯৮	১.৪	খরা সহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০%, বীজ কালো রঙের, কাণ্ড পচা রোগ সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন।
	বিনা তিল-৩	২০১৩		৮৫	১.৫	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, ১০০০টি বীজের ওজন ০.২৩ গ্রাম। বীজের রং প্রায় বাদামী রঙের। জাতটি গোড়া পচা রোগ সহনশীল।
	বিনা তিল-৪	২০১৬	খরিফ-১	৮৭-৯৩	১.৫	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, প্রতিটি পাতার কক্ষে ২-৩টি ফল ধরে, বীজ হালকা কালো বর্ণের।
	বিনা তিল-৫	২০১৯	খরিফ-১	৯০	১.৬	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, প্রতিটি পাতার কক্ষে ২-৩টি ফল ধরে, বীজ হালকা কালো বর্ণের।
মুগ	বিনা মুগ-৫	১৯৯৮	খরিফ-১	৭০-৮০	১.৫	হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
	বিনা মুগ-৭	২০০৫		৭০-৭৫	১.৮	গাছ মাঝারি উচ্চতার, CLS & YMV রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন পাতার রং হালকা সবুজ ও বীজের রং উজ্জ্বল সবুজ।
	বিনা মুগ-৮	২০১০		৬৪-৬৭	১.৮	বীজ উজ্জ্বল, পড প্রায় এক সাথে পাকে, জীবনকাল কম।
	বিনা মুগ-৯	২০১৭		৬২-৬৪	২.০	উচ্চফলনশীল।
ছোলা	বিনা ছোলা-৪	২০০২	রবি	১২০-১২৫	১.৬	উফশী জাত, বটাইটিস গ্রে-মোল্ড রোগ সহনশীল উজ্জ্বল বীজাবরণ।
	বিনা ছোলা-৬	২০০৯		১২২-১২৬	১.৬৯	দানা মধ্যম আকারের, জীবনকাল মধ্যম।
	বিনা ছোলা-৮	২০১৩		১২৫-১৩০	১.৮	উচ্চফলনশীল, গাছের উচ্চতা ৪২-৫৩ সেমি., বীজের আকার মাঝারি, বীজে আমিষের পরিমাণ ২৩.৮%, জাতটি গোড়া পচা রোগ ও গ্রে-মোল্ড রোগ সহনশীল।
	বিনা ছোলা-৯	২০১৬		১১৫-১২৫	১.৭	উচ্চফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রঙ ক্রিম বর্ণের।
	বিনা ছোলা-১০	২০১৬		১১৫-১২২	১.৮	উচ্চফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রঙ খড় বর্ণের।
মসুর	বিনা মসুর-৫	২০১১	রবি	৯৫-১০৪	২.২	মরিচা, স্টেমফাইলাম ব্লাইট ও গোড়া পচা রোগ এবং খরা সহনশীল। ডাল সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু।
	বিনা মসুর-৬	২০১১		১০৫-১১০	২.০	মরিচা, স্টেমফাইলাম ব্লাইট ও গোড়া পচা রোগ এবং খরা সহনশীল। ডালে আমিষের পরিমাণ বেশি, সহজে সিদ্ধ হয় ও সুস্বাদু।
	বিনা মসুর-৭	২০১৩		১০৮-১১০	২.৪	গাছ খাড়া, পাতায় সুস্পষ্ট আকর্ষি বিদ্যমান, বীজে মার্বেল প্যাটার্ন বিদ্যমান, রোগ সহনশীল।
	বিনা মসুর-৮	২০১৪		৯৫-১০০	২.৬	গাছের উচ্চতা ৩৬-৪০ সেমি., বীজে ডালের পরিমাণ ৯০%। ১০০০টি বীজের ওজন ২৩-২৫ গ্রাম। জুড় প্রোটিনের পরিমাণ ২৯-৩০%।
	বিনা মসুর-৯	২০১৪		৯৯-১০৪	২.৩	গাছের উচ্চতা ৩৮-৪২ সেমি., বীজে ডালের পরিমাণ ৮৯%। ১০০০টি বীজের ওজন ২২-২৩ গ্রাম। জুড় প্রোটিনের পরিমাণ ৩২-৩৩%।
	বিনা মসুর-১০	২০১৬		১০৮-১১০	১.৯ (স্বাভাবিক) ১.৫ (খরা অবস্থায়)	খরাসহিষ্ণু জাত, উচ্চফলনশীল, ফুল বেগুনি বর্ণের।
	বিনা মসুর-১১	২০১৭	রবি	১০৫-১১০	২.৩	উচ্চফলনশীল

ফসল/জাতের নাম	ছাড়পত্র প্রাপ্তির বছর	চাষাবাদ কাল (মৌসুম)	জীবনকাল (দিন)	হেক্টরপ্রতি গড় ফলন (মে. টন)	বৈশিষ্ট্য	
মাষকলাই	বিনা মাষ-১	১৯৯৪	খরিফ-২	৮০-৮৫	১.০০	সার্কোস্পোরা লিফস্পট ও হলুদ মোজাইক রোগ
খেসারি	বিনা খেসারি-১	২০০১	রবি	১১০-১১৫	১.৯	'BOAA' পরিমাণ কম।
পাট	বিনাপাটশাক-১	২০০৩	খরিফ-১ ও ২	২৫-৩৫	৩.৫	বেশি শাক পাওয়া যায়, প্রচুর ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ও পাতায় দু'টি ক্যান্সার প্রতিরোধক উপাদান বিদ্যমান।
টমেটো	বিনা টমেটো-৭	২০১১	সারা বছর	১২০-১২৪	৮৭ (শীতকালে) ৬৩ (শীতের প্রাক্কালে) ৪৩ (গ্রীষ্মকালে)	ফল মাঝারি আকারের, মসৃণ ও সুস্বাদু, রবি-খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ উপযোগী।
	বিনা টমেটো-১০	২০১৩	শীতকালীন	৮০-৮৫	১১১	উচ্চফলনশীল, গাছের উচ্চতা ১৩৯ সেমি, বীজের আকার ছোট, বীজের রং হালকা বাদামী বর্ণের।
	বিনা টমেটো-১১	২০১৬	শীতকালীন	৯৫-১০০	৬০-৭০	গাছ লম্বাকৃতির, কাণ্ড শক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া, পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি., পাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ লাল হয়। ফলের উপরের অংশে বোটার দিকে কিন-রায় সামান্য ঢেউ খেলানো।
	বিনা টমেটো-১২	২০১৬	শীতকালীন	৯০-৯৫	৭০-৮০	গাছ লম্বাকৃতির, কাণ্ড শক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া, পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০-১৩০ সেমি., ফল মাঝারি আকৃতির। পাকা ফলের রং হলুদাভ লাল হয় এবং ফল
মরিচ	বিনা মরিচ-১	২০১৭	রবি	১০০-১২০	২০	মাঝারি ঝাল, ফল লম্বা এবং মোটা।
রসুন	বিনা রসুন-১	২০১৭	রবি	১৩৫-১৪৫	১২	উচ্চফলনশীল এবং ফলের আকার বড়।
হলুদ	বিনা হলুদ-১	২০১৯	-	৩০০	৩০	উচ্চফলনশীল। লিফ ব্লচ ও রাইজোম রট রোগ সহনশীল।

জীবাণু সার : এ সার ধৈর্য এবং ডাল, শিম ও তেল জাতীয় ফসল-ছোলা, মসুর, মুগ, মাষকলাই, বরবটি, চীনাবাদাম ও সয়াবিন (মোট ৮টি ফসল) ইত্যাদির নাইট্রোজেন চাহিদা মেটায়। সয়াবিনে ৭৫-১৫০% এবং ডাল ও শিম জাতীয় শস্যে ২০-৪৫% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করে।

ডাল ও শিমজাতীয় শস্যের জন্য উদ্ভাবিত ৯টি জীবাণু সার বিবরণ

ক্রঃ নং	জীবাণু সারের নাম	ফসলের নাম	উৎপাদন বৃদ্ধি (%)
১	বিনা -এলটি-১৮	মসুর	১৫-৪০
২	বিনা -সিপি-২	ছোলা	২৫-৩০
৩	বিনা -এমবি-১	মুগ	১৮-৩০
৪	বিনা -সিওপি-৭	বরবটি	২৫-৪৫
৫	বিনা -জিএন-২	চীনাবাদাম	২০-৪০
৬	বিনা -এসবি-৪	সয়াবিন	৭৫-১৫০
৭	বিনা -বিজি-১	মাষকলাই	২০-৩০
৮	বিনা -ডিসি-৯	ধৈর্য	২৫-৫০
৯	বিনাবায়োফার্টলাইজার-৯	কাউপি	১৫-৩০

নন-কমোডটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

জাতীয় সার সুপারিশমালা গ্রন্থন এবং উপজেলা সার নির্দেশিকা তৈরিতে বিনা'র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বিভিন্ন ফসলের উন্নত উৎপাদন কৌশল, লাভজনক শস্য বিন্যাস এবং অন্যান্য ২৬টি কৃষি প্রযুক্তি/কলাকৌশল এ ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে:

লাভজনক শস্য বিন্যাসসমূহ

শস্য বিন্যাস	এলাকা	মন্তব্য
আমন (বিনা ধান-৭) রবি (সরিষা) বিনাসরিষা-৪/ছেলা (বিনা ছেলা-৪)/গম (বারি গম-২৬) খরিফ-১ মুগ (বিনা মুগ-৮)/তিল (বিনা তিল-১, ২ ও ৩)	বরেন্দ্র অঞ্চলের (রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা)	পর্যাপ্ত পানি সাশ্রয় হয় এবং ৬৮% পর্যন্ত বেশি লাভ হয়।
আমন (বিনা ধান-৭) সরিষা (বিনা সরিষা-৪) বোরো ধান (ব্রিধান ২৮)	কুষ্টিয়া, বিনাইদহ, যশোর এবং চুয়াডাঙ্গা	সরিষা যুক্ত হওয়ায় ৫৮% নিট মুনাফা বৃদ্ধি পায়, শস্যের নিবিড়তা বিদ্যমান ২০০% থেকে ৩০০%
আমন (বিনা ধান ৭) সরিষা (বিনা সরিষা-৪) তোষাপাট	ফরিদপুর এবং নড়াইল	৩০% নিট মুনাফা বৃদ্ধি পায়।
আমন (বিনাধান-৭) মসুর (বিনা মসুর-৫/৬) তিল (বিনা তিল-১/২)	নড়াইল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বিনাইদহ, যশোর এবং চুয়াডাঙ্গা	৪৫% নিট মুনাফা বৃদ্ধি পায়।
আমন (বিনা ধান-৭) সরিষা (বিনা সরিষা-৪) বোরো ধান (ব্রিধান২৯)	নেত্রকোনা (হাওর অঞ্চল)	প্রচলিত শস্য বিন্যাসের চেয়ে ৫২% অধিক মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং শস্যের নিবিড়তা ১০০% বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি/কলাকৌশল:

- প্রধান প্রধান শস্য পরিক্রমায় সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা
 - ধানভিত্তিক শস্য পরিক্রমায় ফসফেট সারের ব্যবস্থাপনা
 - ধানচাষে নাইট্রোজেন সারের ব্যবস্থাপনা
 - পটাশ সারের ব্যবস্থাপনা
 - সালফার ও জিংক সার ব্যবস্থাপনা
 - নাইট্রোজেন সার মাত্রা
 - ফসফেটিক জীবাণুসার
 - লবণাক্ত জমিতে গম চাষ
 - মাটিতে দস্তার প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়
 - ধান চাষে স্বল্প পানি
 - সেচ নালা প্রযুক্তি
 - পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকার জন্য নতুন শস্য পরিক্রমা
 - আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলনের জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন
 - পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকায় নতুন শস্য পরিক্রমা
 - পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা
 - সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় টমেটোর ঢলে-পড়া রোগ দমন
 - আমন মৌসুমে স্থানীয় জাত চাষের কারণ
 - উন্নত আমন ধান চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সফলতা নির্ণায়ক উপাদান
 - কতিপয় ফসলের রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা
 - রোগ প্রতিরোধী শস্যজাত উদ্ভাবন ও বিস্তার
 - মাটির স্বাস্থ্য সেবা
 - গৃহাঙ্গনে লজ উদ্যানের মডেল
 - বিনাশাইল ধান চাষের উপকারিতা
 - ফসল উৎপাদনে পয়োনিষ্কাশিত আবর্জনার ব্যবহার
 - উফশী সরিষাজাত সফল ও অগ্রণীর জন্য সেচ অনুসূচি
 - নাইট্রোজেন সার হ্রাসে ইউরিয়ার সুপার গ্র্যানিউল এছাড়া বিনা এমএস এবং পিএইচডি গবেষকদের জন্য গবেষণার সুযোগ
- তথ্য সূত্র : বিনা -২০১৭

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবমুক্তির সাল ও নিবন্ধন নম্বর	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
১	পিএসটিইউ বিলাতি গাব-১	২০১৫ ০৪(৩৫)- ০২/১৫	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে ফুল আসে। মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর এ ফল পরিপক্ব	৬-৮	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময়	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবি জাতের বিলাতি গাব।
২	পিএসটিইউ বিলাতি গাব-২	২০১৫ ০৪(৩৫)- ০৩/১৫	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে ফুল আসে। মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর এ ফল পরিপক্ব	৫-৭	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময়	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবি জাতের বিলাতি গাব, ফলের ওজন ১০০-১২০
৩	পিএসটিইউ ডেউয়া-১	২০১৫ ০৪(০৭)- ০১/১৫	মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল আসে। জুন থেকে জুলাই এ ফল পরিপক্ব হয়।	৪-৫	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাতের ডেউয়া।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবমুক্তির সাল ও নিবন্ধন	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
৪	পিএসটিইউ ডেউয়া-২	২০১৫ ০৪(০৭)- ০২/১৫	মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল আসে। জুন থেকে জুলাই এ ফল পরিপক্ব হয়।	৩-৪	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাতের ডেউয়া।
৫	পিএসটিইউ বাতাবিলেবু-১	২০১৫ ০৪(০৩)- ০৫/১৫	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে ফুল আসে। মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর এ ফল পরিপক্ব হয়।	৭-১০	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাতের বাতাবি লেবু।
৬	পিএসটিইউ কামরাঙা-১	২০১৫ ০৪(২৩)- ০৬/১৫	বছরে তিন বার ফুল আসে: ফেব্রুয়ারি, আগস্ট ও ডিসেম্বর।	৫-৬	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে।	এটি নিয়মিত ফলধারণকারী বারোমাসি জাতের কামরাঙা।
৮	পিএসটিইউ তেঁতুল-১	২০১৫ ০৪(৩০)- ০৪/১৫	সারা বছর ধরে গাছে ফল ধরে। তবে ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে ফুল বেশি আসে।	৬-৮	ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব থেকে প্রায় ১৫০-১৬০ দিন সময় লাগে।	এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী বারোমাসি জাতের মিষ্টি তেঁতুল।

তথ্য সূত্র : পিএসটিইউ-২০১৬

বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার, ফল গাছ উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের জাতের তথ্যাবলি

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
১	এফটিআইপি বাউ আম-১ (শ্রাবণী-১)	২০০৬	১৫-২০	ক. শ্রাবণী একটি নিয়মিত ফলধারণকারী নারী জাতের আম। খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য গড়ে ৩৩.০০ সেমি. ও প্রস্থ ১৭.১৩ সেমি. এবং রঙ হালকা সবুজ। গ. ফলের আকার মাঝারি ও কিঞ্চিৎ লম্বা, ফল গড়ে লম্বায় ৯.৩৩ সেমি. এবং পাশে ৭.৩২ সেমি. পুরুত্ব ৬.৬৭ সেমি. এবং গড় ওজন ২৭৩.২৩ গ্রাম। ঘ. পাকা ফলের ত্বকের রঙ হালকা হলুদ থেকে গাঢ় হলুদ, শাঁসের রং কমলাভ লাল, সুস্বাদু, রসালো ও মিষ্টি। ঙ. খোসা সামান্য মোটা ও আঁটি পাতলা। চ. আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.৪০ সেমি., পাশে ৪.১১ সেমি., পুরুত্ব ২.১৬ সেমি. এবং গড় ওজন ৪০.৮ গ্রাম। ছ. এ ফলের আঁটির অংশ ১৪.৯৩%, খোসার অংশ ১১.৪৬% এবং খাওয়ার উপযোগী অংশ ৭৩.৬১%। জ. এটি একটি মাঝারি বামন জাতের গাছ।
২	এফটিআইপি বাউ আম-২ (সিন্দুরী)	২০০৬	৭-৯	ক. নিয়মিত ফল ধারণকারী বামন প্রকৃতির জাত। খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ৩১.০০ সেমি. এবং প্রস্থ ২৩.০০ সেমি.। গ. জুনের শেষ সপ্তাহে গাছে পাকা ফল পাওয়া যায়। ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ঘ. ফল আকারে ছোট ও গোলাকৃতি। গাছে থোকায় থোকায় আম ধরে। ঙ. কাঁচা আম সবুজাভ সিঁদুরে রঙের। পাকলে সিঁদুরে হলুদ রঙের হয়ে থাকে। চ. পাকা ফলের ত্বকের রঙ হালকা সবুজ। শাঁসের রং কমলা, সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। ছ. ফলের শাঁস রসালো এবং টক মিষ্টি। শাঁসে কোন আঁশ নেই। জ. আমের আঁটি পাতলা কাগজের মত। তাই এ জাতকে বীজবিহীন আম বলে। ঝ. ফলের গড় ওজন ৯২.২০ গ্রাম। ফল লম্বায় ৬.৬৮ সেমি. পাশে ৫.১৮ সেমি. এবং পুরুত্ব ৪.৯০ সেমি.। ঞ. আঁটির আকার খুবই ছোট যা লম্বায় ৫.২৫ সেমি. পাশে ২.৯৮ সেমি. এবং পুরুত্ব ০.৩২ সেমি. এবং ওজন ৭.৫৭ গ্রাম। খোসার ওজন ১৪.৬৭ গ্রাম। ভক্ষণযোগ্য অংশের পরিমাণ প্রায় ৭০.০ গ্রাম যা মোট
৩	এফটিআইপি বাউ আম-৩ (ডায়াবেটিক)	২০০৬	১০-১৫	ক. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরি বড় পিরামিডাকৃতির এবং গোলাপী বর্ণের হয়ে থাকে। পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ৩৮.০ সেমি. এবং প্রস্থ ৩১.০ সেমি.। খ. জুন মাসের শেষের দিকে ফল পাকে। ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। গ. ফলের আকার মাঝারি ও লম্বাটে প্রকৃতির। ফলের গড় ওজন ২৫৫ গ্রাম। ঘ. গবেষণায় দেখা গেছে, এই জাতের ফল লম্বায় ১০.৬৮ সেমি., পাশে ৭.১৭ সেমি., পুরুত্ব ৬.০৬ সেমি.। আঁটি গড়ে লম্বায় ৮.৮৫ সেমি., পাশে ৪.৩৮ সেমি., পুরুত্ব ১.৬৮ সেমি., এবং গড় ওজন ৪৬.২৫ গ্রাম। খোসার ওজন ৩৪.৫ গ্রাম। খাওয়ার উপযোগী অংশ ১৭৪.০ গ্রাম যা মোট আমের ৬৮.৩৩%। ঙ. পাকা ফলের রং হলুদাভ। ফলে রসের পরিমাণ কম কিন্তু আঁশের পরিমাণ বেশি। চ. ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত রোগীরা এ ফল খেতে পারে।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবযুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৪	এফটিআইপি বাউ আম-৪	২০০৬	১৫-২০	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী জনপ্রিয় জাত। খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ৩৩.৯৫ সেমি., প্রস্থ ১৭.১২ সেমি. এবং রং হালকা গোলাপী। গ. জুন মাসের শেষের দিকে এই জাতের ফল পাকা শুরু করে। ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ঘ. ফলের আকার মাঝারি ও লম্বা। গবেষণায় দেখা গেছে, এই জাতের ফল লম্বায় ১১.৭১ সেমি., পাশে ৬.০৮ সেমি., পুরুত্ব ৫.৬ সেমি. এবং গড় ওজন ২১৬.৬২ গ্রাম। ঙ. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ। শাঁসের রং কমলা, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, রসালো এবং বেশ মিষ্টি। শাঁসে কোনো আঁশ নেই। চ. খোসা পাতলা ও আঁটি খুবই ছোট। আঁটি গড়ে লম্বায় ১০.৭০ সেমি., পাশে ২.৬৯ সেমি., পুরুত্ব ১.২১ সেমি., এবং গড় ওজন ২১.১৪ গ্রাম। ছ. এ জাতটির ফলের আঁটির অংশ ৯.৭৬%, খোসার অংশ ১৩.৮৩% এবং খাওয়ার উপযোগী অংশ
৫	এফটিআইপি বাউ আম-৫ (শ্রাবণী-২)	২০০৬	১৮-২২	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী ও নাবী জাতের আম। খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ২৬.৯৬ সেমি., প্রস্থ ১৪.০৩ সেমি., এবং রং হালকা সবুজ। গ. ফল গড়ে লম্বায় ৮-১২ সেমি. এবং পাশে ৬.৯২ সেমি. পুরুত্ব ৬.২৭ সেমি. এবং ফলের গড় ওজন ৩৩২.১০ গ্রাম। ঘ. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে কিঞ্চিৎ হলুদাভ। ঙ. রসালো শাঁসের রং কমলাভ, সুস্বাদু এবং মিষ্টি। শাঁসে কোন আঁশ নেই। চ. ফল সহজেই ঝরে পড়ে না। ছ. খোসা সামান্য মোটা ও আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.২৩ সেমি., পাশে ৪.০৫ সেমি., পুরুত্ব ২.০৩ সেমি. এবং গড় ওজন ৪২.৪১ গ্রাম। এ জাতটির ফলের আঁটির অংশ ১৮.২৭%; খোসার অংশ ১৬.৬৫% এবং খাওয়ার উপযোগী অংশ ৬৫.০৭%।
৬	এফটিআইপি বাউ আম-৬ (পলিঅ্যাম্ব্রায়নী-১)	২০০৬	২৫-৩০	ক. গাছ বামন আকৃতির এবং নাবী জাত। খ. পাঁচ বছরের একটি গাছে হতে ১০০-৩০০টি ফল পাওয়া যায়। গ. প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩৮৩.১০ গ্রাম এবং ভক্ষণীয় অংশ ৮৫.৩১%। মিষ্টতা ১৭.৪৬%। ঘ. একটি বীজ হতে গড়ে ৫-৮টি চারা পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটি চারা জাইগোটিক, বাকিগুলো নিউসেলাস (যা মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন)। ঙ. জাইগোটিক চারাটি রুটস্টকের জন্য উপযোগী। নিউসেলাস চারা মাতৃগুণাগুণ বজায় রাখে।
৭	এফটিআইপি বাউ আম-৭ (পলিঅ্যাম্ব্রায়নী-২)	২০০৬	২০-৩৫	ক. গাছ বামন আকৃতির এবং নাবী জাত। খ. পাঁচ বছরের একটি গাছ হতে ২০০-৪০০টি ফল পাওয়া যায়। গ. প্রতিটি ফলের ওজন ৩০০-৪৫০ গ্রাম। মিষ্টতা ২২.৮০%। ঘ. একটি বীজ হতে গড়ে ৫-৮টি চারা পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটি চারা জাইগোটিক বাকিগুলো নিউসেলাস। ঙ. জাইগোটিক চারাটি রুটস্টকের জন্য উপযোগী। নিউসেলাস চারা মাতৃগুণাগুণ
৮	এফটিআইপি বাউ আম-৮ (পলিঅ্যাম্ব্রায়নী-রাংগুয়াই-৩)	২০০৬	২৫-৪০	ক. গাছ বামন আকৃতির এবং নাবী জাত। খ. দুই বছরের একটি গাছ হতে ২০-৫০টি ফল পাওয়া যায়। গ. প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম। মিষ্টতা ২২.৪০%। ঘ. একটি বীজ হতে গড়ে ৫-৮টি চারা পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটি চারা জাইগোটিক বাকিগুলো নিউসেলাস। ঙ. জাইগোটিক চারাটি রুটস্টকের জন্য উপযোগী। নিউসেলাস চারা মাতৃ
৯	এফটিআইপি বাউ আম-৯ (সৌখিন চৌফলা)	২০০৬	১৮-২৫	ক. জাতটি নিয়মিত ফলধারণকারী। খ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। গ. বছরে ৩-৪ বার ফল দেয়। এটি সৌখিন ফলচাষীদের জন্য, যা ছাদে বা টবে চাষ করা
১০	এফটিআইপি বাউ আম-১০ (সৌখিন-২)	২০০৮	১৫-২৫	ক. জাতটি নিয়মিত ফলধারণকারী। খ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। গ. বছরে ৩-৪ বার ফল দেয়। এটি সৌখিন ফল চাষীদের জন্য, যা ছাদে বা টবে চাষ করা যাবে। ঘ. জাতটি নিয়মিত ফলধারণকারী। ঙ. এটি একটি মাঝারি বামন জাতের গাছ। চ. বছরের ২-৩ বার ফল দেয়। ছ. ফলের বৃকের ওপর হালকা খাঁজ কাটা
১১	এফটিআইপি বাউ আম-১১ (কাঁচা মিঠা-১)	২০০৯	৪.৫-৮.৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২০০-৩৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ২৩.৬৬%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং কাঁচা মিঠা।
১২	এফটিআইপি বাউ আম-১২ (কাঁচা মিঠা-২)	২০০৯	৪-৮	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি মৌসুমি জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৩৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ২২.৩৩%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং কাঁচা মিঠা।
১৩	এফটিআইপি বাউ আম-১৩ (কাঁচা মিঠা-৩)	২০০৯	৩-৫	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ১৫০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ১৯.৮৮%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং কাঁচা মিঠা।
১৪	এফটিআইপি বাউ আম-১৪ (Banana Mango)	২০১০	১৫-২৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৩.২২%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস রসালো ও সুমিষ্টি। চ. ইহা একটি নাবী জাত।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবয়ুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
১৫	এফটিআইপি বাউ আম-১৫ (গোলাপখাস)	২০১০	১.৫-৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৩৭৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২২.৮৬%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের পাল্ল লাল ও মিষ্টি।
১৬	এফটিআইপি বাউ আম-১৬ (গোল্লা)	২০১০	১.৪-৭.৮	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি নাবী জাতের আম। খ. ফলের ওজন ৩৫০-৬৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.৬৬%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস লাল এবং মিষ্টি।
১৭	এফটিআইপি বাউ আম-১৭ (সাতকানিয়া)	২০১০	১.২-৪.২	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি নাবী জাত। খ. ফলের ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২২.৭৬%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস হলুদে এবং মিষ্টি। চ. বছরে তিন বার ফল ধারণ করে।
১৮	এফটিআইপি বাউ আম-১৮ (গেডং চিংচু)	২০১৩	২.৮-৮.৬	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ২২.৫০%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস নরম ও গাঢ় কমলা রঙ।
১৯	এফটিআইপি বাউ আম-১৯ (হয়লাক)	২০১৩	৩.২-১১.৩	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ৩০০-৪৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৩.২৩%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস হলুদাভ ও কমলা রঙের। চ. আম লম্বাটে ধরনের এবং নিচের দিকে সরু। ছ. এ আম ১২-১৮ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২০	এফটিআইপি বাউ আম-২০ (চুয়া)	২০১৩	২.৮-৮.৬	ক. নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৩.৭৫% এবং খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. বামন জাতের গাছ। ঙ. ফলের শাঁস নরম ও হলুদাভ ও কমলা রঙের। চ. আম ১২-১৫ সেমি. পর্যন্ত
২১	এফটিআইপি বাউ আম-২১ (আরোমানিস)	২০১৩	১০.৫-৩৬	ক. নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ৩৫০-৬০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২২.৪৫% এবং আঁচি পাতলা। ঘ. বামন জাতের
২২	এফটিআইপি বাউ আম-২২ (ক্যারাতে কলম্বন)	২০১৬	৯-১৩	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৭.৫০%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস নরম এবং গাঢ় কমলা রং।
২৩	এফটিআইপি বাউ আম-২৩ (তাইওয়ান ছিন)	২০১৬	২০-৪৭	ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ১ কেজি- ১.৫ কেজি। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.২৫%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি মধ্যম জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস হলুদাভ রঙের। চ. আম লম্বাটে ধরনের এবং নিচের দিকে সরু। ছ. এ আম ২৫.৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২৪	এফটিআইপি বাউ আম-২৪ (তাইওয়ান রেড)	২০১৬	২০-৪৪	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবী জাতের আম। খ. ফলের ওজন ১ কেজি- ১.২০ কেজি। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.২৫%। খোসা ও আঁচি পাতলা। ঘ. এটি একটি মধ্যম জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস নরম এবং হলুদাভ কমলা রং। চ. এ আম ২২.২৬ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২৫	এফটিআইপি বাউ আম-২৫	২০১৬	১১-১৪	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.৫০%। আঁচি ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
২৬	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-১ (মিষ্টি)	২০০৬	২৫-৪৫	১। ফলের আকৃতি-ডিম্বাকার। ২। পরিপক্ব ফলের বর্ণ-সোনালী সবুজ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা-মসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ-গোলাপী আভ্যুক্ত সাদাটে। ৫। বাহ্যিক চেহারা-আকর্ষণীয় ৬। শাঁসের বুনট-কচকচে হতে নরম ৭। ফলের স্বাদ-মিষ্টি হতে খুব মিষ্টি ৮। ফলের গন্ধ-হালকা মিষ্টি। ৯। ফলের দৃঢ়তা-কম শক্ত ১০। বীজের
২৭	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-২ (রাঙা)	২০০৬	৩০-৫০	১। ফলের আকৃতি-ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার ২। পরিপক্ব ফলের বর্ণ-সবুজাভ হলুদ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা-অমসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ-লাল ৫। বাহ্যিক চেহারা-আকর্ষণীয় ৬। শাঁসের বুনট-কচকচে ৭। ফলের স্বাদ-মিষ্টি ৮। ফলের গন্ধ-হালকা গন্ধযুক্ত ৯। ফলের দৃঢ়তা-মাঝারি শক্ত ১০। বীজের দৃঢ়তা-মাঝারি শক্ত।
২৮	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৩ (চৌধুরী)	২০০৬	২০-৩৫	১। ফলের আকৃতি-ডিম্বাকার ২। পরিপক্ব ফলের বর্ণ-সবুজাভ হলুদ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা-অমসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ-রঙাভ হলুদ ৫। শাঁসের বুনট-মাঝারি কচকচে ৬। ফলের স্বাদ-মিষ্টি ৭। বীজের আকার-ছোট। ৮। ফলের দৃঢ়তা-শক্ত ৯। বীজের দৃঢ়তা-
২৯	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৪ (আপেল)	২০০৬	২০-৩০	১। ফলের আকৃতি-ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার ২। পরিপক্ব ফলের বর্ণ-উজ্জ্বল সবুজ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা-অমসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ-লাল ৫। বাহ্যিক চেহারা-আকর্ষণীয় ৬। শাঁসের বুনট-নরম ৭। ফলের স্বাদ-মিষ্টি ৮। ফলের গন্ধ-হালকা গন্ধযুক্ত ৯। ফলের দৃঢ়তা-শক্ত ১০। বীজের দৃঢ়তা-মাঝারি শক্ত।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবযুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৩০	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৫ (ওভাল)	২০০৮	২৫-৩৫	ক. গোলাকার বড় নাভিযুক্ত খ) গাছ ছাতার মত ঝোপালো হয়। গ) গড় ফলের ওজন ৩০০.৫০ গ্রাম।
৩১	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৬ (জেলি)	২০০৮	৩০-৩৫	ক. পেকটিন এর পরিমাণ বেশি থাকে বলে জ্যাম ও জেলির জন্য উপযুক্ত। খ. ভিতরে টকটকে লাল রঙ থাকে। গ. ফলের ওজন ১২০ থেকে ২৫০ গ্রাম। ঘ. অমৌসুমেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
৩২	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৭ (বীজশূন্য গোল)	২০০৮	৩০-৩৫	ক. ফল গোলাকার এবং বীজশূন্য; খ. গাছ বামন প্রকৃতির ও ঝোপালো; মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৪%।
৩৩	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৮ (বীজশূন্য ডিম্বাকার)	২০০৮	২৫-৩০	ক. ফল ডিম্বাকার (ওভাল) এবং বীজশূন্য; খ. গাছ বামন প্রকৃতির ও ঝোপালো; গ. ফলের মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৭.৫%; ঘ. বছরব্যাপী ফল পাওয়া যায়।
৩৪	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-৯ (স্বরূপকাঠি)	২০১০	৫-২০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাত। খ. ফলের ওজন ১০০-২০০ গ্রাম। গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ৭-১০%। গ. ফলের আকৃতি ডিম্বাকার, পরিপকু ফলের বর্ণ সবুজাভ সাদা। ঘ. শাঁস গোলাপী আভাযুক্ত সাদাটে। শাঁসের বুনট কচকচে হতে নরম। ঙ. মাঝারি মিষ্টি হতে
৩৫	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা ১০ (ব্রোজিল)	২০১১	৫-২০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। গ. মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৮-২৪%। ঘ. পেয়ারার বীজ অনেক নরম। ঙ. পেয়ারার পাল্ল টক টকে লাল রঙের। চ. স্বাদে অত্যন্ত মিষ্টি
৩৬	এফটিআইপি বাউকুল-১	২০০৬	১০-৫০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-১৪০ গ্রাম। খ. কুলের মিষ্টতা সাধারণত ১৩-১৮ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু বাউ কুল-১ এর মিষ্টতা ১৮-২১%। গ. প্রতি ১০০ গ্রাম বাউকুল-১ এর বীজের ওজন ৩-৫ গ্রাম। ফলে ৯৫-৯৭ ভাগ অংশ আমরা খেতে পারি। ঘ. গাছ মোটামুটি কন্টকবিহীন।
৩৭	এফটিআইপি বাউকুল-২ (শাহকুল)	২০০৯	৯-৩৩	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ১১০-২০০ গ্রাম। খ. কুলের মিষ্টতা সাধারণত ১৩-১৮ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বাউ কুল-২ এর মিষ্টতা ১৯-২৫%। গ. বীজ খুব ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. ফলের শাঁস মচমচে এবং মিষ্টি।
৩৮	এফটিআইপি বাউকুল-৩ (বামি)	২০১০	৯-২৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের কুল। প্রতিটি ফলের ওজন ১০০-২৫০ গ্রাম। খ. কুলের মিষ্টতা সাধারণত ১৩-১৮ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বাউ কুল - ৩ এর মিষ্টতা ১৯-২৫%। গ. বীজ খুব ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং মিষ্টি, পাকলে হলদে রঙ ধারণ করে।
৩৯	এফটিআইপি বাউ কাগজি লেবু-১	২০০৬	১৫-৩০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-১২০ গ্রাম। খ. একটি থোকায় ২-৫টি লেবু থাকে। গ. সারা বছর ফল পাওয়া যায়। ঘ. কলমকৃত গাছে এক বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। ঙ. ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি। চ. ভক্ষণ উপযোগী অংশের ওজন ২৮ গ্রাম ও অনুপযোগী অংশ ৪৫ গ্রাম। ছ. প্রতিটি ফলের গড় বীজের সংখ্যা ২৫টি।
৪০	এফটিআইপি বাউ লেবু-২ (সেটেড এলাচি)	২০০৬	১৫-২৫	ক. গাছ ঝোপালো। খ. ফল ডিম্বাকার ও সুগন্ধিযুক্ত। গ. ফলের ওজন ৭০-১৫০ গ্রাম। ঘ. ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি। ঙ. ভক্ষণ উপযোগী অংশের ওজন ১৪ গ্রাম ও অনুপযোগী অংশ ৭৫ গ্রাম। চ. প্রতিটি ফলের গড় বীজের সংখ্যা ৮১টি।
৪১	এফটিআইপি বাউ লেবু-৩ (সেমি সিডলেস)	২০০৬	১৪-২২	ক. প্রতি বছর ফল দেয়। খ. ফল লম্বাটে এবং প্রায় বীজশূন্য। গ. ফলের ওজন ৫০-১৩০ গ্রাম। ঘ. ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৫০ সেমি। ঙ. ভক্ষণ উপযোগী অংশের ওজন ৩১ গ্রাম ও অনুপযোগী অংশ ৫৫ গ্রাম। চ. প্রতিটি ফলের গড় বীজের সংখ্যা
৪২	এফটিআইপি বাউ লেবু-৪ (শরবতী)	২০১৩	৪-১৫	ক. নিয়মিত ফলধারণকারী একটি বারমাসি জাতের লেবু। খ. ফলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। গ. খোসা মোটা ও বীজবিহীন। ঘ. বামন জাতের গাছ। ঙ. লেবু গোলাকার তবে নিচের দিকে
৪৩	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা-১ মিষ্টি	২০০৬	২৫-৩০	ক. ফলের শাঁস অত্যন্ত মিষ্টি। খ. খুব রসালো এবং সাদা। গ. তীক্ষ্ণতাবিহীন। ঘ. প্রতিটি ফলের ওজন ২-৫ কেজি এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪২-৪৭%। ঙ. প্রতি বছর ফল দেয় এবং প্রায় সারা বছরই ফল পাওয়া যায়।
৪৪	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা-২	২০০৬	২০-২৫	ক. বারমাসী এবং খুব মিষ্টি। খ. শাঁস লালচে ও রসালো। গ. ফলের মিষ্টতা-৮.৩%। ঘ. প্রতিটি ফলের ওজন ১-১.৫ কেজি এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪০-৫২%।
৪৫	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা-৩ (প্রীণ স্কীন)	২০১১	৭-৩১	ক. এ জাম্বুরা চামড়া সবুজ ও শাঁস লাল। খ. ফলের ওজন ১-১.৮ কেজি। গ. মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৮-২২%। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্টি ও তীক্ষ্ণতাবিহীন।
৪৬	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা - ৪	২০১১	৪-৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ৭০০-১২০০ গ্রাম। গ. মিষ্টতা (ব্রিক্স) ২২-২৪%। ঘ. এ জাম্বুরার শাঁস গোলাইপ রঙের। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো, সুমিষ্টি ও তীক্ষ্ণতাবিহীন।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবযুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৪৭	এফটিআইপি বাউ জামুরা -৫	২০১১	৬.৫-৮.৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ৮০০-১৪০০ গ্রাম। এ ফলের চামড়া পাতলা। গ. মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ২০.৫-২৪.৫%। ঘ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো, সুমিষ্ট ও তীক্ষ্ণবিশী।
৪৮	এফটিআইপি বাউ কামরাঙ্গা - ১ (মিষ্টি)	২০০৬	২০-২৫	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-৬০ গ্রাম। লম্বায় ৭-৮ সেমি. এবং প্রস্থ ৫-৬ সেমি.। খ. ফলের মিষ্টতা ১৮-২০%। যেখানে সাধারণ কামরাঙ্গার মিষ্টতা ৫-১৩%। গ. একটি খোকায় ২-৮টি ফল ধরে। ঘ. দেশী কামরাঙ্গার চেয়ে একক জমিতে তিনগুণের বেশি গাছ লাগানো যায়। ঙ. কলমকৃত গাছে এক বছরের মধ্যেই ফল
৪৯	এফটিআইপি বাউ কামরাঙ্গা - ২ (ছইলার)	২০০৮	১-২.৫	ক. গাছ বামন প্রকৃতির, ফল অপেক্ষাকৃত বড় ও রসালো। খ. মিষ্টতা ১৮-১৯% এবং বছরব্যাপী ফল পাওয়া যায়।
৫০	এফটিআইপি বাউ কামরাঙ্গা-৩ (এইচ. আলম)	২০১০	২- ৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ৫০-১৫০ গ্রাম। গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৫-২০%। খ. ফলের ওজন ৫০-১৫০ গ্রাম। গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৫-২০%। গ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঘ. অত্যন্ত রসালো, আকর্ষণীয় ও মিষ্টি। ঙ. ইহা একটি নাবী জাত।
৫১	এফটিআইপি বাউ জলপাই - ১ (হেমন্তী)	২০০৬	১৪-১৮	ক. গাছ বামন আকৃতি এবং নাবী জাতের। দেশী জলপাই শেষ হলে এই জলপাই পরিপক্ব হয়। খ. একক জায়গা অনুপাতে দেশী জলপাইয়ের তুলনায় প্রতি গাছে তিনগুণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। গ. প্রতি হেক্টর জমিতে দেশী জলপাইয়ের তুলনায় সাতগুণেরও বেশি গাছ লাগানো যায় এবং তা প্রায় ৬০০-১০০০টি। ঘ. রোপনের ১/২ বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ঙ. হেক্টর প্রতি ৪০-১০০ টন ফলন পাওয়া যায়। চ. অর্ধড্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ
৫২	এফটিআইপি বাউ জামরুল - ১ (নাশপাতি)	২০০৬	২০-৩৫	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ২০-৩০ গ্রাম। খ. ফলের মিষ্টতা সাধারণত ৯-১৫%। ফল দেখতে গোলাপী রঙের লালচে আভা যুক্ত। গ. বছরে ২ বার প্রায় একই পরিমাণ ফল ধারণ করে। ঘ. একটি খোকায় ২-১৫টি ফল থাকে। ঙ. প্রতি একক জমিতে দেশি জামরুলের তুলনায় তিন গুণের বেশি গাছ লাগানো যায়। চ. অর্ধড্রামে বাণিজ্যিকভাবে
৫৩	এফটিআইপি বাউ জামরুল-২ (আপেল)	২০০৬	৩০-৪০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ২০-৪০ গ্রাম। খ. ফলের মিষ্টতা সাধারণত ১০-১৫%। ফল আপেলের মতো লাল রঙ ধারণ করে। গ. গাছ বছরে ২ বার একই পরিমাণ ফল ধারণ করে। ঘ. একটি খোকায় ২-১০টি ফল থাকে। ঙ. প্রতি একক জমিতে দেশি জামরুলের তুলনায় তিন গুণের বেশি গাছ লাগানো যায়। চ. অর্ধড্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায়।
৫৪	এফটিআইপি বাউ জামরুল-৩ (আপেল-লম্বা)	২০১০	১.২৫-৬.২৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আপাম জাতের জামরুল। খ. প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-১২৫ গ্রাম। গড় মিষ্টতা (বিজ) ১০-১৩। গ. ফল দৈর্ঘ্যে ৬-৮ সেমি. এবং ব্যাস ৫-৬ সেমি.। একটি খোকায় ৫- ২৫টি পর্যন্ত ফল থাকে। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. ফল দেখতে লাল রঙ এর ও লম্বাটে।
৫৫	এফটিআইপি বাউ অরবরই-১ (চৈতী)	২০০৬	৮-১৪	ক. গাছ বামন আকৃতি এবং নাবী জাতের। দেশী অরবরই শেষ হলে এই অরবরই পরিপক্ব হয়। খ. একক জায়গা অনুপাতে দেশী অরবরই এর তুলনায় প্রতি গাছে তিনগুণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। গ. ১/২ বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ঘ. চৈত্র মাসে পাওয়া যায় বলে একে চৈতী অরবরই বলে। ঙ. বছরে দুইবার ফল দেয়। চ. অর্ধড্রামেও চাষ করা
৫৬	এফটিআইপি বাউ আমলকি - ১	২০০৬	৫-২০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ১৫-৩০ গ্রাম। খ. ফলের মিষ্টতা ৭-১৩%। গ. একটি খোকায় ৫-৫০টি ফল থাকে। ঘ. দেশী আমলকি এর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি। ঙ. কলমকৃত গাছে দুই বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়।
৫৭	এফটিআইপি বাউ সফেদা - ১	২০০৬	১০-১৫	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রত্যেক ফলের জন্য চারা/কলমের বয়স কত হলে প্রথম ফুল আসে। গ. মিষ্টতা ২১-২৪%। ঘ. গাছ বোপালো ও বামন প্রকৃতির।
৫৮	এফটিআইপি বাউ সফেদা-২	২০০৬	৮-১২	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রতি বছর ফলন দিবে। গ. মিষ্টতা ২০-২৪%।
৫৯	এফটিআইপি বাউ সফেদা-৩ (ওভাল)	২০০৬	১৬-২৪	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রতি বছর ফলন দিবে। গ. মিষ্টতা ২২-২৪%। ঘ. ফল নিচের দিকে সুচালো।
৬০	এফটিআইপি বাউ সফেদা-৪ (গোবেদা)	২০১৬	১৯-১৮	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রতি বছর ফলন দিবে। গ. মিষ্টতা ২২-২৪%। ঘ. ফল আকাণ্ডে অনেক বড় ও গোলাকার।
৬১	এফটিআইপি বাউ কাজু বাদাম -১	২০০৬	৬-১৫	ক. বামন জাতের গাছ। খ. ১ বছরের বীজের গাছে ফল আসে। গ. প্রতি বছর ফলন দিবে।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৬২	এফটিআইপি বাউ মাল্টা-১	২০০৯	২-২০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-২০০ গ্রাম। খ. মাল্টার মিষ্টতা সাধারণত ৯-১৫ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বাউ মাল্টা - ১ এর মিষ্টতা ১৭-২১%। গ. বীজ খুব কম। ঘ. এটি রসালো এবং মিষ্টি। ঙ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
৬৩	এফটিআইপি বাউ মাল্টা - ২	২০১৬	৩-১৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের মাল্টা। খ. ফলের ওজন ২০০-২২৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিস্ক) ১৮%। ঘ. বীজের সংখ্যা ৬-৮টি। ঙ. গাছের বৃদ্ধিও হার কম। চ. পাকা ফলের রঙ হলুদাভ সবুজ। ছ. ফল খুব রসালো।
৬৪	এফটিআইপি বাউ স্ট্রবেরী - ১	২০০৯	৩-১৫	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ১৫ - ৩০ গ্রাম। খ. বাউ স্ট্রবেরী - ১ এর মিষ্টতা ১৪ - ২০%। গ. বীজ খুব কম, নরম ও মচমচে। ঘ. এটি বেশ নরম, রসালো, মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত ও ফল ইউনিফর্ম রঙ ধারণ করে। ঙ. সংরক্ষণকাল বেশি।
৬৫	এফটিআইপি বাউ ডুমুর - ১	২০০৯	২০০-১০০০ কেজি/হে.	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৩০ - ৬০ গ্রাম। খ. অন্যান্য ফলের মত ফেস ফল হিসাবে খাওয়া হয়। গ. গাছ বামন জাতের। ঘ. পরিপক্ব ফল লালচে রঙ ধারণ করে। ঙ. শাঁস হালকা গোলাপী লাল বর্ণের।
৬৬	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল-১ (সাদা)	২০১০	২০-২৫	ক. গাছ ১.৫-২.৫ মিটার লম্বা হয়। খ. ফল লাল চামড়া ও সাদা ফ্লেসযুক্ত। গ. ফলের ওজন ২০০-৭০০ গ্রাম। ঘ. গড় মিষ্টতা ১৬-২৪%। ঙ. বীজগুলো ছোট, কালো ও নরম।
৬৭	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল-২ (লাল)	২০১০	১৮-২৪	ক. এ গাছ ১.৫-২.৫ মিটার লম্বা হয়। খ. ফল লাল চামড়া ও লাল ফ্লেসযুক্ত। গ. ফলের ওজন ২০০-৭০০ গ্রাম। ঘ. গড় মিষ্টতা ২০-২৪%। ঙ. বীজগুলো ছোট, কালো ও নরম।
৬৮	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল-৩ (হলুদ)	২০১০	১৫-২০	ক. এ গাছ ১.৫-২.৫ মি. লম্বা হয়। খ. হলুদ চামড়া ও সাদা ফ্লেসযুক্ত। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৮-২৪%। ঘ. একটি ফলের ওজন ৩০০-৬০০ গ্রাম।
৬৯	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল -৩ (পিংক)	২০১৬	১৪- ২২	ক. এ গাছ ১.৫-২.৫ মি. লম্বা হয়। খ. ফল লাল চামড়া ও পিংক ফ্লেসযুক্ত। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৮-২৪%। ঘ. একটি ফলের ওজন ৩০০-৬০০ গ্রাম।
৭০	এফটিআইপি বাউ লংগান - ১	২০১০	৩-৬	ক. গাছ লম্বা প্রকৃতির। খ. পাতা লম্বাটে। গ. ফল মিষ্টি (TSS-১৮%)। ঘ. রোপনের ৩-৫ বছরের মধ্যে ফল আসে।
৭১	এফটিআইপি বাউ লংগান-২ (বোগর)	২০১০	১.০-২.৫০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি বামন প্রকৃতির গাছ। খ. ফলের ওজন ২০-৫৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২০-২৪%। ঘ. এক বছর থেকে দেড় বছরের মধ্যে ফল ধরে। ঙ. চামড়া খয়েরি রঙের এবং সাদা পাল্লযুক্ত ও মিষ্টি।
৭২	এফটিআইপি বাউ তেঁতুল -১ (মিষ্টি)	২০১০	৬ - ১২	ক. ফলের স্বাদ মিষ্টি ও সুস্বাদু কারণ এতে মুক্ত এসিডের পরিমাণ কম থাকে। খ. কাঁচা অবস্থায় ফলের ত্বক শাঁসের সাথে মিশে থাকে এবং পাকার পর ত্বক মেটে রঙ মিষ্টতার পরিমাণ। ধারণ করে এবং শাঁস বীজ থেকে আলাদা হয়ে যায়। গ. পাকার পর ফল অনেক দিন গাছে ঝুলে থাকে। ঘ. কাঠ দেখতে রক্তাক্ত বাদামি বর্ণের।
৭৩	এফটিআইপি বাউ তেঁতুল-২ (টক)	২০১০	৯-১৬	ক. ফল টক স্বাদযুক্ত কারণ এতে মুক্ত এসিডের পরিমাণ বেশি থাকে। খ. কাঁচা অবস্থায় ফলের ত্বক শাঁসের সাথে মিশে থাকে এবং পাকার পর ত্বক মেটে রঙ ধারণ করে এবং শাঁস বীজ থেকে আলাদা হয়ে যায়। গ. গাছ মাঝারি বড় আকৃতির।
৭৪	এফটিআইপি বাউ কদবেল -১ (বনলতা)	২০১০	৬ -১৪	ক. গাছ বামন প্রকৃতির। খ. গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। গ. গাছে কাঁটার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।
৭৫	এফটিআইপি বাউ-রামুটান-১	২০১০	১-২.৫০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ৩৫-৫০ গ্রাম। লম্বা ৩.৫-৬.০ সেমি. ও চওড়া ২.০-৩.৫ সেমি.। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২২.২১%। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. বীজের দৈর্ঘ্য ২.৫০-৩.৫০ সেমি.; প্রস্থ ১.০-১.৫০ সেমি.।
৭৬	এফটিআইপি বাউ লটকন-১ (গৌরীপুরী)	২০১০	১.৫-৩.০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের লটকন। খ. ফলের ওজন ২০-৩৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ১৬-২০%। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। থোকায় থোকায় ফল ধরে। ঙ. ছায়ায়ুক্ত এলাকা পছন্দ করে।
৭৭	এফটিআইপি বাউ কাঁঠাল - ১	২০১০	২০ - ৪০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী কাঁঠাল। খ. ফলের ওজন ১০-২০ কেজি। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২২.২১%। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ এবং ইউনিফর্ম আকারের ফল দেয়। ঙ. কাঁঠালটি দোরসা স্বাভাবিক।

ক্রঃ নং	জাতের নাম	অবযুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৭৮	এফটিআইপি বাউ লিচু-১ (বোম্ব)	২০১০	৩.৫-৬.৫	ক. ফলের ওজন ১৫-২০ গ্রাম। খ. গড় মিশ্রতায় (ব্রিক্স) ১৭-২২%। গ. এটি একটি লম্বা জাতের গাছ। ঘ. গাছ ৬-৭ মি. লম্বা ও ৫-৬ মি. চওড়া হয়ে থাকে।
৭৯	এফটিআইপি বাউ লিচু-২ (ঈশ্বরদী)	২০১০	৩.২-৭.৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের লিচু। খ. ফলের ওজন ২০-৪০ গ্রাম। গ. গড় মিশ্রতায় (ব্রিক্স) ২০-২৩%। কিন্তু আঁটি বড়। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ গাছ ৫-৬ মি. লম্বা ও ৪-৫ মি. চওড়া হয়ে থাকে।
৮০	এফটিআইপি বাউ লিচু-৩ (চিয়াংমাই)	২০১১	৩-৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ২০-৪০ গ্রাম। গ. গড় মিশ্রতায় (ব্রিক্স) ২২-২৫%। খোসা পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্ট ও আঁটি অনেক ছোট। চ. ইহা একটি নাবী জাত। গাছ লাগানোর এক বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়।
৮১	এফটিআইপি বাউ লিচু-৪ (মালয়েশিয়ান)	২০১১	৩.৫-৭.৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ২০-৩৫ গ্রাম। গ. মিশ্রতা (ব্রিক্স) ২০.৫০-২৩.৩০%। খোসা অত্যন্ত পাতলা ও আঁটি ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্ট। চ. ইহা একটি নাবী জাত। গাছ লাগানোর দুই বছরের মধ্যে
৮২	এফটিআইপি বাউ আমড়া-১ (বারমাসি)	২০১০	৩-১৩	ক. এ গাছ ২-৩ মিটার লম্বা হয়। খ. ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ফুল ও ফল দেয়। গ. গাছ লাগানোর দুই মাসের মধ্যে ফুল দেয়। ঘ. একটি এক বছরের গাছে ৫০০-১০০০টি পর্যন্ত আমড়া দেয়।
৮৩	এফটিআইপি বাউ বিলাতি গাব -১	২০১৬	৪-৭	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের গাব। খ. ফলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। গ. গড় মিশ্রতা (ব্রিক্স) ২৫%, আঁটি শূন্য। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
৮৪	এফটিআইপি বাউ বিলাতি গাব-২	২০১৬	৪-১০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের গাব। খ. ফলের ওজন ১২৫-১৭৫ গ্রাম। গ. গড় মিশ্রতা (ব্রিক্স) ২১%, আঁটি শূন্য। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
৮৫	এফটিআইপি বাউ রসুন - ১	২০০৬	১০-১২	ক. ব্যাকটেরিয়া সফট-রট প্রতিরোধী। খ. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কিছু রোগ প্রতিরোধী। গ. উচ্চফলনশীল। ঘ. সংরক্ষণ গুণ উত্তম।
৮৬	এফটিআইপি বাউ রসুন-২	২০০৬	১২-১৫	ক. উচ্চফলনশীল। খ. ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। গ. পোকামাকড় আক্রমণ কম।
৮৭	এফটিআইপি বাউ রসুন-৩	২০১১	৯-১০	ক. গাছের পাতা অধিক সবুজ, চওড়া ও দীর্ঘায়িত। খ. উচ্চফলনশীল। গ. ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। ঘ. পোকামাকড় আক্রমণ কম।
৮৮	এফটিআইপি বাউ রসুন- ৪	২০১৬	৯-১৩	ক. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কিছু রোগ প্রতিরোধী। খ. উচ্চফলনশীল। গ. সংরক্ষণ গুণ উত্তম। ঘ. ব্যাকটেরিয়া সফট-রট প্রতিরোধী। ঙ. পোকামাকড় আক্রমণ কম।

২০১৮-১৯ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত হাইব্রিড ধানের জাতের তালিকা

ক্রঃ নং	জাতের নাম	উৎস	উদ্ভাবনকারী/ আমদানিকারক	নিবন্ধনের অঞ্চল	মৌসুম	জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (মে. টন/হে.)	নিবন্ধনের তারিখ
১.	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১৫ (ARBH 1501)	ভারত	ব্র্যাক সিড অ্যান্ড অ্যাগ্রো এক্টরপ্রাইজ	সারাদেশ	বোরো	১৪০	৮.৭	৯৭ তম সভা ৯/১০/১৮ খ্রি:
২.	ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান-১ (CQR-166)	চীন	ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লি:	সারাদেশ	বোরো	১৪২	৮.৬	৯৭ তম সভা ৯/১০/১৮ খ্রি:
৩.	মাহিকো হাইব্রিড ধান-২ (RXEL-20)	ভারত	মাহিকো বাংলাদেশ (প্রা:) লি:	বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর	বোরো	১৪০	৭.৮	৯৭ তম সভা ৯/১০/১৮ খ্রি:
৪.	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২ (KFR-107)	চীন	কৃষিবিদ ফার্ম লি:	বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রংপুর	বোরো	১৪৪	৮.১	৯৭ তম সভা ৯/১০/১৮ খ্রি:
৫.	জিবিকে হাইব্রিড ধান-১ (JD-013)	চীন	গোল্ডেন বার্ন কিংডম প্রা: লি:	বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম	আউশ	১১৩	৪.৯	৯৮ তম সভা ২৪/০২/১৯ খ্রি:

তথ্য সূত্র : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি-২০১৯

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার গর্বিত নাগরিক আমরা। ৩০ লাখ জীবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত এ বাংলাদেশকে সোনালি ফসলে ভরপুর দেখতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। সে কারণেই স্বাধীনতার পর তিনি ডাক দিয়েছেন সবুজ বিপ্লবের। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার স্বপ্নের সোনার বাংলায় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা। বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের পুরো দায়িত্ব এখন আমাদের সবার। ১৯৭৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভাষণে বলেন, গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূল কেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে।

সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর বৃহৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছেন সবার আগে দরকার আমাদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ। জরিপ ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না। সেজন্য সব কাজ করার আগে আমাদের সুষ্ঠু জরিপ করতে হবে। জরিপের ওপর ভিত্তি করে আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা করতে হবে। আমাদের আর্থসামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলেছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কৃষিক্ষেত্র উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব না। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব। কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে এগোতে পারলে আমাদের কৃষির উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন দুইটিই মাত্রা পাবে। অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য আমাদের সবার সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। মাঠের ফসল, গবাদিপশু, মাছ পরিবেশ সব কিছুর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় করতে হবে। তা না হলে আমরা কৃষিক্ষেত্রভাবে এগোতে পারব না। মানুষকে অধিক মাত্রায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিশেষ করে কৃষি শিক্ষা, কৃষি অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শিক্ষিত করতে হবে। তখন এমনিতেই আমাদের উন্নয়ন বেগবান হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, গ্রামের কৃষক অনেক অভিজ্ঞ, অনেক দক্ষ। তাদের সঙ্গে শেয়ার করে সমন্বয় করে আধুনিক কৃষিতে এগোতে হবে। তবেই আমরা আমাদের কৃষিক্ষেত্র সফলতা পাব অনায়াসে।

তিনি কৃষিবিদদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আপনারা যারা কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন আপনাদের গ্রামে গিয়ে কৃষকের সঙ্গে মিশে যেতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে তাদের চাহিদা আর কর্মের ওপর, তবেই তারা সাহসী হবে, আগ্রহী হবে, উন্নতি করবে। ফলবে সোনার ফসল ক্ষেত ভরে। আপনারা এখন শহরমুখো হওয়ার কথা ভুলে যান। গ্রাম উন্নত হলে দেশ উন্নত হবে, তখন আপনারা আপনা-আপনি উন্নত হয়ে যাবেন। গ্রামভিত্তিক বাংলার উন্নতি মানে দেশের উন্নতি, আর আপনাদের উন্নতি তখন সময়ের ব্যাপার। শহরের ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে আপনাদের চিন্তা বা আফসোস করার কোনো কারণ নেই। কেননা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে আমাদের সবার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কৃষক বাঁচাতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশ বাঁচতে পারবে না।

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি উন্নয়ন তথা কৃষি এবং কৃষকের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৃষির দূরদর্শিতাকে অসামান্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। এ কারণেই তিনি কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনর্সংস্কার, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। কৃষি বিষয়ক বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামো ও কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এবং প্রযুক্তি চর্চায় মেধা আকর্ষণের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

কৃষিশিক্ষা, মানসসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে ভূত্বকি, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, ভেঙে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন, মিল্কভিটা পুনর্গঠন, সার, সেচ, বীজ বিষয়ক কার্যক্রম এসবের ওপর সর্বাঙ্গিক জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে রাসায়নিক সারের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের যে সার কারখানাগুলো আছে এগুলোকে নিশ্চিত উৎপাদনমুখী করতে হবে বেশি করে। প্রয়োজনে আরও নতুন নতুন সারের কারখানা তৈরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, এ খাতে শতকরা ৩১ ভাগ অর্থ ব্যয় করে তার সুফলও পাওয়া গিয়েছিল। কৃষিতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ৩.৭ শতাংশ। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতে বিনিয়োগ কমানোর ফলেই ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার কমে আসে যথাক্রমে ১.৭ ও ০.৮৬ শতাংশে। অনুরূপভাবে পল্লী উন্নয়নেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় ৬০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ করেছিলেন। পাটের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে কৃষকের আর্থিক মেরুদণ্ড শক্ত করেছিলেন, সমবায় ঋণ চালু করেছিলেন, ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক করেছিলেন, প্রায় ১০ লক্ষাধিক ঋণগ্রস্ত কৃষকের সার্টিফিকেট মামলা সুদসহ মাফ করেছিলেন, আমরা জানি কৃষিক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো কৃষি পেশাকে মর্যাদা প্রদান। আর তারই অংশ হিসেবে তিনি কৃষি গ্রাজুয়েটদের প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করেছিলেন (১৯৭৩ সালে)। তার এ যুগান্তকারী পদক্ষেপে

দেশের মেধাবী সন্তানগণ আত্মহী হয় কৃষি পেশায়। আর তারই ফলশ্রুতিতে দেশ আজ কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি শিক্ষায় এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জনসংখ্যা ২ গুণ বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪ গুণ।

বঙ্গবন্ধু কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভূমিহীন কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। গরিব কৃষকের অবস্থা বিবেচনা করে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করেছিলেন। উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ দিয়ে কৃষকের প্রায় ১৮ লাখ একর জমির ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মূলত বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে তিনি যে সাফল্য পেয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আর তারই ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বনির্ভর। তার অনেক কৃৎকর্মের মধ্যে কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রায় ২২ লাখ কৃষককে পুনর্বাসন করেছিলেন। তার সময়েই স্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের লো-লিফ্ট পাম্প, গভীর নলকূপ এবং অগভীর নলকূপ। তখন ফিলিপাইন থেকে আনা উচ্চফলনশীল ধানের বীজ (আইআর-৮) এবং উচ্চফলনশীল গমের বীজ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ তার শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ বিশ্বের দরবারে একটি মডেল। খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্য রফতানির দেশে পরিণত হয়েছে। মানব উন্নয়নের সব সূচক, মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো, গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণসহ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের একটি উদাহরণ। কৃষি ক্ষেত্রে আজকের অর্জিত সাফল্যের ফলেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছে। আর এসবের মূলে রয়েছে এ দেশের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা অর্জনের মহানায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কৃষি তথ্য বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিস

সংস্থা পরিচিতি

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন একটি সংস্থা। কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি গণমাধ্যমের সাহায্যে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। এটি ১৯৬১ সালে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিসে পরিণত হয়। সদর দপ্তর ও দেশব্যাপী ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কৃষি উন্নয়নমূলক প্রচার-প্রচারণার কাজটি করে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন সংস্থার চাহিদানুযায়ী মুদ্রণ সামগ্রী প্রকাশ, ভিডিও সামগ্রী নির্মাণ ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

ভিশন

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

মিশন

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

কৃষি তথ্যের বিস্তার মাধ্যম

কৃষি তথ্য সার্ভিস মূলত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সম্প্রসারণ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন নলেজ সেন্টার থেকে প্রাপ্ত কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষকের গ্রহণযোগ্য করে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মাধ্যমে কৃষি তথ্য বিস্তার করে থাকে।

প্রিন্ট মিডিয়া কার্যক্রম

কৃষিকথা : বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ফার্ম ম্যাগাজিন মাসিক কৃষিকথা প্রকাশ এবং নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করা হয়। বর্তমান কৃষিকথার গ্রাহক সংখ্যা ৭০ হাজারেরও বেশি। আর এর পাঠকের সংখ্যা ১৫ লাখেরও বেশি। জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঐতিহ্যবাহী মাসিক ‘কৃষিকথা’ পত্রিকার প্রায় ৪৮.৩৫ লাখ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ বার্তা : মাসিক বিভাগীয় নিউজ বুলেটিন চার রঙে প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়। কৃষি উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, সফলতা, বিভিন্ন ইভেন্টসের হালনাগাদ খবর নিয়ে সম্প্রসারণ বার্তা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১.২৩ লাখ কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রকাশনা : কৃষক ও কৃষিকর্মী এবং আত্মহীদের চলমান চাহিদামাফিক সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর বই, বুকলেট, পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, স্টিকার, ম্যাগাজিন, ব্যানার, ফেস্টুন মুদ্রণসহ বিনামূল্যে বিতরণের মাধ্যমে প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য সময়ে কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৪৪.২৬ লাখ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিভিশন : কৃষি তথ্য সার্ভিসের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহায়তায় বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৫ দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া ২০১৪ সাল থেকে বিটিভিতে প্রতিদিনের কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি প্রতিদিন সকাল ৭টা ২৫ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠানের ২৬৫১টি পর্ব এবং ‘বাংলার কৃষি’ অনুষ্ঠানের প্রায় ২০৫৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার : বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও আঞ্চলিক কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। প্রতিদিন জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বেতার কেন্দ্র থেকে দৈনিক প্রায় সাড়ে ১৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে।

কমিউনিটি রেডিও : ‘আমার রেডিও আমার কথা বলে’ এ স্লোগানকে ধারণ করে বরগুনা জেলার আমতলীতে অবস্থিত কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮ নামে বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলার ১২টি উপজেলায় গ্রামীণ কল্যাণ ও চাহিদাভিত্তিক কৃষিসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান দৈনিক ৮ ঘণ্টা সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।

কৃষি ভিডিও চিত্র : কৃষি তথ্য সার্ভিস সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও, ডকুমেন্টারি, ফিল্ম, ফিলার, নাটক, টকশো নির্মাণ এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ভিডিওগুলো গ্রামীণ পর্যায়ে মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। আলোচ্য সময়ে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ৫১টি ভিডিও ফিল্ম, ৯৯টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। এ সময়ে ৮৪৬৫টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে।

আইসিটি ও ইনোভেশন কার্যক্রম

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) : কৃষি তথ্য সার্ভিসই প্রথম গ্রাম পর্যায়ে ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি ব্যবহার করে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের কার্যক্রম শুরু করেছে। এসব কেন্দ্রে ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট মডেম, মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী ইত্যাদি প্রদান করে ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি কল সেন্টার : সরাসরি কৃষি বিশেষজ্ঞদের (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) সাথে কথা বলে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩। দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো মোবাইল থেকে মাত্র ২৫ পয়সা/মিনিট হারে কল করতে পারেন ১৬১২৩ নম্বরে। জুন ২০১৪ থেকে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে প্রায় ১.৫ লাখ কৃষিজীবীদের তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্মার্ট এগ্রিকালচার : কৃষি তথ্য সার্ভিস দেশীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশে ‘স্মার্ট এগ্রিকালচার’ এর চর্চা শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে আলুর মড়ক রোগ নিয়ন্ত্রণে কৃষকদের জিআইএসভিত্তিক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মোবাইলে আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে।

ই-বুক : মাল্টিমিডিয়া ই-বুক হলো কোনো বিষয়ে টেক্সট কনটেন্টের সাথে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন এসবের সমন্বয়ে প্রণীত ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল বই। এগুলো সিডি আকারে সবকয়টি এআইসিসিতে বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তিনির্ভর ৮২টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে।

এআইএসটিউব : এটি কৃষি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভাণ্ডারের একটি ডিজিটাল ওয়েব পোর্টাল। এই আর্কাইভে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য চিত্র আকারে উপস্থাপিত রয়েছে। এখান থেকে উপকারভোগীরা সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারবে।

ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপস ও অন্যান্য উদ্যোগ : কৃষির বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংবলিত একটি সুবিশাল ওয়েবপোর্টাল www.ais.gov.bd নির্মাণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কৃষিকথা ও কৃষি তথ্য সার্ভিস নামে দুটি মোবাইল অ্যাপস নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দশটি কৃষি অঞ্চলে দশটি আধুনিক আইসিটি ল্যাব ও সহজেই তথ্য গ্রহণের জন্য ১১টি কিয়স্ক তৈরি করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : কৃষি তথ্য সার্ভিস মিডিয়াভিত্তিক বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন শিরোনামে কৃষক, কৃষিকর্মী, কৃষিবিদ, সার্ভিস প্রোভাইডার ও স্টেক হোল্ডারদের আধুনিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করছে। এতে দক্ষ মিডিয়া কর্মী ও আইসিটিবান্ধব কর্মী তৈরি হচ্ছে যারা কৃষির আধুনিক লাগসই তথ্যপ্রযুক্তিকে বাস্তবায়ন করে কৃষি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি ১৩৬৫০ জনকে ই-কৃষি, গণমাধ্যমে কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার, মেলা, র্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষির সার্বিক প্রচার প্রচারণা করে থাকে।

কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র : ‘কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র’ কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক পরিচালিত কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রদানের একটি ওয়ান

স্টপ সেবা কেন্দ্র। সব শ্রেণির কৃষি তথ্য সেবা প্রত্যাশীগণ এ কেন্দ্র হতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার টেলিফোন নম্বর, ওয়েব ও ই-মেইল এড্রেস তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে দেশব্যাপী সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কৃষি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাবলি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ কেন্দ্রটি হতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে বিনামূল্যে ফোন কলসহ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনাগুলো সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে।

একনজরে কৃষি তথ্য সার্ভিসের অর্জন (২০০৬ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

মূল কার্যক্রম/বিষয়	২০০৬	২০০৯	২০১৯
১. প্রিন্ট মিডিয়ায় অর্জন			
১.১ কৃষিকথা (লাখ কপি)	২	২.৩	৮.৭৫
১.২ সম্প্রসারণ বার্তা (হাজার কপি)	৭	৮	১৮
১.৩ পোস্টার/বুকলেট/লিফলেট/ফোল্ডার (লাখ কপি)	২.১	২.৪	৮.৭৬
২. ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অর্জন			
২.১ ফিলা/ফিলার/ডকুমেন্টারি (সংখ্যা)	৫	৫	৩৯
২.২ ভ্রাম্যমাণ সিনেমা শো (সংখ্যা)	৫৮০	৬১০	১০৪৫
২.৩ মাটি ও মানুষ (পর্ব)	১৮০	১৮০	৩৩৬
২.৪ বাংলার কৃষি (পর্ব)	০	০	৩৬৫
৩. আইসিটিতে অর্জন			
৩.১ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (সংখ্যা)	০	২০	৪৯৯
৩.২ কৃষি কল সেন্টার (সংখ্যা)	০	০	১
৩.৩ কমিউনিটি রেডিও (সংখ্যা)	০	০	১
৩.৪ ই-বুক (সংখ্যা)	০	০	২৫
৩.৫ কিয়স্ক (সংখ্যা)	০	০	১২
৩.৬ আইসিটি ল্যাব (সংখ্যা)	০	০	১০
৪. বিবিধ			
৪.১ প্রশিক্ষণ (জন)	৬৫০	৭০০	২২০৯

কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক (স্বর্ণপদক), জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদকসহ নানা স্বীকৃতি। বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় এআইএস কৃষি তথ্য বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।

সুস্থ-সবল জাতি চাই
নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই

শুকনো বীজতলা

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণেই জলবায়ু দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দ্রুততর করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন যেমন চাষাবাদ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে তেমনি নানা রোগবালাইয়ের প্রাদুর্ভাবে ভূমিকা রাখছে। গ্রাম বাংলার কৃষক-কিষাণিরা এ জলবায়ু পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও তারা ই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অভিযোজিত কলাকৌশল। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুকনো বীজতলা নতুন আশার আলো। পরিমিত অর্দ্রতা সম্পন্ন ওপরের স্তরের মাটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী গুঁড়া করে শুকনো অবস্থায় অঙ্কুরিত বীজ বপন করে প্রয়োজন অনুযায়ী গোবর মিশ্রিত গুঁড়া মাটির হালকা আবরণ দিয়ে বীজ ঢেকে দিয়ে পলিথিন আবৃত করে চারপাশে মাটির টেলা আটকিয়ে সেচবিহীন অবস্থায় চারা উৎপাদনকে শুকনো বীজতলা বলে। আর জমির ওপরের স্তরের মাটিকে চাষ করে এ দিয়ে কাদা করার পর অঙ্কুরিত বীজ ওপরে ছিটিয়ে উন্মুক্ত অবস্থায় মাঝে মাঝে সেচ দিয়ে চারা উৎপাদন করাকে ভেজা বীজতলা বলে।

বৃষ্টিনির্ভর খরিফ-১ ও ২ এ দানাদার ফসল (আউশ, আমন) উৎপাদনও বৃষ্টিপাতের অভাবে সেচনির্ভর হয়ে পড়ছে। এতে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যবস্থায় বাড়াতি খরচ হচ্ছে অন্য দিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্র ফলনও আশানুরূপ পাচ্ছে না। এছাড়াও আছে খরা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ অবস্থায় রবি মৌসুমে দানাদার ফসলের মধ্যে বোরো উৎপাদনই একমাত্র কৃষকের ভরসা। এ ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত অর্থাৎ Safe and Secured অর্থ সেচনির্ভর এ ফসল উৎপাদনে কৃষকের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও কৃষিক্ষেত্র ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলনের তারতম্য দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। গবেষণালব্ধ সব প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার পরও কৃষকের কৃষিক্ষেত্র ফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার কারণে বিভিন্নতার মাঝে দেখা যায় যে, বোরো মৌসুমে চারার বয়স ১০০ থেকে ১১০ দিন যা আসলেই অনেক বেশি। সারা দেশে আগাম-দেরি বীজতলা তৈরি হয় যা ঠাণ্ডা বা গরমে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাবে প্রায় নিয়মিত।

কৃষক চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বোরো ফসলের জন্য তাদের বীজ, নদী বা খালের ধারে পানি সেচ দিয়ে ভিজা বীজতলায় বপন করেন। নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখের মধ্যেই তারা প্রায় ৭০% ভিজা বীজতলা তৈরির কাজ শেষ করেন। যাতে করে অধিক শীত আসার আগেই চারাগুলো সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে কিন্তু বেশি শীত পড়া শুরু হলে চারাগুলো কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়, চারা মরে যায়, রোগাক্রান্ত হয়, নেতিয়ে যায়, বাড়-বাড়তি হয় না, ফলনে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে কৃষক প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হারে বীজ বীজতলায় ব্যবহার করেন যাতে চারা মরে যাওয়ার ঝুঁকি পুষিয়ে নেয়া যায়। এতে একদিকে বীজের অপচয় হয়, অপরদিকে সুস্থ সবল স্বল্প বয়সি চারা উৎপাদনের পরিবর্তে কৃষক ৬০ থেকে ১০০ দিন বয়সের ভিজা বীজতলায় চারা জমিতে রোপণ করায় ফলন কমে যায়। এ ব্যবস্থা উত্তরণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে চারায় উপরি সার প্রয়োগ, চারাকে বেশি শীত থেকে বাঁচানোর জন্য রাতে পানি দেয়া, দিনে পানি বের করে দেয়া এসব প্রযুক্তি-পরামর্শ দিয়ে আশানুরূপ তেমন কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

বীজতলা তৈরি

১. মাটিতে প্রয়োজনীয় অর্দ্রতা সম্পন্ন যে কোনো শুকনো স্থানে করা যায়, তবে মাটি দো-আঁশ-বেলে দো-আঁশ হওয়া উত্তম;
২. আদর্শ বীজতলা তৈরি করে অঙ্কুরিত বীজ ছিটিয়ে গোবর মিশ্রিত যেভাবে পঁয়াজ/মরিচ/বেগুনের বীজতলা করা হয় সেভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;
৩. বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ বীজতলা কালো পলিথিন ব্যতীত অন্য যে কোনো রঙের পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে;
৪. প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়;
৫. বীজতলায় ২০-২৫ দিন ঢেকে রাখলে ধানের চারাগুলো রোপণ উপযোগী হবে।

শুকনো বীজতলা তৈরিতে করণীয়

১. প্রতি শতক বীজতলার জন্য ভিত্তি বীজ লাগে ৩ কেজি;
২. বীজতলা তৈরির সময় প্রয়োজনীয় পচা গোবর সার ব্যবহার করতে হবে;
৩. বপনের আগে বীজ ভালোভাবে অঙ্কুরিত করে নিতে হবে;
৪. আড়াআড়িভাবে চাষ এ দিয়ে বীজতলায় ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে;
৫. গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে বীজতলার বপনকৃত অঙ্কুরিত বীজ ঢেকে দিতে হবে;
৬. নিয়মিত ও পরিমিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

শুকনো বীজতলা করার সুবিধাদি

১. ২৫-৩০ দিনের সুস্থ সবল চারা উৎপাদন সম্ভব;
২. অধিক শীতে এমনকি শৈত্যপ্রবাহেও চারার কোনো ক্ষতি (Cold Injury) হয় না;
৩. বীজতলায় বীজ অন্তত ৫০% কম লাগবে। চারা তোলায় শ্রম ব্যয় ১ চতুর্থাংশে নেমে আসবে;
৪. শিকড় এলাকা (Root Zone) খুবই মজবুত থাকে বলে রিকভারি স্টেজ খুবই কম সময়ে পার হয়, রোপণকৃত চারার বাড়বাড়তি তথা প্রয়োজনীয় কুশি উৎপাদনে অনেক সময় পায়;
৫. ফলন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বেশি পাওয়া সম্ভব।

সতর্কতা

১. অতিরিক্ত শীতে কোনোক্রমে পলিথিন সরানো যাবে না;
২. বীজতলায় রসের অভাব হলে স্প্রে করে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে;
৩. পলিথিনের নিচে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পলিথিন ২-৩ ঘণ্টা সরিয়ে দিতে হবে (বাহিরের চেয়ে ৫-৬ সেলসিয়াস কম বেশি);

৪. রোগে আক্রান্ত হলে রোগনাশক স্প্রে করতে হবে তবে ব্যবহারের পর ২-৩ ঘণ্টা পলিথিন তুলে আলো-রোদ লাগাতে হবে;
৫. চারা শক্ত (Hardening) করার জন্য মূল জমিতে রোপণের ৩-৪ দিন আগে প্রতিদিন ২-৩ ঘণ্টা পলিথিন তুলে দিতে হবে;
৬. প্রতি গোছায় ২টি করে চারা রোপণ করতে হবে;
৭. জমিতে ১০-১৫ দিন ছিপছিপে পানি রাখতে হবে;
৮. এ সময়ে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগের উপযুক্ত সময় বলে দ্রুত এ কাজটি শেষ করতে হবে;
৯. যে দিন চারা উঠানো হয় সে দিন বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে (২ গ্রাম পটাশিয়াম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) চারার গোড়া চুবিয়ে রোপণ করা বেশি ভালো;
১০. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময় করণীয়

১. রোপণের জন্য চারার বয়স সর্বোচ্চ ২৫-৩০ দিন থেকে হবে;
২. প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা সর্বোচ্চ ২টি;
৩. লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার;
৪. চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার;
৫. চারা রোপণের ১০-১২ দিনের মধ্যে গুটি ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে;
৬. কাইচ খোড় আসার ৫-৭ দিন আগে মাত্রা অনুযায়ী গুঁড়া ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে;
৭. পানি ব্যবস্থাপনা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
৮. ধানের খেত সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

ভাসমান চাষাবাদ

তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থলভিত্তিক বাংলার বেশিরভাগ বাস্তুবতা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি আর পানি অথই পানি। বছরের ৬-৭ মাস পানিবন্দি থাকে পুরো এলাকা। নিজেদের বাঁচার তাগিদে তারা উদ্ভাবন করেছে নতুন এক পদ্ধতি। ভাসমান এ পদ্ধতিকে তারা স্থানীয় ভাষায় বলে ধাপ পদ্ধতি। অনাদিকাল থেকে শুরু এ ভাসমান চাষাবাদ। কেউ জানে না কখন থেকে শুরু এর পথচলা। সারা বছর নিচু জমিতে জোয়ার ভাটার কারণে জমিতে পানি থাকার কারণে তারা চাষাবাদ করতে পারত না। ভাসমান কচুরিপানা পানিতে ভেসে থাকত প্রায় বছরব্যাপী। এটি ছিল বহুমাত্রিক অসুবিধার কারণ। পরে এ কচুরিপানাকে তারা ধাপে ধাপে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে। তারপর সেসব ধাপের ওপর টোপাপানা দিয়ে তারা তৈরি করে ভাসমান বীজতলা। এভাবে ভাসমান ধাপের ওপরে বিভিন্ন রকম সবজির দৌলা দিয়ে সাজাত নান্দনিক ভাসমান বীজতলা। সেসব ভাসমান বীজতলার চারাগুলোর কোনোটা পঁপে, লাউ, শিম, বরবটি আবার অন্যগুলো টমেটো, বেগুন, করলার চারা এসব। সবজি চাষের পাশাপাশি মসলা এবং বর্তমানে ভাসমান বেড়ে গো-খাদ্য হিসেবে ঘাস চাষ হচ্ছে। ভাসমান বীজতলাগুলো যাতে ভেসে না যায়, সেজন্য তারা শক্ত বাঁশের খুঁটির সাহায্যে বেঁধে রাখে। শুকনা মৌসুমে এখানকার মানুষ চাষ করেন বোরো ফসল। এতদিন তারা ভাসমান বীজতলায় কোনো রাসায়নিক সার ব্যবহার করত না। তবে বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে স্বল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ব্যবহার করেন। আগে যেখানে সবজির চারাগুলো ছিল কিছুটা লিকলিকে এখন আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনে শক্ত সবল হওয়ার সুফল পাচ্ছেন।

এমন সৃজনশীল ভাসমান চাষাবাদের উদাহরণ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নাজিরপুরের সুখারবোড় গ্রাম। সেখানে মহিলারা দুলালি লতা দিয়ে মেড়া তৈরি করেছে। স্থানীয় ভাষায় এ মেড়া হচ্ছে টোপাপানা দিয়ে গোলাকার বস্তু। যাতে দুলালি লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়। যার মধ্যে একটা বাঁশের কাঠির সাহায্যে ২টি গজানো বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ চুকিয়ে দেয়া হয়। দিনে একজন মহিলা প্রায় ১ থেকে দেড় হাজারটি দৌলা তৈরি করতে পারেন। এসব দৌলা উঁচু কোনো জায়গায় কিছু দিন রেখে ২ পাতার চারা হলে তাকে ভাসমান বেড বা ধাপে স্থানান্তর করা হয়।

আর এ ভাসমান বেড বা ধাপ তৈরিতে কচুরিপানা সংগ্রহ করে প্রায় ১৫০ ফুট বেড তৈরি করা হয়। তারপর কমপক্ষে ২০-৩০ ইঞ্চি উঁচু করার জন্য কচুরিপানার স্তর একের পর এক সাজানো হয়। এরপর দেয়া হয় প্রথমে টোপাপানা তারপর দুলালি লতা। মোটামুটি ২০ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু হলে তার ওপর দৌলাগুলোকে সুন্দরভাবে লাইনে সাজানো হয়। দেখলে তখন অনিন্দ্য সুবুজ সুন্দর ভূবন মনে হয়। তারপর ধাপের নিচ থেকে টেনে এনে নরম কচুরিপানাগুলো দৌলার গোড়ায় দিয়ে দেয়া হয়। এতে দৌলাগুলো একে অপরের সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে, আর জীবনের সঞ্জিবনী শক্তি পায় এখান থেকে।

কিন্তু এ যে তরতর করে চারাগুলোর বেড়ে ওঠা, এজন্য নিয়মিত পরিচর্যা আর যত্ন আত্তি করতে হয়। এর মধ্যে প্রতিদিন ধাপে হালকা করে পানি সেচ দেয়া। আর অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার ছিটানো। যাতে করে চারার গোড়া শুকিয়ে না যায়, সজীব থাকে। এভাবে মাসাধিক কাল যত্ন শেষে বিক্রির জন্য তৈরি হয়। বীজতলার মালিকরা অপেক্ষা করেন মহাজন ফড়িয়ার জন্য। ক্রেতার নৌকায় এখানে আসেন এবং কিনে নিয়ে যান। তখন ১৫০ ফুট লম্বা ভাসমান ধাপের চারা বিক্রি হয় ৭ থেকে ৮ হাজার টাকায়। ভাসমান বেড তৈরি ও চারা বসাতে সব খরচ মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার টাকার মতো প্রয়োজন হয়। এক মাস পরে চাষির ঘরে আসে প্রায় ৪ হাজার টাকা। জোয়ার ভাটায় নিত্য বহমান গ্রামীণ এ জনপদে এ আয় অনেক বেশি আশার আলো। কেননা এটি না করলে তারা বছরের এ ৬-৭ মাস শুধুই বেকার বসে থাকত। কিন্তু শ্রম বিনিয়োগে সামান্য আয়ের একটা সুন্দর পথ তো উন্মুক্ত হলো তাদের জন্য।

জরিপ ও অভিজ্ঞতা বলে এরকম আরও হাজার লাখ হেক্টর জমিকে খুব সহজেই ভাসমান চাষের আওতায় আনা সম্ভব। শুধু কি তাই, বিশাল বাংলার যেখানে অব্যাহত জলরাশির সীমানা ২-৩ মাস খালি পড়ে থাকে সেখানে পরিবেশবান্ধব ভাসমান সবজির বীজতলা পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় অনায়াসে। তখন অতিরিক্ত সমৃদ্ধির গতিতে এগোবে বাংলার কৃষি এবং অবশ্যই বাংলাদেশ। প্রতিকূল পরিবেশে এ দেশের কৃষকের ব্যতিক্রমী ও সৃজনশীল উদ্ভাবনী উদ্যোগই আমাদের ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা।

বিটি বেগুন

বেগুন বাংলাদেশে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। সারা বছর ধরে বাণিজ্যিকভাবে এ সবজি চাষ করা হয়। এ ছাড়াও ছোট চাষীদের পারিবারিক বাগানে বেগুন চাষ করা হয়। স্বল্প সম্পদশালী কৃষকের পুষ্টি ও নগদ অর্থ উপার্জনের জন্য বেগুন একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ ফসল উৎপাদনের প্রধান বাধা হচ্ছে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকীট যা ফসলের শতকরা ৩০-৭০ ভাগ নষ্ট করে। এ পোকাকীট দমনের জন্য কোনো কোনো এলাকার কৃষক ফসল উৎপাদনের এক মৌসুমে ৮০ বারের বেশি কীটনাশক স্প্রে করে থাকে। এতবার কীটনাশক ব্যবহারের পরও কাজক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। অধিক কীটনাশক কৃষকের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে কৃষক অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়/এবিএসপি-২ এর কারিগরি সহযোগিতায় এবং ইউএসএআইডি (USAID) এর অর্থায়নে ২০০৫ সাল থেকে জিন প্রকৌশল (genetic engineering) পদ্ধতি গ্রহণ করে বেগুনের ওপর গবেষণা করে আসছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটিতে বসবসকারী ব্যাকটেরিয়া *Bacillus thuringiensis* থেকে *Cry1Ac* জিন বেগুনে অনুপ্রবেশ করিয়ে বেগুন গাছকে এ পোকাকীট প্রতি প্রতিরোধী (resistant) করা।

বিটি বেগুনের Bt হলো *Bacillus thuringiensis* এর সংক্ষিপ্ত নাম। বিটি হলো মাটিতে বসবাসকারী একটি ব্যাকটেরিয়াম যা *Cry1Ac* নামক জিন ধারণ করে। *Cry1Ac* জিন একটি পোকানাশক প্রোটিন তৈরি করে। এ প্রোটিন কিছু মথের কীড়া বা গাছের যেমন বেগুন গাছের ডগা, পাতা এবং ফলের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে। এ প্রোটিন সীমিত সংখ্যক পোকাকীটের জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর নয়।

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকীট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এ পোকাকীট ছোট ছোট কীড়া বেগুন গাছের কচি ডগা ছিদ্র করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং খায়। ফলে ডগা নেতিয়ে পড়ে। কীড়া কচি এবং বাড়ন্ত বেগুন ছিদ্র করে ভেতরের নরম শাঁস খায়। ফলে আক্রান্ত বেগুন খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং বাজার দর কমে যায়। সাধারণত চারা অবস্থায় এ পোকাকীট আক্রমণ শুরু হয় এবং ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত আক্রমণ দেখা যায়।

ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা থেকে স্থায়ী, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক এবং পরিবেশ বান্ধব অবস্থায় ফসল রক্ষার জন্য বিটি বেগুন উপযোগী। বিটি বেগুনে *Cry1Ac* প্রোটিন তৈরি হয়। এ বেগুন সাধারণ বেগুনের মতো দেখতে এবং একই গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বহন করে। *Cry1Ac* সচরাচর বিটিজেনিত জৈব কীটনাশক হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় হয়। পেস্টিসাইড স্প্রে করলে শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের জন্য যখন পোকা ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে বেগুন গাছে বা বেগুনের গায়ে ছিদ্র করে ঢুকে তখনই কাজ করে। কীড়া গাছ বা ফলের ভেতর ঢোকানোর পর পেস্টিসাইড তেমন কাজ করে না। বিটি বেগুনে *Cry1Ac* প্রোটিন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ঢোকানো থাকে। ফলে বিটি বেগুনের ভেতরেই এসএফবি দমনের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সাধারণত কৃষক পোকাকীট দমনের জন্য প্রচলিত কীটনাশক ব্যবহার করেন। এসব কীটনাশক ব্যবহারের বহুবিধ অসুবিধা। কীটনাশক শুধু স্বল্পসময়ের জন্য যখন ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ডগা বা ফলে ছিদ্র করার আগে মুহূর্ত পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। একবার কীড়া ডগা বা ফলের ভেতর ছিদ্র করে ঢুকে গেলে তখন কীটনাশকের কার্যকারিতা তেমন থাকে না। ফলে কৃষকরা পোকাকীট দমনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে। এতে কৃষকের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়, উপকারী পোকা এবং লক্ষ্যবিহীন পোকাকীট (Non target insect) ক্ষতি হয় বা মারা যায়। বিটি বেগুন তার কীটনাশক গুণবিশিষ্ট বিটি প্রোটিনের দ্বারা ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকীটকে গাছে ছিদ্র করে ঢোকানার আগে মেরে ফেলে এবং গাছকে রক্ষা করে। বিটি বেগুন লক্ষ্যবিহীন জীব এবং অন্যান্য উপকারী পোকাকীটের জন্য ক্ষতিকর নয়।

বিটি বেগুন চাষ করলে কৃষক যেসব সুফল পেতে পারেন-

- উন্নতমানের ব্যবস্থাপনায় এসএফবিআর বেগুন চাষাবাদ করা হলে প্রচলিত বেগুন গাছের চেয়ে এ বেগুন গাছ বেশি সংখ্যক পোকাকীট বেগুন উৎপন্ন করবে। এতে কৃষকের পোকাকীট বেগুনের ফলন বাড়বে এবং ফলে কৃষকের আয় বাড়বে।
- এসএফবিআর বেগুন চাষাবাদের জন্য খুব কম সংখ্যক কীটনাশক স্প্রে প্রয়োজন হয় বলে কৃষক এবং খামার কর্মীরা কীটনাশক কম ব্যবহার করবে এবং কীটনাশকজনিত ব্যয় কম হবে।
- উৎপাদন খরচ পুনরুদ্ধার মডেল (Cost-recovery model) অনুসরণ করে সরকারি পদ্ধতিতে ফসলের জাতগুলোর মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কৃষক উন্নত বীজ পাবে।
- কৃষক বর্তমানে হাইব্রিড এবং অন্যান্য জাতের বীজ যেভাবে সংগ্রহ ও ব্যবহার করে তা চালু রাখতে সক্ষম হবে।

লাখ লাখ ভোক্তার ১০ বছরের ও অধিক সময় ধরে বিটি দ্রব্যের ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এবং ৬০ বছরের অধিক সময় ধরে বিটিকে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার এটাই প্রমাণ করে যে, এটি মানুষ ও পরিবেশের জন্য বেশ নিরাপদ। এসএফবিআর বেগুন খাওয়া নিরাপদ কিনা তা জানার জন্য বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন। রাসায়নিক কীটনাশকের কম ব্যবহারের ফলে বাজারে সরবরাহকৃত বিটি বেগুনে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের মাত্রা কম পরিমাণ থাকবে। মাছ, মুরগি, খরগোশ, ছাগল, হাঁস, মহিষ এবং অন্যান্য প্রাণীর ওপর এসএফবিআর বেগুন পরীক্ষা করে কোনো বিষাক্ততার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এসএফবিআর বেগুন পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এর মধ্যে কোনো নতুন অ্যালার্জি উপাদান নেই এবং বিটি বেগুন অ্যালার্জিক নয়।

গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে তালগাছ

গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে তালগাছ আগামী দিনের কৃষির পরমবন্ধু। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছাস মোকাবেলায় তালগাছ বুক পেতে দেবে মানব বসতি রক্ষায়। শুধু এতেই শেষ না, পাখিদের নিরাপদ আবাস গড়বে তালগাছ বনায়ন। তাল মরুময়তা আর তীব্র খরাসহনশীল গাছ। এ গাছ পানি ছাড়া দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। তাছাড়া গাছের গোড়ায় দীর্ঘদিন পানি জমলেও সহজে মারা যায় না। তাল গাছের শিকড় মাটির বেশি গভীরে পৌঁছে না তবে শতাধিক গুচ্ছ মূল চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে গাছকে রক্ষা ও ভূমির ক্ষয়রোধ করে। বয়স্ক গাছ ৬০-৮০ ফুট লম্বা হয়। গাছের আগায় ৩৫-৪০টা শক্ত পাতা থাকে। পাতার আগা সূচালো হওয়ায় বজ্রপাত গাছরোধক হিসেবে এ ফলের আবাদ জনপ্রিয়। সেজন্য বরেন্দ্র এলাকা হতে শুরু করে বাড়-বাঙ্কা-লবণাক্তপ্রবণ দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশের

সব অঞ্চলে তাল গাছ লাগানো সম্ভব। তালগাছ আমাদের পরিচিত গাছ হলেও বেশ অবহেলিত। বাংলাদেশে তালের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। কেননা তাল এখন পর্যন্ত বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, তালচাষের আওতায় জমির পরিমাণ ১৫ হাজার হেক্টরের মতো। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মতে, মানুষের দেহের প্রয়োজনে মাথাপিছু বছরে ১৩ কেজি চিনি খাওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বছরে চিনির চাহিদা ১৮ লাখ টন কিন্তু আমরা পাচ্ছি মাত্র ৬.৫ লাখ টন। এ হিসাবে ঘাটতি দাড়ায় ১১.৫ লাখ টন। আমরা ইচ্ছে করলেই এ ঘাটতি মোকাবিলায় তালগাছ হতে বছরে ১ লাখ টন চিনির সংস্থান অনায়াসে করতে পারি। কারণ আমাদের রয়েছে ২ লাখ ১২ হাজার মাইল রাস্তা। এসব রাস্তার পতিত জমির ৪ ভাগের ১ ভাগে ১৫ ফুট পর পর একটি করে তালগাছ লাগানো হলেও প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ তালগাছ লাগানো সম্ভব। আর সেখান থেকে আয় হতে পারে ৩০০ কোটি টাকা। তাছাড়া পরিবারপ্রতি যদি ১টি করে তালগাছ লাগানো যায় তবে কয়েক কোটি গাছ লাগানো সম্ভব। পরিবেশবান্ধব তালগাছ পরিবেশের ভারসাম্য যেমন আনবে তেমনি কৃষি অর্থনীতিকে বেগবান করবে।

এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে বজ্রপাতের ঘটনা খুব বেশি বাড়ছে। সে কারণে গবেষকদের মতে, তালগাছের চারা রোপণ করে আমরা বজ্রপাতের ঘটনায় মানুষের হতাহত এর সংখ্যা অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারি। অর্থনৈতিক সুবিধার পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়, ঝড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাস থেকে উপকূলীয় বাড়িঘর, শস্য রক্ষা করতে পরিবেশ উন্নয়নে তালগাছের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম এবং শহরে সব শ্রেণির মানুষের কাছে তালের কচিফল বেশ জনপ্রিয়। একটি গাছে গড়ে ৩৫০টি ফল ধরে। তবে কিছু গাছে ফল ধারণের হার অনেক বেশি প্রায় ১ হাজারটি। প্রতিটি কচিফল ৩ থেকে ৫ টাকা হারে বিক্রি হয়। মৌসুমে কচিফল বিক্রি করে গাছপ্রতি ১ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। পাকা তাল একটি জনপ্রিয় ফল। প্রতিটি পাকা ফল ১০ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি হয়। পাকা তাল বিক্রি করে একটি গাছ থেকে ৩ হাজার টাকা আয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে তালগাছের রস সংগ্রহ বা কচিফল বিক্রি করা যাবে না। তাল সাধারণত আগস্ট মাস থেকে তাল পাকতে শুরু করে এবং অক্টোবর পর্যন্ত পাকা তাল বাজারে পাওয়া যায়। তালের পিঠা বেশ জনপ্রিয়, গ্রামে এবং শহরে অনেকে পাকাতাল ছেকে আচার তৈরি করেন যা সারা বছর ধরে ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়া তালগাছের পাতা পাখা তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। গরমের দিনে তালপাতার পাখার চাহিদা অনেক বেশি। গ্রামীণ মহিলারা তালপাতা দিয়ে বিভিন্ন শৌখিন কুটির শিল্প দ্রব্যও তৈরি করেন।

সভ্যতার বিকাশেও তালপাতার ভূমিকা রয়েছে। কাগজ আবিষ্কারের আগে মানুষ তালপাতায় তাদের জীবন কাহিনী/তথ্য/ধর্মের বাণী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখত। তালগাছ ও তালের পাখা নিয়ে গ্রামে অনেক শোলকণ্ড প্রচলিত রয়েছে। তালকাঠ বেশ শক্ত ও টেকসই ফলে এর চাহিদা এবং দাম অনেক বেশি। বিশেষ করে ঘরবাড়ি তৈরিতে অনেকে স্টিলের/লোহার রডের পরিবর্তে তাল কাঠ ব্যবহার করে থাকেন। তাল কাঠ সাধারণত পোকামাকড়ে নষ্ট করতে পারে না। অর্থাৎ তালগাছ বিভিন্নভাবে গ্রামীণ জনগণের কল্যাণে/আয় বাড়াতে সহায়তা করে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে রাজশাহী অঞ্চলে রাস্তার ২ ধারে তালগাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জনগণকে সংগঠিত করে এ কর্মসূচি থেকে বেশ লাভবান হচ্ছে। প্রতিটি গাছ থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ কেজি গুড় উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের মতো এ কর্মসূচি দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হলে গ্রামীণ জনগণের আয় বর্ধনের পাশাপাশি দেশের চিনি ও গুড়ের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে।

রাস্তার দুই পার্শ্বের পতিত জমি, জমির আইল, বাড়ির আশপাশের পতিত জমিতে তালগাছ রোপণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি করা ছাড়াও চিনি ও গুড়ের ঘাটতি অনেকাংশ মেটানো সম্ভব। সেজন্য তাল চাষের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষককে তাল চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন এনজিও বিশেষ করে যারা গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়নের জন্য কাজ করছে তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

কালিজিরা

কালিজিরার গুণাগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা কালজয়ী। কালিজিরার আদি নিবাস দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া। কেউ কেউ বলেন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এর উৎপত্তি স্থান। ব্যবহার আর উৎপাদনের দিক থেকে গৌণ হলেও রসায়নবিদ আর রসনাবিদদের কাছে এটি একটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মসলা ফসল। ওষুধ শিল্প, কনফেকশনারি শিল্প ও রন্ধনশালায় নিত্যদিনের ব্যঞ্জরিত খাবার তৈরিতে কালিজিরার জুড়ি নেই। বিভিন্ন খাবারের পাশাপাশি পানীয় দ্রব্যকে রুচিকর ও সুগন্ধী করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। উৎপাদন আর ব্যবহারের দিক দিয়ে গৌণ হলেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যিকীয়ভাবে বেশ জনপ্রিয়। কালোজিরা ঔষধিগুণ সমৃদ্ধ মশলাজাতীয় ফসল। মশলা হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার আছে বিশ্বব্যাপী। পাঁচ ফোড়নের একটি অন্যতম উপাদান। কালিজিরা আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি, কবিরাজি ও লোকজ চিকিৎসায় বহু রকমের ব্যবহার আছে। প্রসাধনীতেও ব্যবহার হয়। কালিজিরার যে অংশটি ব্যবহার করা হয় তাহলো শুকনো বীজ ও বীজ থেকে পাওয়া তেল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কালিজিরাকে একটি অব্যর্থ রোগ নিরাময়ের উপকরণ হিসেবে বিশ্বাস করে। হাদিসে আছে কালিজিরা মৃত্যু ব্যতীত অন্য সব রোগ নিরাময় করে। এজন্য কালিজিরাকে সব রোগের ওষুধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নিয়মিত ও পরিমিত কালিজিরা সেবনে শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সতেজ করে ও সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি সমৃদ্ধি সাধন করে। আশ্চর্য বীজ কালোজিরার উপকারিতা বহুমুখী। প্রায় ২ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষ খাবারের সাথে কালিজিরা গ্রহণ করে আসছে।

কালিজিরাতে প্রায় শতাধিক পুষ্টি ও উপকারী উপাদান আছে। কালিজিরা খাদ্যাভাসের ফলে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালিজিরা ফুলের মধু উৎকৃষ্ট মধু হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত, কালিজিরার তেল আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী। বর্তমানে কালিজিরা ক্যাপসুল ও বাজারে পাওয়া যায়। এতে রয়েছে ক্যাপ্সার প্রতিরোধক ক্যারোটিন ও শক্তিশালী হরমোন, প্রস্রাব বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান, পাচক এনজাইম ও অল্পনাশক উপাদান এবং অল্পরোগের প্রতিষেধক। এর প্রধান উপাদানের মধ্যে আমিষ ২১ শতাংশ, শর্করা ৩৮ শতাংশ, স্নেহ বা ভেষজ তেল ও চর্বি ৩৫ শতাংশ। এছাড়াও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আছে। প্রতি গ্রাম কালোজিরা পুষ্টি উপাদান হলো-প্রোটিন ২০৮ মাইক্রোগ্রাম; ভিটামিন বি ১৫ মাইক্রোগ্রাম; নিয়াসিন ৫৭ মাইক্রোগ্রাম; ক্যালসিয়াম ১.৮৫ মাইক্রোগ্রাম; আয়রন ১০৫ মাইক্রোগ্রাম; ফসফরাস ৫.২৬ মিলিগ্রাম; কপার ১৮ মাইক্রোগ্রাম; জিংক ৬০ মাইক্রোগ্রাম; ফোলাসিন ৬১০ আইউ। কালিজিরার অন্যতম উপাদানের মধ্যে আরও আছে নাইজেলোন, থাইমোিকনোন ও স্থায়ী তেল। পাশাপাশি কালিজিরার তেলে আছে লিনোলিক এসিড, অলিক এসিড, ফসফেট, লৌহ, ফসফরাস, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, জিংক, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-বি২, নিয়াসিন ও ভিটামিন-সি ছাড়াও জীবাণুনাশক বিভিন্ন উপাদান যা হাজারও উপকার করে।

কালিজিরা প্রসবকালীন ব্যথা কমাতে, প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য প্রসবোত্তর কালিজিরা বাটা ভর্তা খাওয়ার প্রমাণিত উপকারী বিধান আছে। জ্বর, সর্দি, কাশি, কফ, অরুচি, উদরাময়, শরীর ব্যথা, গলা ব্যথা ও দাঁতের ব্যথা, বাতের ব্যথা, পেটের ব্যথা, মাথাব্যথা কমাতে, মাথা বিমবিম করা, মাইগ্রেন নিরাময়ে যথেষ্ট উপকারী বন্ধু হিসেবে কাজ করে। গায়ের ব্যথা দূর করতে কালিজিরা বিশেষভাবে উপকার করে। কালিজিরা ক্যাপ্সার প্রতিরোধ করে এবং বহুমূত্র

রোগীদের রক্তের শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় ইনসুলিন সমন্বয় করে ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করে। হার্টের বিভিন্ন সমস্যা, হাইপারটেনশন, নিম্ন রক্তচাপকে বাড়ায় আর উচ্চ রক্তচাপকে কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে রক্তের স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। এছাড়া মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মরণশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

কালিজিরা নিয়মিত ও পরিমিত খেতে হয়। অতিরিক্ত খুব বেশি খেলে বা ব্যবহার করলে হিতের বিপরীত হয়। কালিজিরার তেল গর্ভাবস্থায় গ্রহণ করা যাবে না। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত কালিজিরা খেলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। কালিজিরা গ্রহণ করার সবটাই করতে হবে পরিমিত পর্যায়ে। গর্ভাবস্থায় ও দুই বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের কালোজিরার তেল সেবন করানো উচিত নয়। নকল বা কৃত্রিম কালিজিরার তেল কখনও খাওয়া ঠিক না। পুরনো কালিজিরা তেল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। শরীরের রোগ প্রতিরোধে কালিজিরার মতো এত সহজে এত কার্যকর আর কোনো প্রাকৃতিক উপাদান আছে বলে জানা যায়নি। কালোজিরাকে যে নামে ডাকা হোক না কেন এ কালো বীজের স্বাস্থ্য উপকারিতা অপরিমিত। কালিজিরা সব ধরনের রোগের বিরুদ্ধে তুলনামূলক। এত কম দামে এত বহুমুখী উপকারিতা সম্পন্ন কালিজিরা সব ধরনের রোগের বিরুদ্ধে তুলনামূলক তো বটেই তার ওপরে শরীরের হাজারো উপকার করে। বাণিজ্যিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে সামান্য এক টুকরো জমিতে পরিকল্পিতভাবে কালিজিরা চাষ করে নিজেদের বার্ষিক প্রয়োজন মেটানো যায়। সুতরাং সুন্দর সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের জন্য কম দামি দাওয়াই, পথ্য, ভেষজ উপাদান আর পুষ্টি উপাদান হিসেবে নিয়মিত ও পরিমিত কালিজিরার চাষ করে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে সবাইকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয়ভাবে।

উন্নত ও খাটো (ওপি) জাতের নারিকেল চাষ পদ্ধতি

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম এক বৃক্ষ যার প্রতিটি অংগ জনজীবনে কোনো না কোনোভাবে কাজে আসে। এ গাছের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, শিকড় সব কিছুই বিভিন্ন ছোট-বড় শিল্পের কাঁচামাল, হরেক রকম মুখরোচক খাবার তৈরির উপকরণ, সুস্বাদু পানীয় ও রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি পৃথিবীর অপূর্ব গাছ, তথা 'স্বর্গীয় গাছ' হিসাবে সবার কাছে সমাদৃত ও সুপরিচিত।

আমাদের দেশে নারিকেলের যেসব জাতের প্রচলন আছে সেগুলো মূলত লম্বা জাতের, ফলন তুলনামূলকভাবে কম, ফল প্রাপ্তির সংখ্যা গড়ে বছরে সর্বোচ্চ ৩০-৪০টা। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে আগে থেকেই লম্বা জাতের নারিকেল চাষের প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এগুলোর ঝড়ো হাওয়া সহনশীলতা কম। পক্ষান্তরে খাটো আধুনিক জাতগুলো অল্প সময়ে ফল দেয়া আরম্ভ করে, ফলদান ক্ষমতা অনেক বেশি এবং ঝড়ে ভেঙে পড়ে না।

নারিকেল গাছের লবণাক্ততা সহিষ্ণু গুণ খুব বেশি। বর্তমান সরকার দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছে। এসব এলাকায় নারিকেল চাষের জন্য অতি অনুকূল অবস্থা বিরাজ করছে। এ বিবেচনায় ভিয়েতনাম থেকে খাটো ও উন্নত জাতের নারিকেল চারা এনে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাপক সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাত : ভিয়েতনাম থেকে সংগৃহীত খাটো জাত দুইটি হলো-

ক. সিয়াম খিন কোকোনাট (Dua Xiem Xanh) : ডাব হিসাবে ব্যবহারের জন্য এ জাতটি অতি জনপ্রিয়। এ জাতের ফলের রঙ সবুজ, আকার কিছুটা ছোট, প্রতিটির ওজন ১.২-১.৫ কেজি। ডাবের পানির পরিমাণ ২৫০-৩০০ মিলি। গাছপ্রতি বছরে ফল ধরে গড়ে ১৫০টি।

খ. সিয়াম লু কোকোনাট (Dua Xiem Luc) : এটিও অতি জনপ্রিয় জাত, এটা ২০০৫ সালে উদ্ভাবন করা হয়। এটা কৃষকের খুব পছন্দের জাত। চারা রোপণের আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যেই ফল ধরে, ফলের রঙ গাঢ় সবুজ, ওজন ১.২-১.৫ কেজি, ডাবের পানির পরিমাণ ২৫০-৩০০ মিলি। ডাবের পানি অতি মিষ্টি এবং শেলফ লাইফ বেশি হওয়ার কারণে এ জাতের ডাব বিদেশে রপ্তানি করা যায়। গাছপ্রতি বছরে ফল ধরে গড়ে ১৫০টি। এ জাতের চারা লাগানোর দুই আড়াই বছরের মধ্যেই ফুল ফোটা আরম্ভ হয়, দেশি লম্বা জাতের মতো ফুল হতে ৭-৮ বছর সময় লাগে না।

মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটি নারিকে চাষের জন্য উপযোগী। তবে অতি শক্ত, কাঁকর শিলাময় মাটি হলে প্রায় দেড় মিটার চওড়া ও দেড় মিটার গভীর করে গর্ত তৈরি করে গর্তটি জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উপরিভাগের মাটি ও সার দিয়ে ভরাট করে গাছ লাগালে গাছ সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে।

রোপণ সময় : শুকনা মৌসুমে সেচের সুবিধা থাকলে অথবা বসতবাড়িতে সারা বছরই রোপণ করা যাবে।

রোপণ দূরত্ব : বসতবাড়িতে স্বল্প সংখ্যক গাছ লাগানো হলে ৫ মিটার দূরত্বই যথেষ্ট। বাগান আকারে ৬ মিটার দূরত্বে রোপণ করা যাবে। ১মি. x ১মি. মাপের গর্ত তৈরি করা প্রয়োজন। এঁটেল মাটির ক্ষেত্রে গর্তের গভীরতা ঠিক রেখে চওড়ায় ২০-৩০ সেন্টিমিটার বেশি বাড়তে হবে। গর্ত তৈরি করে ৪-৫ দিন রোদে রাখার পর জৈব ও রাসায়নিক সার মিশ্রিত উপরিভাগের মাটি দিয়ে ভরাট করে কয়েক বালতি পানি দিয়ে রেখে দেয়ার ২-৩ সপ্তাহ বাদে এ মাদায় চারা রোপণ করা যাবে। গর্তের তলায় বা নিচের স্তরে ১০-১৫ সেন্টিমিটার চওড়া করে নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে ভরাট করা হলে তা বাতাস চলাচল ও শিকড় ছড়ানোর জন্য সহায়ক হবে।

গর্তে সার প্রয়োগ : পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার ২০-১৫ কেজি, কেঁচো সার ২ কেজি, হাড়ের গুঁড়া ১ কেজি, নিমের খেল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ৩৫০ গ্রাম, জিঙ্ক সালফেট ১০০ গ্রাম, বোরন/বোরিক এসিড ২০০ গ্রাম, ফুরাডান/বাসুডিন ৫০ গ্রাম এবং ম্যানকোজেব দলীয় ছত্রাকনাশক ১০ গ্রাম।

চারা রোপণ : চারা রোপণের জন্য ২৫ সেন্টিমিটার চওড়া ও ৫০ সেন্টিমিটার গভীর গর্ত করে নিয়ে তাতে চারা লাগাতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ক. চারাটি জমি হতে ২০-২৫ সেন্টিমিটার নিচে বসানো হয়, খ. গোড়ার অংশ কিছুটা উন্মুক্ত থাকবে বা গোড়ার নারিকেলের অংশবিশেষ কিছুটা দেখা যাবে। নিচু করে লাগানোর কারণে বাইরে থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য ৪০১-৫০ সেন্টিমিটার দূরে ১০-১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে চারদিকে বাঁধ দিতে হবে। পুকুরের ধার বা পাহাড়ের ঢালে চারা লাগানোর ক্ষেত্রে আরও ১০ সেন্টিমিটার নিচে লাগাতে হবে।

সার প্রয়োগ ও সেচ প্রদান : চারা রোপণের প্রতি ৩ মাস পর পর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়। চারার গোড়া থেকে ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ২০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ১০ সেন্টিমিটার গভীর নালায় সারগুলো প্রয়োগ করতে হবে। পরের প্রতিবার চারার গোড়া থেকে আগের বারের চেয়ে ৫-৭ সেন্টিমিটার আরও দূরে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর ১৫-২০ লিটার পানি দিয়ে গাছের গোড়া ভেজাতে হবে।

বি. ড্র. ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও বোরন সার ৬ মাসের ব্যবধানে বছরে দুইবার প্রয়োগযোগ্য

পরিচর্যা : নারিকেল বাগান বিশেষ করে গাছের গোড়ার চারধার সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রথম ২ বছর গাছের গোড়া থেকে ৬০-৭০ সেন্টিমিটার দূরে বৃত্তাকারে চারিদিকের অংশে কচুরিপানা শুকিয়ে ছোট করে কেটে ৮-১০ সেন্টিমিটার পুরু করে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে ক্রমান্বয়ে

পরিধি বাড়িয়ে ২ মিটার দূর পর্যন্ত ফলস্তু গাছে নিয়মিত মালচিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকবে, আগাছা জন্মাবে না, মাটির রস সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে এগুলো পচে জৈবসার হিসাবে কাজ করবে। তবে এভাবে মালচিং দেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা গাছের কাণ্ডকে স্পর্শ না করে, গাছের গোড়ার অংশ কমপক্ষে ৮-১০ সেন্টিমিটার ফাঁকা থাকবে।

রোগ ও পোকামাকড়ের পরিচর্যা :

বাড় রট/কুঁড়ি পচা : রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ৪-৫ গ্রাম থ্রোপাকোনাজল ও ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করতে হবে ২১ দিন পরপর ২-৩ বার।

ফল পচা : প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

পাতার ব্লাইট : পরিমিত সার প্রয়োগ করলে ও যথাসময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হবে। আক্রমণ বেশি হলে থ্রোপাকোনাজল গ্রুপের রোগনাশক ১৫ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গণ্ডার পোকা : আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করে মারা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে অরগানো ফসফরাস গ্রুপের কীটনাশক প্রবেশ করিয়ে ছিদ্রের মুখ আঠালো মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিলে পোকা মারা যায়।

নারকেলের মাইট : উদ্ভিদজাত বালাইনাশক বাইকাও ২ মিলি/লি. পানি ব্যবহার করা। আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত ফলসহ অন্যান্য অংশ পরিষ্কার করে অনুমোদিত মাকড়নাশক ব্যবহার করা। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম থিওভিট বা ২ মিলি ওমাইট বা ২ মিলি ডেনিটল, বার্টিমেক ১.২৫ মিলি মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২/৩ বার স্প্রে করা। নারকেল গাছের গোড়া থেকে দূর দিয়ে গর্ত করে শিকড় বের করতে হবে। এরপর চারদিকের চারটি শিকড় কর্তন করে সেই শিকড়ের মাথায় ছোট পলিথিনে ২ মিলি মাকড়নাশক ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এতে ডাবের গায়ের মাকড় বেরিয়ে আসবে বা মারা যাবে। এরপরে গাছে মাকড়নাশক স্প্রে করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

কম্পোস্ট

স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট : বসতবাড়ির আশপাশে, ক্ষেতের ধারে অথবা পুকুর বা ডোবার কাছে স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এজন্য খেয়াল রাখতে হবে, যেন স্থানটি বেশ উঁচু হয়, যাতে সেখানে বর্ষার পানি জমে না থাকে। এ ধরনের উঁচু স্থান যদি গাছের ছায়ার নিচে হয় এবং সেখানে স্তূপ করা যায় তাহলে খুবই ভালো কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। কারণ গাছের ছায়া রোদ বৃষ্টি প্রতিরোধ করে এবং জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বর্ষাকালে অথবা যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, সেসব এলাকায় স্তূপ পদ্ধতিতে তৈরি কম্পোস্ট বেশ কার্যকর। স্তূপ সাধারণত দৈর্ঘ্য ৩ মিটার উচ্চতা ১.২ মিটার করা হয়। খরার সময় একই আকারে পরিখা খনন করে সেখানে একই নিয়মে স্তূপ পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়।

তৈরির নিয়ম : কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রথমে ৩-৪ দিনের শুকনো কচুরিপানা ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে ১৫ সেন্টিমিটার পুরু স্তর সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে তাজা বা সবুজ কচুরিপানা ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে পটাশ ও নাইট্রোজেনের উপাদান নষ্ট হয়। কচুরিপানা বেশি লম্বা হলে তা ১৫ সেন্টিমিটার করে কেটে ব্যবহার করতে হবে। এরপর এ স্তরের ওপর ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম টিএসপি সার ছিটিয়ে দেয়া ভালো। এতে পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। সার ছিটানোর পর স্তরের ওপর ২.৫০-৫.০০ সেন্টিমিটার পুরু করে গোবর এবং কাদা মাটির একটি প্রলেপ দিতে হবে। এর ফলে স্তরের ভেতর জীবাণুর ক্রিয়া বেড়ে যাবে এবং দ্রুত পচন কাজ সম্পন্ন হবে। এভাবে ১.২৫ মিটার উঁচু না হওয়া পর্যন্ত বারবার ১৫ সেন্টিমিটার পুরু করে শুকনো কচুরিপানা, আবর্জনা, খড়কুটো দিয়ে স্তর সাজাতে হবে এবং ২.৫০-৫.০০ সেন্টিমিটার পুরু করে গোবর ও কাদা মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। গাদা তৈরি শেষ হলে এর উপরিভাগ মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে এবং সম্ভব হলে কম্পোস্ট স্তূপের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্তূপ বা গাদা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর একটি শক্তকাঠি গাদার মাঝখানে ভেতরের দিকে দিয়ে স্তরগুলো অতিরিক্ত ভেজা কিনা তা দেখে নিতে হবে। যদি ভেজা থাকে তাহলে শক্ত কাঠি দিয়ে গাদার উপরের দিকে মাঝে মাঝে ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারে। এরপর গাদার ভেতরের অংশ শুকিয়ে গেলে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে গাদা যেন অতিরিক্ত শুকিয়ে না যায়। যদি অতিরিক্ত শুকিয়ে যায়, তাহলে ছিদ্র পথে পানি বা গোচনা ঢেলে গাদাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর, গোচনা এবং ইউরিয়া গাদাতে ব্যবহার করা হলে স্তূপ তৈরির প্রায় ৩ মাসের মধ্যে তৈরি কম্পোস্ট জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। আঙুল দিয়ে চাপ দিলে যদি কম্পোস্ট গুঁড়া হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে তা জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

কম্পোস্ট ব্যবহারের উপকারিতা

- ♦ মাটির পুষ্টিমান বৃদ্ধি হয় ও মাটিকে সমৃদ্ধ করে;
- ♦ বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং পুষ্টি উপাদান যুক্ত করে;
- ♦ এঁটেল মাটিকে ঝুরঝুরে করে ও এর বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে;
- ♦ সবজি ফসলে মালচিংয়ের কাজ করে;
- ♦ ভূমিক্ষয় রোধ করতে সহায়তা করে;
- ♦ মাটিতে পি-এইচ বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মান নিরপেক্ষ রাখতে সহায়তা করে;
- ♦ পট অথবা টবের মাটির সঙ্গে কম্পোস্ট ব্যবহার করে চারা রোপণ করতে হয়।

কেঁচো কম্পোস্ট (ভার্মি কম্পোস্ট)

ক্র. নং	আইটেম	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর ও উর্ধ্ব
১.	পচা গোবর/আবর্জনা পচা সার (কেজি)	৪০	২৫	২৫	৩০
২.	ছাই (কেজি)	১০	১০	১০	১০
৩.	কেঁচো সার (কেজি)	২	৩	৪	৫
৪.	হাড়ের গুঁড়া/শুঁটকির গুঁড়া (কেজি)	২	২	২	২
৫.	ইউরিয়া (গ্রাম)	৬০০	১২০০	১৪০০	১৬০০
৬.	টিএসপি (গ্রাম)	৩০০	৪০০	৬০০	৮০০
৭.	এমওপি (গ্রাম)	৪০০	৬০০	১০০০	১৫০০
৮.	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (গ্রাম)	১০০	১৫০	১৫০	১৫০
৯.	বোরন (গ্রাম)	৫০	১০০	১০০	১০০

কেঁচো মানুষের একটি অন্যতম উপকারী প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র প্রাণী। এ প্রাণী যে মাটি চাষাবাদের কাজে উপকারে আসে তা আমরা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করিনি। প্রধানত কেঁচো ওপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি ওপরে তুলে থাকে। এসব কাজের সঙ্গেই কেঁচোর সারও তৈরি হয়। কেঁচোর দ্বারা জৈবসার তৈরির জন্য এ সঙ্গে তরকারির খোসা, গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ও নাড়িভুঁড়ি, পাতাসহ পচা আবর্জনারও প্রয়োজন হয়।

কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করতে হলে প্রথমে গর্ত তৈরি করতে হয়। এরপর এসব গর্তে ঘাস, আমের পাতা বা খামারের ফেলে দেয়া অংশ এসবের যে কোনো একটি ছোট ছোট করে কেটে এর প্রায় ২৫ কেজি হিসেবে নিতে হয়।

তবে আবর্জনা গর্তে ফেলার আগে গর্তে ও তলদেশসহ চারপাশে পলিথিন দিয়ে মুড়ি দিতে হবে। এতে করে গর্তে কেঁচো পিট থেকে বাইরে যেতে পারবে না।

কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য প্রথমে পলিথিন বিছানোর পরে গর্তের নিচে ১৫ সেন্টিমিটার পুরু করে বেড বানাতে হবে। এ বেড তৈরির জন্য ভালো মাটি ও গোবর সমপরিমাণে মিশাতে হবে এবং এসব মিশানো গোবর ও মাটি কেঁচোর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত এসব কম্পোস্ট তৈরির কাজে দুই ধরনের কেঁচোর জাত রয়েছে। তাহলো এপিজিক ও এন্ডোজিক নামের। এপিজিক জাতগুলো দেখতে লাল রঙের এরা মাটির ওপরে সরবেই বিচরণ করে থাকে। এরা সাধারণত সার উৎপাদন করতে পারে না তবে এর মাটির ভৌত ও জৈব গুণাবলির উন্নতি করে।

কেঁচো কম্পোস্ট তৈরির জন্য এসব গর্ত গোবর ও মাটি দিয়ে ভর্তি করার পর এতে প্রায় ২ হাজার কেঁচো প্রয়োগ করতে হয়। কেঁচো প্রয়োগের পর গর্তের উপরিভাগ পাটের ভিজানো চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং সারের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য গর্তে ও উপরিভাগে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা খুবই জরুরি।

অন্যান্য কম্পোস্ট তৈরির চেয়ে কেঁচো কম্পোস্ট তৈরি করতে সময় লাগে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, একটি আদর্শ ভার্মি কম্পোস্ট ১.৫৭%, নাইট্রোজেন ১.২৬%, ফসফরাস ২.৬০% পটাশ, ০.৭৪% সালফার, ০.৬৬% ম্যাগনেসিয়াম, ০.০৬% বোরন রয়েছে। সাধারণত পিঁপড়া, উইপোকা, তেলাপোকা, মুরগি, ইঁদুর পানি এসব কেঁচোর বড় শত্রু। এরা যেন কেঁচোর কাছে আসতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কেঁচো কম্পোস্টের উপাদান

উপাদান	শতকরা হার
নাইট্রোজেন	১.০
ফসফেট	১.০
পটাশিয়াম	১.০
জৈব কার্বন	১৮.০
পানি	১৫-২৫

কুইক কম্পোস্ট : এটি স্বল্প সময়ে (১৫ দিনে) তৈরি ও ব্যবহার উপযোগী উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন জৈব সার।

* তৈরির উপাদান

- খেল ভালোভাবে গুঁড়া করে চালের কুড়া/কাঠের গুঁড়া ও ডিকম্পোজড গোবরের সাথে উত্তমভাবে মিশাতে হবে।
- অনুপাত : খেল-১ ভাগ
চালের কুড়া/কাঠের গুঁড়া-২ ভাগ
গোবর বা হাঁস মুরগির বিষ্ঠা-৪ ভাগ

* প্রস্তুত প্রণালি

- ভাগ খেল ভালোভাবে গুঁড়া করে ২ ভাগ চালের কুঁড়া/কাঠের গুঁড়া এবং ৪ ভাগ ১-২ মাসের পচা গোবর বা ১ মাসের পচা হাঁস-মুরগির বিষ্ঠার সাথে ভালো করে মিশাতে হবে। পরিমিত পানি ছিটিয়ে মিশাতে হবে যাতে মিশ্রণ দিয়ে বল তৈরি করলে ভেঙে যাবে না, কিন্তু ১ মিটার ওপর থেকে ছেড়ে দিলে ভেঙে যাবে। মিশ্রিত উপাদানগুলো পরে স্তূপ করে রেখে দিতে হবে।
- মিশ্রিত পদার্থগুলো স্তূপ করে এমনভাবে রেখে দিতে হবে যাতে ভিতরে জলীয় বাষ্প আটকিয়ে পচনক্রিয়া সহজতর হয়। স্তূপটির পরিমাণ ৩০০-৪০০ কেজির মধ্যে হওয়া ভালো। স্তূপের সব উপাদান একবারে না মিশিয়ে ৩/৪ বারে মিশাতে হবে।
- শীতকালে স্তূপের ওপরে ও চারদিকে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আর বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য পলিথিন ব্যবহার করতে হবে এবং বৃষ্টি থেমে গেলে পলিথিন সরিয়ে ফেলতে হবে।
- স্তূপ তৈরির ২৪ ঘণ্টা পর থেকে স্তূপের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ৪৮-৭২ ঘণ্টার মধ্যে ৬০-৭০ সে. তাপমাত্রায় পৌঁছায়। অর্থাৎ স্তূপে তখন আঙুল ঢোকালে অসহনীয় তাপমাত্রা অনুভূত হবে (৬০-৭০ সে.)। যার ফলে সৃষ্ট তাপে মিশ্রিত পদার্থ নষ্ট হতে পারে। তাই স্তূপ ভেঙে উলট-পালট করে ১ ঘণ্টা সময়ের জন্য মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে এবং পুনরায় পূর্বের ন্যায় স্তূপ করে রাখতে হবে।
- এভাবে ৪৮-৭২ ঘণ্টা পর পর স্তূপ ভেঙে উলট-পালট করতে থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত দ্রুত জৈব সার জমিতে প্রয়োগের উপযোগী হবে। সার তৈরি হলে ইহা বুর বুরে শুকনা এবং কালো বাদামি বর্ণের হবে।
- জমির উর্বরতা ও ফসলভেদে প্রতি শতাংশে প্রায় ৬-১০ কেজি কুইক কম্পোস্ট সার ব্যবহার করতে হয়। ফসলের জমি তৈরির সময়ে প্রতি শতাংশে ৬ কেজি এবং কৃষি পর্যায়ে সেচের পূর্বে ২ কেজি করে উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- সবজি ফসলের ক্ষেত্রে জমি তৈরির সময়ে প্রতি শতাংশে ৬ কেজি এবং ৪ কেজি সার রিং বা নালা করে সবজি বেডে প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হয়।



* পুষ্টিমান

কুইক কম্পোস্ট সারে সাধারণত নাইট্রোজেন-২.৫৬%, ফসফরাস-০.৯৮% ও পটাশিয়াম-০.৭৫% পাওয়া যায়। এছাড়াও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও কিছু গৌণ খাদ্য উপাদান থাকে।

* ব্যবহারের উপকারিতা

কুইক কম্পোস্ট সার ব্যবহারের ফলে মাটিতে বাতাস চলাচল বৃদ্ধি পায়, অনুজীবের ক্রিয়া বাড়তে থাকে, ফসলের প্রয়োজনীয় সব খাদ্যোপাদান সহজলভ্য হয়। ফলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় এবং গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

পাতকুয়া

বাংলাদেশের মুক্তিকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে বরেন্দ্র অঞ্চল একটা বিশেষ মুক্তিকা অঞ্চল। ঠা ঠা বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর এতই অনুন্নত যে তা গভীর নলকূপ বা অগভীর নলকূপ দিয়ে উত্তোলন সম্ভব হয় না। তবে এসব এলাকায় পাতকুয়া খনন করলে কুয়ায় পানি জমে। কুয়ায় জমা পানি উত্তোলন করে খাবার পানি ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারসহ কম সেচ লাগে এরকম ফসল চাষ করা সম্ভব। সন্তোষজনক পানি পাওয়ার জন্য প্রায় ১৪.১৭ সেন্টিমিটার ব্যাসের ৩৬.৩৬ মিটার-৩৯.৩৯ মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করার প্রয়োজন হয়। ওই এলাকায় আদিবাসী লোকজন এ ধরনের পাতকুয়া তৈরি করতে অসমর্থ হওয়ায় দৈনন্দিন কাজে ও সেচ কাজে পানির ব্যবহার করতে চরম কষ্ট করতে হয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঠা ঠা বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খনন করে। কুয়ার অনেক নিচে থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে দড়ি বালতি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করা কষ্টসাধ্য বলে সোলার পাম্প ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সোলার প্যানেলগুলো প্রচলিত লম্বা সারিতে ব্যবহার না করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শে কিছুটা ফানেল আকৃতি করে স্থাপন করা হয়, যাতে বৃষ্টির পানি জমে কুয়ায় পতিত হয়। পাতকুয়ায় জমা হওয়া পানি সাবমারসিবল সোলার পাম্প ব্যবহার করে কুয়ার ওপর স্থাপিত ট্যাংকিতে জমা করা হয়। ট্যাংকিতে জমাকৃত পানি পিভিসি পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাতকুয়ার কাছে স্থাপিত ট্যাংক থেকে জনসাধারণ পান করা ও গৃহস্থালির কাজের জন্য সংগ্রহ করে এবং চাষযোগ্য জমিতে পাইপলাইন নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থানে ফসেট স্থাপন করে ফসেট থেকে সরাসরি ও ফিতাপাইপের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ করা হয়।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খননকৃত ৬টি পাতকুয়ার কার্যক্রম বর্তমানে সোলার পাম্পের সাহায্যে পরিচালনা করা হচ্ছে। উপকারভোগী লোকজন পাতকুয়ার পানি খাবার পানি হিসাবে পান ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও কম সেচ লাগে এমন শাকসবজি চাষ করে লাভবান হচ্ছে। এ কারণে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পাতকুয়া খনন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার সামগ্রিক মানোন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসার সম্পর্কে আজ আর কারোরই সংশয় নেই। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ইন্টারনেট এসব কিছুই তথ্যপ্রযুক্তির সারথি হিসেবে আমাদের দৈনন্দিনের কাজকে করেছে গতিশীল। ‘ডিজিটাল’ শব্দটি যেন আজ জীবনেরই একটি অংশ হয়ে গেছে। অথচ বছর কয়েক আগে বর্তমান সরকার যখন ‘ভিশন ২০২১’ রূপকল্পের মধ্য দিয়ে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে তখন অনেকের কাছে এটি বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। গত দশ বছরে বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের ফলেই দেশ আজ উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, ‘বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে’। কবির সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ছোট্ট একটি যন্ত্র মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ব জগতকে দেখার সুযোগ পাচ্ছি। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন প্রায় ১৬.৪১ কোটি, ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন প্রায় ৯ কোটি ৯৫ লাখ জন এবং এর মধ্যে মোবাইলেই ইন্টারনেট ব্যবহার করেন প্রায় ৯ কোটি ৩৭ লাখ মানুষ (বিটিআরসি; অক্টোবর-২০১৯)। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেমন দিন দিন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারও। এসব তথ্য উপাত্ত যথার্থই প্রমাণ করে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে আমরা মোটেই পিছিয়ে নেই, বরং বিশ্ব মানচিত্রে আমরা একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। সেবা গ্রহীতার কষ্ট, খরচ ও সময় লাঘব করে বিভিন্ন নাগরিক সেবা যেমন-অনলাইনে পরীক্ষার ফল প্রদান, ফরম পূরণ, বিদেশে চাকরি বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যা তুলে ধরে সমাধান গ্রহণ এসব আজ নিত্যঘটনা। এসব সাফল্যের পথ ধরেই ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি ২০১৮ আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৬, আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড ২০১৫সহ সম্মানজনক অনেক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশ।

তথ্যপ্রযুক্তির এ অপর সম্ভাবনা আমাদের কৃষিকেও করেছে সমৃদ্ধ। কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি তথা ই-কৃষি আমাদের কৃষি উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। সাধারণ অর্থে ই-কৃষি বলতে সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকেই বোঝায়। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণনসহ প্রতিটি পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে সঠিক কলাকৌশল জেনে টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করাকে বোঝায়। সনাতন পদ্ধতিতে তথ্য গ্রহণের পাশাপাশি আমাদের কৃষক-কৃষাণীরা তথ্যপ্রযুক্তি তথা ই-কৃষিকেও সাদরে গ্রহণ করেছেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ গ্রামীণ কৃষক মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। ৬৬ শতাংশ কৃষক পরিবার একের অধিক মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকেন। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতি পরিবারের আয় বেড়েছে গড়ে ১০ হাজার ৫০০ টাকা (অরগানাইজেশন জরিপ ২০১৩, ক্যাটালিস্ট)। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের এ রেখাচিত্র আরও উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সংস্থাগুলো ই-কৃষির প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রায় প্রতিটি সংস্থাই প্রদেয় নাগরিক সেবাগুলোকে ই-সার্ভিসে পরিণত করে সময়মাত্রিক গুণগত সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এসব উদ্যোগের ফলে কৃষকসহ আপামর কৃষিজীবীরা যেমন একদিকে উপকৃত হচ্ছেন অন্যদিকে কৃষি সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণকদের কাছেও কর্মপন্থা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার উল্লেখযোগ্য কিছু ই-কৃষি সেবা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো-

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) : কৃষি সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ সংস্থা। সরাসরি সেবা দানের পাশাপাশি অনলাইন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটির বেশ কিছু সেবা রয়েছে। কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও আরও সহজে কার্যকরী কৃষি সেবা প্রদান করতে এবং গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের পেশাগত যোগাযোগ বৃদ্ধির করতে এটাই প্রোগ্রাম ও ডিএইর যৌথ উদ্যোগে চালু হয়েছে **কৃষি বাতায়ন**। ডিএইর ১৭ হাজার সম্প্রসারণ কর্মী দ্বারা প্রায় ৩ কোটি সহজে, দ্রুত ও কার্যকর সেবা দিতে কৃষকের ডিজিটাল ডাটাবেজ ও উপজেলার সকল কৃষি তথ্যসমূহ বহুমাত্রিক উপায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মোবাইলভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা **কৃষক বন্ধু ফোন সেবা ৩৩৩১** কৃষি বাতায়নে কৃষক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যেকোনো কৃষক তার ফোন থেকে কল করে কৃষি বিষয়ক যেকোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। কল রাউটিং ব্যবস্থা থাকায় কল রিসিভ না হলেও পরবর্তী স্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কলটি প্রেরিত হবে। ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে। **কৃষকের জানালা** থেকে ছবি দেখে ফসলের রোগবালাই শনাক্ত ও প্রয়োজনীয় সমাধান পাওয়া যাবে। **বালাইনাশক নির্দেশিকা** থেকে বালাই দমনের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত বালাইনাশকের নাম ও প্রয়োগবিধি জানা যাবে। জমিতে বছরব্যাপী পরিকল্পনামাত্রিক চাষের জন্য **ডিজিটাল ক্রপ ক্যালেন্ডার** সেবাটি ব্যবহার করা যায়। ডিএই এর ওয়েবসাইট (www.dae.gov.bd) থেকে এসব উদ্যোগের আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) : প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্টদের কাছে সময়োপযোগী কৃষি তথ্য পৌঁছানোই কৃষি তথ্য সার্ভিসের মূল দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে পরিচালিত ‘**কৃষি কল সেন্টার**’-এ যে কোনো অপারেটর থেকে **১৬১২৩** নম্বরে প্রতি মিনিট ০.২৫ টাকা (ভ্যাট ও সম্পূর্ণক শুল্ক ছাড়া) ব্যয়ে ফোন করে কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক সমাধান নিতে পারবেন। শুক্রবার ও সরকারি বন্ধের দিন ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এ সেবাটি দেয়া হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইট (www.ais.gov.bd)-এ কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি অনলাইনে প্রশ্ন করে স্বল্পতম সময়ে সেই প্রশ্নের সমাধান জানতে পারেন। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। এআইসিসি থেকে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথ্য সেবা গ্রহণ করছেন। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে নির্মিত **মাস্টিমিডিয়া ই-বুক** এর মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সহজে তথ্য নেয়া যায়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের দুইটি **মোবাইল অ্যাপস** রয়েছে। বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি মোবাইল অ্যাপটি গুগল প্লে স্টোর থেকে **Agriculture Info Service** নামে সার্চ করে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। পাশাপাশি জনপ্রিয় মাসিক কৃষিকথা পত্রিকাটির একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। **Aistube** নামক ওয়েবপোর্টাল থেকে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও দেখা/ডাউনলোড করা যায়। এসবের পাশাপাশি বরগুনা জেলার আমতলীতে এআইএস প্রতিষ্ঠা করেছে কমিউনিটি রেডিও ‘**কৃষি রেডিও**’ যেখান থেকে দৈনিক ০৮ ঘণ্টা প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের তথ্যসেবা পূরণে সচেষ্ট রয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) : কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ই-কৃষির উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো-**ভূমির উপযোগিতাভিত্তিক ফসল অঞ্চল** এর ফলে ভূমির উপযোগিতা অনুসারে বিভিন্ন ফসল অঞ্চলে নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে উপজেলাওয়ারি ১৭টি ফসলের উপযোগিতা শ্রেণি অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত এবং টেবিলের মাধ্যমে উৎপাদন উপযোগী এলাকা উপস্থাপন করা হয়েছে। **এআরএমআইএস** বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত সব প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংবলিত তথ্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে **Agricultural Research Management Information System (ARMIS)** বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ২৬,৫০০ গবেষণা তথ্য ডাটাবেজটিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষক, নীতিনির্ধারণক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিজ্ঞানীদের জন্য ডাটাবেজটি কৃষি গবেষণার রেফারেন্স গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হবে। **বিএআরসি আর্কাইভ** বিএআরসির বিভিন্ন বই, নিউজলেটার, জার্নাল, প্রকাশনা, পলিসি ডকুমেন্ট, নন-কনভেনশনাল ডকুমেন্ট ইত্যাদির সংগ্রহশালা তৈরির জন্য অনলাইন আর্কাইভ তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) : অটোমেটিক গ্রাউন্ডওয়াটার লেভেল অ্যান্ড স্যালাইনিটি মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্যে দেশের বেশ কয়েকটি স্থানের ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল এবং লবণাক্ততার পরিমাণ সংক্রান্ত উপাত্ত সার্ভারের মাধ্যমে কম্পিউটার মনিটরে হাইড্রোগ্রাফ বা রিপোর্ট আকারে প্রদর্শন এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়াও গ্রাউন্ডওয়াটার জোনিং ম্যাপ হলো ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি জিআইএসভিত্তিক ডিজিটাল ম্যাপ। এতে ৩০০০টি নলকূপের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে। বিএডিসির বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগ (বীপ্রস) সংক্রান্ত সফটওয়্যারটির মাধ্যমে বিএডিসির বিভিন্ন বীজের (আউশ, আমন, বোরো, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য বীজ) ভবিষ্যতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ, মজুদ, বিতরণ, কৃষক পর্যায়ে প্রাপ্যতা সম্পর্কে যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জানতে পারবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিগুলোর তথ্য সমৃদ্ধ 'কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। মূলত এটি কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। এ অ্যাপসটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা তাদের মোবাইল হ্যান্ডসেটে ব্রাউজ করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের বিস্তারিত প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন। অধিকতর তথ্যের জন্য উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন জানাতে পারবেন। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরাসরি কলের মাধ্যমে পরামর্শ নেয়া যায়। এ অ্যাপসটি BARI Application 'কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার' নামে গুগল প্লে স্টোর ও উইন্ডোজ স্টোর থেকে অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল এবং উইন্ডোজভিত্তিক মোবাইলে এ ডাউনলোড করে অফ লাইনে ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও অনলাইনে যে কোনো স্মার্টফোনের ব্রাউজারে baritechnology.org/m ঠিকানা থেকে এ অ্যাপসের ওয়েব ভার্সনটি ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও ব্রি প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে 'রাইস নলেজ ব্যাংক' নামে একটি ডায়নামিক মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যা মোবাইলভিত্তিক অনলাইন জ্ঞান ভাণ্ডার যাতে আধুনিক ধান চাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সন্নিবেশিত আছে। অ্যাপটি 'Rice Knowledge Bank' নামে গুগল প্লে স্টোর ও উইন্ডোজ স্টোর থেকে অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইলে ফ্রি ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া যে কোনো স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ কম্পিউটারের ব্রাউজার <http://knowledgebank-brii.org> ঠিকানা থেকে এ অ্যাপসের ওয়েব ভার্সনটি ব্যবহার করা যাবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে 'অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম' নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সুষম সার সুপারিশ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের সব উপজেলায় জন্য এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। দেশের যে কোনো প্রান্তের একজন কৃষক জমি ও স্থানের কয়েকটি তথ্য দিয়ে মৃত্তিকা উর্বরতা মানের ভিত্তিতে তার চাহিত ফসলের জন্য সুষম সার সুপারিশ পেতে পারেন। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে (www.srdi.gov.bd) প্রবেশ করে তথ্যপ্রযুক্তি সেবার মধ্যে 'অনলাইন সার সুপারিশ' লিংকটিতে ক্লিক করার মাধ্যমে এ সার্ভিসের সুবিধা পাওয়া যাবে। অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে ধান ফসলের ফলন ১৫-২৫% এবং অন্যান্য ফসলের ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি পায়, সারের অপচয় হ্রাস পায়, ফসলের পুষ্টিমান বাড়ে এবং মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) : ই-কৃষি সেবা বিস্তারের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৪টি জেলা থেকে সংগৃহীত খুচরা, পাইকারি ও কৃষক প্রাপ্ত বাজার দর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, যা পরে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে www.dam.gov.bd ওয়েবসাইটে সহজলভ্য করা হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন সারা পৃথিবীতেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয় বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম স্থান অধিকার করে কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। সরকারের সমায়োপযোগী নীতি ও পদক্ষেপ এবং সেই সঙ্গে কৃষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী প্রমুখের সম্মিলিত এসব প্রচেষ্টার ফলেই কৃষির এ যুগান্তকারী সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে ই-কৃষির প্রসার এ সাফল্য অর্জনের অন্যতম সারথী হিসেবে কাজ করেছে। অত্যন্ত আশার কথা আমাদের কৃষিতে তরুণ কৃষক, উদ্যোক্তারা এখন সংযুক্ত হচ্ছেন। প্রযুক্তিবান্ধব এসব তারুণ্যের অমিত শক্তির সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার মিথস্ক্রিয়ায় বাংলার কৃষি হবে আরও সমৃদ্ধ, দিগন্তজোড়া ফসলের সোনালি মাঠে বিস্তৃত হবে কৃষকের হাসি।

আমাদের ভবিষ্যৎ
মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ

পরিবর্তিত জলবায়ু ও কৃষি

জাতিসংঘের ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিপিসি) প্রতিবেদন অনুযায়ী- ২০৩০ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সম্প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ হলো অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ। আগামী বারো বছরের মধ্যে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি না কমানো গেলে ভয়াবহ বিপদে পড়বে বিশ্ব। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। পরিবর্তিত জলবায়ুর ফলে সমুদ্রে পানি উচ্চতা বৃদ্ধিসহ ভয়াবহ খরা, বন্যা এবং খাদ্য সংকটের ঝুঁকি তীব্রভাবে বেড়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ধারাবাহিক অসামঞ্জস্যতা বাংলাদেশের কৃষির একটি প্রধান সমস্যা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ক্রমাগত লবণাক্ততা বাড়ছে। বাংলাদেশে ঋতুর পরিবর্তন এসেছে। বজ্রপাতের পরিমাণ ভয়ানকভাবে বেড়েছে। বজ্রপাতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঝুঁকিতে থাকে সাধারণ প্রান্তিক কৃষকগণ। তাপমাত্রার ক্রমবৃদ্ধির ফলে আগাছা, রোগবলাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি, অঞ্চলভেদে মাটিতে পানির সহজলভ্যতার হ্রাস এবং পরিশেষে ফসল উৎপাদন হ্রাসকীর সম্মুখীন হবে।

বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসে পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী কলাকৌশলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। প্রমাণিত অভিযোজন কৌশল হলো-

- খরা এলাকায় সম্পূরক সেচের জন্য মিনিপুকুর ও পাতকুয়া (ডাগ ওয়েল) খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;
- বোরো ধানে শুকনা বীজতলা তৈরির মাধ্যমে সুস্থ ও কোল্ড ইনজুরিমুক্ত চারা তৈরি;
- বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা থেকে রক্ষা পেতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধান/ফসলের চাষ;
- খরা এলাকায় স্বল্পপানির চাহিদা সম্পন্ন ফসলের (গম, মুগ, মাস কলাই, ছোলা, মসুর ইত্যাদি) চাষ;
- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় কম্পোস্ট খামারজাত সার, ভার্মিকম্পোস্ট ইত্যাদির ব্যবহার;
- ফেরোমেন ট্র্যাপের মাধ্যমে শাকসবজির চাষ;
- পানি সাশ্রয়ের জন্য এডব্লিউডি পদ্ধতিতে ধানক্ষেতে সেচ প্রদান;
- এলাকাভিত্তিক উচ্চমূল্য ফসলের (High Value Crops) আবাদ সম্প্রসারণ ও উপযোগী শস্যবিন্যাস অনুসরণ করা;
- জোয়ার-ভাটা এলাকায় বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সর্জন ও ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও ফল চাষ, যেরের পাড়ে সবজি চাষ করা;
- চরাঞ্চলে, উপকূলীয় এলাকায় তরমুজ, বাঙ্গি, খিরা, বাদাম, ফেলন, সূর্যমুখী, ভুট্টা ইত্যাদি চাষ;
- ভূউপরিষ্ক পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দুর্যোগগ্রবণ এলাকা উপযোগী ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা তৈরি, বিতরণ ও অনুসরণের ব্যবস্থা করা;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণ করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এলাকা উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের মাঝে ভর্তুকির মাধ্যমে বিতরণ করা;
- উক্ত উপযোগী কলাকৌশলসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

পরিবর্তিত জলবায়ুর ঝুঁকি বিশেষ করে বজ্রপাত মোকাবেলায় বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী, বিলুপ্ত প্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, বিলুপ্ত প্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল জেলার ১৭টি উপজেলায় বেশকিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য কৃষকদের কাছে তাদের উপযোগী ভাষায় সরবরাহ করার লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (Agro-Meteorological Information Systems Development Project) বাস্তবায়ন করেছে।

অনিশ্চয়তা প্রতিকূল আবহাওয়ায় 'আলুর মড়ক দমনে আমরা আছি আপনার পাশে' এই স্লোগানকে সামনে রেখে নেদারল্যান্ডস স্পেস অফিস (NSO) কর্তৃক নেদারল্যান্ডের ওয়েগিংগন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লাস্ট রিসার্চ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে রংপুর, মুন্সীগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে জিওপটেটো পাইলট প্রকল্প। বাংলাদেশ সরকারের অংশ হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি তথ্য সার্ভিস ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাস্তবায়ন করেছে। স্থানীয় আবহাওয়া ও ভূউপগ্রহীয় তথ্য যাচাই করে মড়ক রোগ প্রতিরোধ আগাম বার্তা প্রদান করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একটি সমন্বিত উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, সুশীল সমাজ ও ব্যবসায় খাতের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। পরিবর্তিত জলবায়ু সুসামঞ্জস্য কৃষি (climate smart agriculture) ব্যবস্থাপনা করলে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো হ্রাসকরণ/নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং উন্নয়নের লক্ষ্য নিশ্চিত হবে।

পরিবেশবান্ধব ব্রি সৌরশক্তিচালিত আলোকফাঁদ

কীটনাশক ছাড়া কীটপতঙ্গ দমনের জন্য প্রচলিত আলোকফাঁদ বৈদ্যুতিক শক্তি/জ্বালানির সাহায্যে চালানো হয়। আলোকফাঁদ ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত ফাঁদটি জ্বালিয়ে রাখতে হয়। এটি তদারকি করা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি সময়ের অপচয় হয়। কৃষকের ফসল, বাগান বা সবজির ক্ষেতে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত আলোকফাঁদ ব্যবহার করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প শক্তি দরকার, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোকফাঁদে আলো জ্বলতে শক্তি সরবরাহ করবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং দেশের কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর কীটপতঙ্গ বিভাগের সহযোগিতায় ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি (এফএমপিএইচটি) বিভাগ ফসলের মাঠে ব্যবহার উপযোগী সৌরশক্তি চালিত একটি আলোকফাঁদ উদ্ভাবন করেছে। আলোকফাঁদটি ফসলের মাঠে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকামাকড় দমনের জন্য একটি কার্যকর প্রযুক্তি। কীটপতঙ্গ শনাক্তকরণ, পর্যবেক্ষণ ও দমনের জন্য এটি একটি সহজ ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি ব্যবহার করে দানাদার, ডাল, শিম, বেগুন, বরবটি, করলা ইত্যাদি সবজি এবং অন্যান্য শস্যের কীটপতঙ্গ দমন করা যায়। সৌরশক্তি ব্যবহার করে ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন করা যায় বিধায় এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি এবং ফসলের মাঠে কীটনাশকের ব্যবহার কমে যাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। কৃষক পর্যায়ে প্রযুক্তিটি পোকামাকড় দমনে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। প্রযুক্তিটি একটি সোলার প্যানেল (১৬.৮ ভোল্ট/২০ ওয়াট), একটি ব্যাটারি (ডিসি ১২.৮ ভোল্ট, ৭.৫ এম্পায়ার এবং পি০৪ টাই পলিথিয়াম আয়রন ফসফেট), একটি কন্ট্রোলার (ডিসি ১২ ভোল্ট), একটি বৈদ্যুতিক বাতি (ডিসি ১২ ভোল্ট, ৮ ওয়াট), একটি প্লাস্টিকের গামলা এবং একটি স্ট্যান্ডের সমন্বয়ে তৈরি।

আলোকফাঁদ তৈরি করতে প্রায় ২০৩ সেমি. দৈর্ঘ্য এবং ৫ সেমি. ব্যাসের একটি লোহার স্ট্যান্ডের (এমএস পাইপ) প্রয়োজন হয়, যার উপরে ৩৬ সেমি. প্রস্থ এবং ৪৮.৫০ সেমি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি এঙ্গেলবার দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজ আকৃতির একটি ফ্রেমে সোলার প্যানেল বসানো থাকে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে ফ্রেমটিকে স্ট্যান্ডের ওপরে ২৩.৫০ উত্তর-দক্ষিণ কোণে স্থাপন করা হয়। সোলার প্যানেলটিকে স্ট্যান্ডের সাথে শক্ত করে আটকে রাখতে ৪৩ সেমি. দৈর্ঘ্যের একটি এমএস ফ্ল্যাটবার দ্বারা অতিরিক্ত সাপোর্ট প্রদান করা হয়। এই সাপোর্ট স্ট্যান্ডের মাথায় এবং সোলার প্যানেলের নিচে একটি ডিসি বাল্ব থাকে। বাল্বটিকে বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য এমএস শিট দিয়ে ২৯ সেমি. ব্যাসের চাকতি আকৃতির ঢাকনা তৈরি করা হয় এবং এটিকে ঢাকনার মাঝ বরাবর হোল্ডারের সাথে আটকে রাখা হয়। প্যানেলের ব্যাটারি স্ট্যান্ডের সাথে এমনভাবে লাগানো থাকে যেন বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পায়। আলোকফাঁদে আকৃষ্ট পোকামাকড় মারা যাওয়ার জন্য বাত্মের নিচে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ৪৯.৫ সেমি. ব্যাসের একটি গোল চাকতির (এমএস ফ্ল্যাটবার) সাহায্যে প্লাস্টিকের গামলা বসানো হয়। পানি ভর্তি প্লাস্টিকের গামলা অতিরিক্ত পানির ভারে পড়ে না যায় সেজন্য ৪৪ সেমি. দৈর্ঘ্যের দুটি স্ট্যান্ডের সাহায্যে গোল চাকতিকে সাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়। লাইট জ্বালার পর পোকামাকড় আলোর আকর্ষণে লাইটের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে বাত্মের নিচে থাকা শ্যাম্পু/ডিটারজেন্ট মেশানো পানির গামলায় পড়ে মারা যায়। পোকামাকড় ফসলের ওপর ডিম পাড়ার কোন প্রকার সুযোগ পাওয়ার আগেই মারা যাওয়ায় ফসল আর পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। মারা পোকামাকড় যেন পানি ভর্তি গামলায় পড়ে গন্ধ ছড়াতে না পারে সে জন্য দু'দিন পর পর গামলার পানি পরিবর্তন করে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে কোন রকম জ্বালানির প্রয়োজন হয় না বলে এটি পরিবেশ বান্ধব।

সোলার প্যানেলের সেলগুলো সৌরশক্তি গ্রহণের মাধ্যমে ব্রি সোলার লাইট ট্র্যাপের কার্যক্রম শুরু হয়। প্যানেলের সেলগুলোর গৃহীত সৌরশক্তিকে একটি রেগুলেটরের সাহায্যে ডিসি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। রেগুলেটরটি একই সাথে ব্যাটারিকে অতিরিক্ত চার্জের মাধ্যমে নিশ্চিত ক্ষতি থেকেও রক্ষা করে। ডিসি বাল্ব সরাসরি ব্যাটারি থেকে শক্তি গ্রহণের মাধ্যমে চালিত হয়। যন্ত্রটির সুবিধা হলো, এটি মাঠে একবার স্থাপন করলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে (দিনে) নিভে এবং সূর্যের আলোর অনুপস্থিতিতে (রাতে) জ্বলে।

যে কোনো ধরনের আলোতেই পোকা আকৃষ্ট হয় কিন্তু আলোর তীব্রতা ও রঙের ওপর পোকাকার আকৃষ্টতা কম বেশি হয়। ব্রি এর এফএমপিএইচটি বিভাগের বিজ্ঞানীগণ দীর্ঘদিনের গবেষণায় বাত্মের তিনটি আলোর রঙের সর্বাধিক কার্যকারিতা পেয়েছেন, যেগুলো সাধারণ আলোর তুলনায় পোকামাকড় দমনে বেশি কার্যকর। বাত্মের আলোর রঙ তিনটি হলো- নীলাভ, হলদেটে বা পীতাভ এবং ফিকে সবুজ বা সবুজাভ। ব্রি সোলার লাইট ট্র্যাপে নীলাভ রঙের বাত্ম ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, নীলাভ রঙের বাত্মের আলোর দিকে পোকামাকড় আকর্ষিত হওয়ার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি; কারণ নীলাভ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি।

ব্রি সৌরশক্তিচালিত আলোকফাঁদের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই। সহজে এবং কম খরচে এটি তৈরি করা যায়। এ জন্য জ্বালানি খরচ লাগে না এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পোকা দমন করা যায়। দানাদার, ডাল, সবজি এবং অন্যান্য শস্যের পোকা দমনের জন্য আলোকফাঁদের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। ধানের মাজরা ও কাইচখোড়কালীন যাবতীয় ফড়িং, বাদামি গাছফড়িং, সবজির ফল ছিদ্রকারী পোকা, শোষক পোকা, চিবানো পোকা এগুলোর আক্রমণ দেখা মাত্র জমিতে আলোকফাঁদ বসাতে হবে। আলোকফাঁদ জমিতে বসানোর প্রথমদিকে পোকামাকড় মারা যাওয়ার পরিমাণ বেশি দেখা যাবে এবং সময়ের সাথে সাথে কমতে থাকে। প্রতি একর জমির জন্য পৃথক পৃথকভাবে একটি আলোকফাঁদ বসাতে হবে। পুকুরে মাছ চাষের সাথে আলোকফাঁদ ব্যবহার করা যাবে। আলোকফাঁদের সাহায্যে মারা যাওয়া পোকামাকড়গুলো মাছ সম্পূরক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।

আলোক ফাঁদ স্থাপন ও সংরক্ষণে করণীয়

- ♦ সোলার লাইট ট্র্যাপের নিচের অংশটিকে ভালোভাবে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। সম্ভব হলে সিমেন্ট ও বালু দিয়ে স্থায়ীভাবে উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থাপন করতে হবে।

- ♦ পোকাকার জন্য স্থাপিত বালতিটিকে নিচ থেকে ২/৩ অংশ ওপর বরাবর দুই থেকে তিনটি ছোট ছিদ্র করে দিতে হবে। অন্যথায় বর্ষাকালে পুরো গামলাটি পানিতে ভরে যায় এবং লাইট ট্র্যাপ বঁকা হয়ে পড়ে। এতে বাঘ ও ব্যাটারি নষ্ট হতে পারে।
- ♦ ফসলের মৌসুম শেষে লাইট ট্র্যাপটি ঘরে না রেখে মাঝে মধ্যে চার্জ দিলে ব্যাটারি সচল থাকবে অন্যথায় চার্জশূন্য হয়ে ব্যাটারি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাতে উদ্ভূত পোকামাকড় দমনে ব্রি সোলার লাইট ট্র্যাপ একটি কার্যকর প্রযুক্তি। ব্রি সোলার লাইট ট্র্যাপ সৌরশক্তি ব্যবহার করে ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন করে বিধায় ফসলের মাঠে কীটনাশকের ব্যবহার কমে যাবে। ফলে ফসলের মাঠে যেমন কীটনাশকের ব্যবহার কমেবে, তেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং পরিবেশ থাকবে নির্মল। বিষমুক্ত খাবার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিটি মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

ছাদ বাগান

ছাদ বাগানের প্রথম ধারণা এসেছিল আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে। মেসোপটেমিয়ার রাজা নেবুচাদনেজার তার স্ত্রীর জন্য ইউফ্রেটিস নদীর তীরে প্রথম ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করেন। বর্তমানে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বাড়ির ছাদে বাগান করা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ বাড়ির ছাদের দিকে তাকালেই বিভিন্ন ধরনের বাগান দেখা যায়। তবে এসব বাগানের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেয়া হলে বাড়ির ছাদে যেকোনো গাছ, এমনকি শাকসবজিও ফলানো সম্ভব। ছাদে সফলভাবে বাগান করতে হলে কোন গাছের জন্য কী ধরনের মাটি উপযোগী তা জেনে নিতে হবে, বেশি রোদ বা গরম সহ্য করতে পারে এমন গাছ বেছে নিতে হবে এবং বাগানে নিয়মিত পানি সেচ দেয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ছাদে বাগান করার প্রয়োজনীয় উপকরণ

মাটি বা সিমেন্টের টব, হাফ ড্রাম অথবা সুবিধামতো ছাদে স্থায়ী বেড তৈরি করে নিতে হবে। এছাড়া সিকেচার, কোদাল, কাঁচি, শাবল, ঝরনা, বালতি, চালনি, করাত, ছুরি, খুপরি, হ্যাড স্প্রে মেশিন এসব উপকরণ প্রয়োজন হবে। ফুল বা ফল চাষের জন্য লাগবে কলমের বা গ্রাফটিং চারা এবং বিভিন্ন প্রকারের ফুল, ফল ও শাকসবজি চারা বা বীজ। মাটির মধ্যে বেলে দো-আঁশ মাটি বা পাহাড়িয়া লালমাটি, কোকোডাস্ট (নারিকেলের ছোবরার গুড়া), গোবর, খেলসহ বিভিন্ন প্রকার জৈবসার এবং গাছের রোগবালাই দমনের জন্য বিভিন্ন কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক।

সার মাটি প্রস্তুতকরণ

সার-মাটি তৈরি করার জন্য প্রথমে দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ মাটি সংগ্রহ করে শোধন করতে হবে। শোধন করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি নিয়ে তার সাথে নির্ধারিত মাত্রার (প্রতি লিটার পানির সাথে ১০০ মিলিলিটার ফরমালডিহাইড) ফরমালডিহাইড মিশ্রিত পানি ছিটিয়ে পুরো মাটিকে মোটা পলিথিন দিয়ে ৩-৪ দিন ঢেকে রাখতে হবে। পরে পলিথিন উঠিয়ে সূর্যের আলোয় আরো ৩-৪ দিন পর্যন্ত খুলে রাখতে হবে। ফরমালিনের গন্ধ শেষ হয়ে গেলে এ মাটির সাথে সমপরিমাণ গোবর বা কম্পোস্ট সার এবং প্রয়োজনে পরিমাণ মতো রাসায়নিক সার মিশিয়ে তৈরি করতে হবে সার মাটি।

ছাদে বাগান তৈরি করার উপযোগী গাছগুলো

ছাদের বাগানে বিভিন্ন রকমের গাছ লাগানো যায়। ফুলের মধ্যে গোলাপ, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা, গাঁদা, বেলি, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা অন্যান্য মৌসুমি ফুল, অর্কিড, বনসাই ও ক্যাকটাস লাগানো যায়। ফল গাছের মধ্যে আশ্রুপালি, আতা, আঙুর, লতা বোম্বাই জাতের আম, পেয়ারা, কুল, আমড়া, সফেদা, লেবু, ডালিম, বাতাবিলেবু, করমচা, বিলিম্বি, জামরুল, ছোট জাতের কলা, ছোট জাতের আনারস, কমলা, কামরাঙা ইত্যাদি লাগানো যায়। তবে ফল গাছের ক্ষেত্রে বীজের গাছ না লাগিয়ে কলম করা গাছ লাগাতে হবে। সবজির মধ্যে রয়েছে বেগুন, টমেটো, শিম, মরিচ, লাউ, কুমড়া, টেঁড়স, পুঁইশাক, লালশাক, পটোল, শসা, বরবটি, করলা এসব। আজকাল বিদেশ থেকে উন্নতমানের কিছু চারা কলম দেশে আসছে। ছাদ বাগানের সাধ পূরণ করার জন্য এসব সংগ্রহ করে লাগাতে পারেন। বাহারি পাতার জামরুল, পেয়ারা, সফেদা গাছও বিভিন্ন নার্সারিতে পাওয়া যাচ্ছে। ছাদে এসব গাছ লাগানো হলে ছাদ বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

ছাদে বাগান করার বিভিন্ন পদ্ধতি

টব পদ্ধতি : ছাদে বাগান করার জন্য সব থেকে ভালো পদ্ধতি হচ্ছে টব পদ্ধতি। কেননা টবগুলোকে খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। বাজারে আজকাল প্লাস্টিকের বিভিন্ন ধরনের টব তৈরি করা হচ্ছে এবং এসব টবের ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। টবে চাষ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈবসার ব্যবহার করতে হয়। ১৪ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের একটি টবের জন্য জৈবসারের পাশাপাশি ১০০ গ্রামটিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার উত্তমরূপে মিশিয়ে ১০ দিন থেকে ১২ দিন রেখে দিতে হবে। তারপর টব ভরাট করতে হবে।

হাফড্রাম পদ্ধতি : ছাদে ফলজাতীয় গাছ রোপণ করতে হাফ ড্রাম পদ্ধতি সব থেকে ভালো। এক্ষেত্রে হাফড্রামের তলদেশে ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্রগুলোয় ইটের টুকরা বসাতে হবে; তার ওপরে ড্রামের তলদেশে প্রথম ১ ইঞ্চি পরিমাণ খোয়া বা সুড়কি দিয়ে এর ওপর এক ইঞ্চি পরিমাণ জৈবসার বা পচা গোবর দিতে হবে। এতে অতিরিক্ত পানি সহজেই বের হয়ে যেতে পারবে। জৈবসারের পাশাপাশি প্রতিটি ড্রামে ২০০ গ্রামটিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে। আম ও লেবুজাতীয় গাছের জন্য প্রতিটি ড্রামে উপরিউক্ত জৈব ও রাসায়নিক সারের পাশাপাশি ৫০০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্থায়ী বেড পদ্ধতি : ছাদে বাগান করার জন্য স্থায়ী বেড তৈরি একটি আধুনিক পদ্ধতি। স্থায়ী বেড পদ্ধতিতে ছাদে বাগান করার আগে ছাদ বিশেষভাবে ঢালাই দিয়ে নেট ফিনিশিং করে নিতে হবে। এর দু'টি পদ্ধতি আছে। যেমন- ছাদের চারদিকে স্থায়ী বেড পদ্ধতি : ছাদের চারদিকে ২ ফুট প্রস্থের দুই পাশে ১.৫ ফুট উঁচু দেয়াল ৩ ইঞ্চি গাঁথুনির নেট ফিনিশিং ঢালাই দিয়ে স্থায়ী বেড তৈরি করা হয়। এ বেডের তলায় প্রথমে এক ইঞ্চি ইটের সুড়কি বা

খোয়া, পরের এক ইঞ্চি গোবর সার দেয়ার পর বাকি অংশ ২ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ গোবরের মিশ্রণ দিয়ে ভরাট করে স্থায়ী বেড তৈরি করা হয়।

ট্যাংক পদ্ধতি : ছাদে এক ফুট উঁচু ৪টি পিলারের ওপর পানির ট্যাংক আকৃতির ৩ ফুট দৈর্ঘ্য, ২ ফুট প্রস্থ ও ১.৫ ফুট উঁচু ৩ ইঞ্চি গাঁথুনির নেট ফিনিশিং ঢালাই দিয়ে যে ট্যাংক তৈরি করা হয় একেই বলে ট্যাংক বেড পদ্ধতি।

ছাদে গাছ লাগানোর কৌশল

গাছের ধরন অনুযায়ী ড্রাম/টব নির্বাচন করে সার-মাটি দিয়ে গাছ লাগাতে হবে। শুকনো দুর্বা ঘাস বা শুকনা পাতা টবের মাটির মাঝামাঝি দিয়ে তার ওপরে মাটি দিয়ে চারা গাছ লাগানো ভালো। আদর্শ নার্সারি থেকে চারা, কলম, কাটিং, বীজ সংগ্রহ করে নিজেই টবে লাগালে খরচ কম হবে। খুব সাবধানতার সাথে টব/পট/ড্রামে চারা/কলম/বীজ লাগাতে হবে। ঠিক মাঝখানে পরিমাণ মতো মাটির নিচে রোপণ করতে হবে। চারা বা কলমের সাথে লাগানো মাটির বল যেন না ভাঙে সেদিকে নজর রাখতে হবে। চারা বা কলমের ক্ষেত্রে বীজতলা/নার্সারিতে যতটুকু নিচে বা মাটির সমানে ছিল ততটুকু সমানে ছাদে লাগাতে হবে। বীজতলার থেকে বেশি বা কম গভীরে লাগালে গাছের বাড়বাড়তিতে সমস্যা হয়।

সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ বা নিষ্কাশন ছাদ বাগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাটির আর্দ্রতা কমে গেলে অথবা অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্যও গাছ নেতিয়ে পড়ে মরে যেতে পারে। তাই অবশ্যই ছাদ বাগানে প্রতিনিয়ত সেচের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছাদ বাগানে সেচের জন্য বাঁঝরি দিয়ে সেচ দেয়া ভালো। তাছাড়া প্লাস্টিকের চিকন পাইপ দিয়েও পানি দেয়া যায়। তবে সকাল বেলা গাছে সেচ দেয়া উত্তম।

অন্যান্য পরিচর্যা

ছাদ বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সেজন্য পুরনো রোগাক্রান্ত, বয়স্ক ডালপালা, পাতা সাবধানতার সাথে কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে। এতে গাছপালা রোগমুক্ত থাকবে। ফুল এবং সবজিতে প্রয়োজনমতো সার প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ফলের ক্ষেত্রে বছরে অন্তত দুইবার বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে সাবধানে পরিমাণমতো সার দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটির আর্দ্রতা দেখে নিতে হবে। কেননা বেশি আর্দ্র বা কম আর্দ্র কোনো অবস্থায়ই সার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। গুটি সারও এ ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় গাছে পোকা বা রোগের আক্রমণ অহরহ ঘটে থাকে। সে ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত যদি একবার ছাদের বাগান পরিদর্শন করা যায় তাহলে বালাই আক্রমণ যেমন কম হবে তেমনি ফসলও পাওয়া যাবে অনেক। যদি হঠাৎ বেশি মাত্রায় গাছ আক্রান্ত হয়ে যায় তখন উপযুক্ত বালাইনাশক সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে। টবের গাছে প্রতি বছর ফল পেতে হলে গাছকে ছোট টব থেকে বড় টবে নিতে হবে। আর যদি টবের সাইজ ১৬ ইঞ্চি থেকে ২০ ইঞ্চি ব্যাস বা তার চেয়ে বড় কোনো টব বা হাফ ড্রাম হয় তবে টব পরিবর্তন না করে শুধু টবের আংশিক মাটি পরিবর্তন করলেই চলবে এবং এটি ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের মধ্যে করতে হবে। তাহলে উক্ত গাছ থেকে প্রতি বছর ফল পাওয়া যাবে। মাটির ধরন জেনে বাগান করলে ছাদে যেকোনো ধরনের গাছই জন্মানো সম্ভব। ছাদে বাগান করে ছাদের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে, তার সাথে জায়গাটুকু ব্যবহার করে পরিবারের ফুল, শাকসবজি ও ফলের চাহিদা যথাযথভাবে মেটানো যায়। পরিকল্পিতভাবে ছাদে

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার গড় পুষ্টি চাহিদা (দৈনিক মাথাপিছু)

পুষ্টি উপাদান	পুরুষ (মাঝারি শ্রম)	মহিলা		
		(মাঝারি শ্রম)	গর্ভবতী	দুগ্ধদানকারী
ক্যালরি (কিলোক্যালরি)	২৮০০	২২০০	+৩০০	+৫৫০-১০০০
আমিষ (গ্রাম)	৫৫	৫০	+১৫	+২০
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৪০০	৪০০	+৬০০	+৬০০
লৌহ (মিলিগ্রাম)	২৮	২৮	+৭	+৭
ভিটামিন-এ (রেটিনল) (মাইক্রোগ্রাম)	৬০০	৬০০	+০	+৩০০
ভিটামিন বি _১ (মিলিগ্রাম)	১.২	১.০	+০.২	+০.৩
ভিটামিন বি _২ (মিলিগ্রাম)	১.৬	১.৩	+০.২	+০.৩
ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)	৪০	৪০	+০	+৪০
নায়াসিন (মিলিগ্রাম)	১৮	১৪	+০২	+৪
ফলিক এসিড (মাইক্রোগ্রাম)	১০০	১০০	+৩০০	+৫০

পুরুষের ওজন-৬০ কেজি, মহিলার ওজন-৫০ কেজি হিসেবে ধরা হয়েছে

বাগান করে বাড়তি আয়ও করা যায়। আসুন আমরা সবাই এ সুযোগের আওতায় সর্বোচ্চ লাভ ঘরে তুলি, পরিবেশকে সুস্থ রাখি, দেশ ও দেশের কৃষিকে

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পুষ্টি উপাদান (খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
দানাদার শস্যজাতীয় খাদ্য														
চাল সিদ্ধ ঢেকি ছাঁটা	৩৪৮	১২.৬	৭.৬	২.৩	৭২.৪	৩.৮	১০	২.৮	১.৯০	০	০.৬৮	০.২৭	০.০৭	০
ভাত সিদ্ধ ঢেকি ছাঁটা	১১২	৭২.০	২.৪	০.৭	২৩.২	১.২	৬	১.০	০.৫৮	০	০.২২	০.০৪	০.০২	০
চাল সিদ্ধ কলে ছাঁটা	৩৪৯	১০.৯	৬.৯	০.৩	৭৭.৯	৩.৪	২	০.৭	১.৩৪	০	০.০৮	০.১১	০.০৬	০
চাল সিদ্ধ কলে ছাঁটা	৩৪৯	১০.৮	৭.০৮	০.৩	৭৭.৯	৩.৪	২	০.৭	১.৩৪	০	০.০৮	০.০৯	০.০৬	০
চিড়া	৩৫৬	৯.৯	৬.৫	১.১	৭৯.২	১.৩	২৫	৬.৮	১.৩৬	০	-	০.২১	০.০৫	০
খৈ	৩৮০	৩.৯	৭.১	০.১	৮৭.০	১.৪	১০	০.৭	০.৮৭	০	০.১০	০.২১	০.২৭	০
মুড়ি	৩৬১	৭.৩	৬.৭	০.১	৮২.৭	১.৪	৯	০.৭	০.৮৪	০	০.১০	০.২১	০.১২	০
সুজি, গম	৩৪৬	১২.৮	১০.৯	১.৪	৭০.৬	৩.৯	১৭	১.১	২.১৮	০	০.১	০.১৮	০.০৫	০
আটা লাল	৩৩৪	১২.৩	১১.৩	২.১	৬২.২	১০.৭	৫২	৪.৯	৩.০২	০	০.৭২	০.৪৯	০.১৭	০
আটা সাদা	৩৪৭	১২.২	১০.৬	১.৬	৭০.৩	৪.৪	১৩	৩.৮	১.৫৫	০	০.৪৩	০.১৩	০.০৫	০
ময়দা	৩৪৬	১২.৮	৯.৮	১.০	৭৩.১	২.৭	১৩	২.৭	১.৫৫	০	০.০৬	০.১২	০.০৭	০
ডালজাতীয় খাদ্য														
ছোলার ডাল ভাঙগা	৩৭৫	১০.৫	২০.২	৬.০	৫৯.২	১.২	৫৬	৮.৮	৩.৩৪	৩	২.৮৮	০.৪৮	০.২৭	টি আর
মাসকলাই ডাল ভাঙগা	৩৫০	১০.৫	২২.৬	১.২	৬১.৮	০.৯	৫৩	৩.৩	২.৪৫	৫	১.৯	০.৪২	০.১৮	টি আর
মুগ ডাল ভাঙগা	৩৫১	৯.৮	২৩.৭	১.২	৬০.৯	০.৭	৬৯	৭.২	২.৭৩	৩	১.৯	০.৩৬	০.১৪	টি আর
খেসারি ডাল ভাঙগা	৩৫২	৯.৪	২৮.৪	০.৯	৫৬.৫	২.২	৬১	৫.৩	৩.৩৮	৫	০.৫	০.৩৭	০.২১	টি আর
মসুর ডাল	৩১৭	১২.২	২৭.৭	০.৮	৪৩.২	১৩.২	২৩	৫.১	৩.৮৯	৩	০.৩৭	০.৭৭	০.১৩	০
মটর	৩২৭	১১.৭	২২.১	২.১	৪৮.৩	১৩.০	৭৫	৪.৮	৩.৪৯	৩	১.০৪	০.৪৭	০.১৩	টি আর
মসলাজাতীয় খাদ্য														
তেজপাতা	৩৫৩	৫.৪	৭.৬	৮.৪	৪৮.৭	২৬.৩	৮৩৪	৪৩.০	৩.৭০	৩০৯	-	০	০	৪৬.৫
এলাচ	২৬১	২০.০	১০.২	২.২	৩৭.৮	২৪.৪	১৩০	৪.৬	২.৮১	০	-	০.২২	০.১৭	০
সুকনা মরিচ	৩১৩	১০.০	১৫.৯	৬.২	৩৫.২	২৬.৬	১৬০	২.৩	২.৪৮	৭৪৭	১৯.৭১	০.৯৩	০.৪৩	৪৭.৪
দারচিনি গুঁড়া	২৪৩	১০.৬	৪.০	১.২	২৭.৫	৫৩.১	১০০০	৮.৩	১.৮৩	১৫	২.৩২	০.০২	০.০৪	৩.৮
ধনিয়া	৩৩৬	১১.২	১৪.১	১৬.১	১৩.৪	৪০.৮	৬৩০	১৭.৯	৪.৫৮	০	-	০.২২	০.৩৫	০
আদা	৭২	৮১.১	১.৯	০.৮	১৩.৩	২.০	১৭	১.১	০.৩৬	০	০.২৬	০.০৩	০.০৩	৫
হলুদ	৩৩৫	১১.৫	৬.৯	৮.৪	৪৭.৩	২১.১	১৬৮	৩৩.২	৩.৭৮	১	৩.১	০.০৯	০.১৭	০
সবজিজাতীয় খাদ্য														
ডাঁটা	২১	৯২.৩	০.৯	০.১	৩.৭	১.২	১১৪	১.৮	০.৫২	২৬	-	০.০১	০.১৮	৩৫.৮
শিম	৫৪	৮৫.০	৩.৯	০.১	৮.৩	২.০	৪৪	১.১	০.৪৮	৩২	০.০৬	০.০৫	০.০১	৮.৭
বেগুন কালো লম্বা	২৪	৯১.৪	১.৯	০.১	২.০	৪.১	২১	০.৪	০.৫৭	৪	০.১০	০.০৩	০.০৭	১.৩
বাঁধাকপি	২৪	৯২.৭	১.৫	০.৩	২.৬	২.৫	৩০	০.৫	০.৪০	৫	০.২০	০.০১	০.০৫	১৬.১
গাজর	৩৪	৮৯.৭	০.৯	০.৩	৬.০	২.৬	২৬	০.৪	০.০৭	৩২৯	০.৫৫	০.০৪	০.০৯	১.৪
ফুলকপি	২৭	৯১.৮	২.৬	০.৩	২.৫	২.০	৩৩	০.৮	০.৪১	১	০.২২	০.০৩	০.০৩	৭২.৭
কাঁচামরিচ	৪৫	৮৫.৮	২.৮	০.১	৫.৯	৪.৭	২২	১.৬	১.৯৭	১০	০.২৯	০.০৩	০.০৫	১০২.৩
শসা	১৭	৯৫.১	০.৮	০.১	২.৯	০.৭	১৩	০.৬	০.১৭	৪	০.০৭	০.১৬	০.০২	৭.২

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
রসুন	১৪৭	৬১৬	৬.৯	০.৬	২৭.৬	২.১	২৫	১.৬	১.০৮	০	০.০৮	০.১৩	০.১২	২৪.১
চাল কুমড়া	১০	৯৬.৫	০.৪	০.১	১.০	১.৭	৩০	০.৮	০.১০	০	-	০.০৬	০.০১	৩১.০
করলা	৩১	৯০.৪	২.১	০.৩	৩.৬	২.৬	১৬	১.৮	০.৩৫	২৪	-	০.০৫	০.০৩	৯০.৬
লাউ	৩৪	৯০.৮	১.১	০.১	৬.৮	০.৬	২৬	০.৭	০.৫৮	১	-	০.১	০.০২	৮.৭
পটোল	২৪	৯২.৬	২.০	০.৩	২.২	২.২	১৬	১.৭	০.৪০	৫	-	০.১৭	০.০৩	১৯.৪
চিচিঙ্গা	২৪	৯৩.৪	০.৫	০.৩	৪.৫	০.৮	৩১	০.৪	০.৩২	-	-	০.০৪	০.০৬	১৮.৮
টেঁড়ুস	৩৯	৮৭.৭	২.১	০.২	৫.৭	৩.১	৯৩	০.৯	০.৩৪	১৯	০.২৭	০.০৪	০.১৬	১৭.৫
পিয়াজ	৫৯	৮৩.৭	১.৪	০.১	১২.২	১.৯	২৪	০.৯	০.৪১	২	০.০২	০.০৫	০.১৪	৪.৫
কাঁচা পেঁপে	৩০	৯০.৬	০.৮	০.১	৫.৭	১.৫	১৫	০.৬	০.২২	১	-	০.০৩	০.০২	১৮.৬
কাঁচা কলা	৭৭	৭৮.৯	২.০	০.৩	১৫.৫	২.৩	২২	০.৬	০.১৪	৫৬	০.১৪	০.৯	০.০৬	৭.৩
মিষ্টিকুমড়া	১৮	৯৩.৯	১.৪	০.৩	১.৩	২.৪	৫২	০.৭	০.১১	৩৬৯	১.০৬	০.০৭	০.০৬	২১.১
কাঁচা টমেটো	২৩	৯৩.৩	১.৯	০.২	২.৫	১.৭	১৬	০.৩	০.১৯	-	০.৩৮	০.০৭	০.০১	৩০.৬
পাকা টমেটো	১৬	৯৫.০	১.১	০.২	১.৪	১.৭	১৩	০.২	০.৪১	৯	০.৫৪	০.০৪	০.০৪	১২.৩
কচুর মুখী	১০৩	৭১.১	২.২	০.২	২১.০	৪.১	৩৫	০.৭	০.২৩	৪	২.৩৮	০.১২	০.০৩	৬.১
গোলআলু (খোসা ছাড়ানো)	৬৬	৮১.৭	১.২	০.২	১৪.০	২.১	১১	০.৫	০.৭৯	২	০.০২	০.০৮	০.০৯	১৯.১
মিষ্টিআলু (কমলা সুন্দরি)	৯৭	৭৩.৭	০.৯	০.৩	২১.১	৩.০	৩০	০.৬	০.৩০	৭১৯	০.২৬	০.০৮	০.০৬	২৩.০
মিষ্টিআলু (হলুদী)	১০৫	৭১.৭	০.৯	০.৩	২৩.১	৩.০	২৫	১.০	০.১৪	৩	০.২৬	০.০৬	০.০২	২০.৪
মিষ্টিআলু (সাদা)	৯৮	৭৩.৫	০.৬	০.৩	২১.৮	৩.০	২৫	১.৫	০.৩৮	১	০.২৬	০.০৮	০.০৬	২০.৩
বাদাম, বীজজাতীয় খাদ্য														
হিজলী বাদাম	৫৯৫	৫.৯	১৮.০	৪৬.৯	২৩.৫	৩.৩	৫০	৫	৫.৭৮	১	০.৮৫	০.৬৩	০.১৯	০
নারিকেল (শুকনা)	৬৫২	৪.৩	৫.৬	৬২.২	৮.৫	১৭.৮	৩২	৪.৭	০.৯০	০	১.২৬	০.০৬	০.০২	০
নারিকেল	৩৮৯	৪২.৯	৩.৩	৩৬.৭	৬.৯	৯.২	১৬	২.২	০.৭৪	০	০.৭৩	০.০৫	০.০৪	৩.৩
চীনাবাদাম	৫৮৫	৫.৩	২২.৫	৪৬.৬	১৪.৮	৮.৫	৭৬	২.৯	৩.৩৯	০	১০.০৯	০.৭৭	০.১২	০
কাঁঠালের বিচি	১৫১	৬০.১	৫.৬	০.৪	৩০.৪	১.৫	৪০	১.৫	-	০	-	০.২১	০.১১	৮.৬
সরিষা	৫০১	৮.৫	২২.০	৩৫.০	১৮.৫	১১.৮	২৫৭	৮.৯	৫.৮৭	১	৫.০৭	০.৬৫	০.২৬	০
পেস্তা	৫৭৪	৪.৫	১৯.২	৪৪.৯	১৮.২	১০.৩	১১৭	৫.৩	২.২	১৬	২.৩	০.৮০	০.২০	৫.৩
তিল	৫৬৩	৫.৩	১৭.৭	৪৫.৮	১৪.৩	১১.৭	৯৬৯	১০.৫	৭.৭০	০	২.০০	০.৭৯	০.৩৪	০
শাকজাতীয় খাদ্য														
লালশাক	৩২	৮৮.৮	৪.৫	০.৩	০.৫	৪.২	২৫৬	৬.০	০.৯৬	৭৯৩	-	০.০৩	০.১৩	৪২.০
উঁটাশাক	২৫	৯১.০	২.০	০.৩	১.৫	৪.৪	১৭১	৮.৪	০.৯৮	৭৪৩	-	০.০৩	০.১৮	৩৭.১
লাউশাক	২৬	৯০.২	২.৫	০.৬	০.৬	৪.৪	৯৪	৩.১	০.৪৯	১৯৮	-	০.০৭	০.১৭	৪৭.৭
কালো কচুশাক	৬২	৮১.৮	৫.৬	১.২	৫.৩	৩.৭	৩৯২	২.১	০.৯৮	৬৯৯	৩.৩৬	০.০৬	০.৪৫	৬৩
সবুজ কচুশাক	৫১	৮৪.৭	৪.০	১.১	৪.৪	৩.৭	২৩৫	৪.৯	০.৬৮	৫৯৬	২.০২	০.২২	০.২৬	৪৮.১
পুঁইশাক	২৫	৯১.৮	২.৪	০.৩	২.১	২.২	১১১	২.২	০.৩৫	১৭০	-	০.০২	০.৩৬	৫১.৮
পাটশাক	৩২	৮৭.৬	২.৯	০.৩	১.৭	৫.৮	১২০	৯.৭	১.৪৭	৩০৫	-	০.১	০.৫৫	৫৪.৪
মুলাশাক	৩২	৯০.৭	১.৮	০.৭	৩.৪	২.৬	১৪৭	২.৮	০.৪৮	১৫৬	-	০.০৮	০.০৯	৬৮.৯
পালংশাক	২৬	৯০.৮	৩.০	০.৫	০.৯	২.৯	৯০	২.২	০.৯০	৪০৯	২.০৩	০.০৩	০.০৯	২১.২
কলমিশাক	৪৩	৮৭.১	১.৯	০.৪	৬.০	৩.৭	১০৭	২.২	০.৫১	১৯৯	-	০.১৪	০.৪	৩০.৪
হেলেঞ্চাশাক	৪৯	৮৭.৪	২.০	০.৫	৮.৮	০.৫	৩১	১.৯	০.৫২	৫৩০	১.৪৬	০.০৪	০.১৬	৪৩.০

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
ফলজাতীয় খাদ্য														
আপেল খোসাসহ	৬২	৮৩.৩	০.৩	০.২	১৩.৫	২.৪	৬	০.১	০.০৪	৩	০.১৮	০.০৯	০.০৩	৪.০
নাশপাতি	৬২	৮৩.০	০.৬	০.৩	১২.৩	৩.৬	৬	০.৫	০.০৮	০	০.১২	০.০৩	০.০৩	৩.৮
সাগর কলা (পাকা)	৯৫	৭৫.২	১.৩	০.৮	১৯.২	২.৬	১১	০.৩	০.২৪	২	০.৭৫	০.০৫	০.০৮	১.০
কামরাঙা	৪১	৮৮.৭	০.৫	০.৭	৬.৭	২.৮	১০	০.৮	০.৩৮	৭	০.১৫	০.১২	০.০৪	৪৯.৪
কদবেল	৬৪	৮০.৯	৩.১	০.৪	১০.৩	৩.৫	৭৪	০.৭	০.৩৭	-	-	০.৮০	০.০৩	১২.৮
আমলকী	৪৪	৮৬.৭	০.৮	০.১	৮.৩	৩.৪	৩২	০.৯	০.৩০	১	-	০.০২	০.০৮	৪৫৩.৪
আঙ্গুর (হালকা সবুজ)	৯৪	৭৫.৩	০.৫	০.৬	২০.২	২.৯	২২	০.৫	০.০৭	৩	০.৪০	০.১০	০.০৬	২৯.০
পেয়ারা(বিভিন্ন প্রকার কাঁচা)	৬৩	৮১.৪	১.০	০.৫	১০.৯	৫.৪	১৭	০.৭	০.৩১	৩৩	০.৭৩	০.২১	০.০৯	২২৮.৩
আমড়া	৫১	৮৬.৭	১.১	০.৮	৮.৯	১.৬	৫৭	২.৮	০.১৭	-	-	০.২৮	০.০৪	৭৭.০
কাঁঠাল (পাকা)	৭৪	৭৭.০	১.২	০.২	১৩.৩	৭.২	১৩	০.৩	০.৫৯	২	০.১১	০.১১	০.০৫	৩.৪
কালোজাম	৩৯	৮৮.২	০.৯	০.৫	৬.১	৩.৫	২৩	০.৮	০.২১	৯৩	-	০.০৯	০.০২	৭৪.১
বড়ই	৬০	৮৪.৩	১.৯	০.২	১২.৬	-	১৪	০.৮	০.৩২	২	-	০.০২	০.০৬	৬৬.১
লেবু কাগজি	৫৬	৮৬.০	০.৮	১.০	১০.২	১.৩	৬৫	০.৩	০.০৭	৪	০.৮০	০.০২	০.০৩	৪৫.৯
লিচু	৬২	৮১.৮	১.৪	০.৫	১০.২	৫.৫	১১	০.৫	০.২৭	০	-	০.০২	০.০৬	১১.০
ফজলি আম (পাকা)	৭০	৮১.৭	০.৯	০.৫	১৪.৭	১.৬	১৪	০.৫	০.৮৭	২৯২	১.১২	০.০৩	০.০৪	৩৪.৭
ল্যাংড়া আম (পাকা)	৮২	৭৮.৪	০.৮	০.৪	১৮.০	১.৬	১৩	০.২	০.৬০	২৫	০.৯২	০.০৯	০.১০	১০৩.০
বাঙি (পাকা)	১৬	৯৫.৫	০.৩	০.২	২.৮	০.৮	২১	টি আর	০.০৬	৪	০.০৭	০.১১	০.০৮	২৬.০
কমলা	৪৪	৮৭.৭	০.৭	০.২	৮.৭	২.৪	২৩	০.২	০.০৭	১৯	০.২৪	০.০৪	০.০১	৫৪.০
পাকা তাল	৭৮	৭৯.৭	০.৫	০.৪	১৭.৮	০.৭	১৬	১.৭	০.২৭	২০৮	-	০.০৪	০.০২	৩৫.১
পেঁপে পাকা	৩৩	৯০.৫	০.৬	০.১	৬.৫	১.৭	২৯	০.৩	০.১৭	৬০	০.৩	০.০৮	০.০৩	৬১.৮
আনারস জলভূগী (পাকা)	৪৩	৮৮.৭	০.৮	০.৪	৮.৩	১.৪	২০	১.৬	০.৬০	-	০.১	০.১১	০.০৪	২০.৯
আনারস (পাকা)	৪৭	৮৭.২	১.০	০.১	৯.৭	১.৪	১৮	০.৭	০.২২	৫	০.১	০.২০	০.১২	৩৩.৯
জামবুরা	৩৮	৮৯.৯	০.৪	০.৩	৭.৭	১.০	৩৬	০.২	০.০৬	৩	০.২৪	০.০৬	০.০৪	১২১.৭
মিষ্টি তেঁতুল (পাকা)	২৭০	২৭.৯	৩.২	০.৪	৬০.৮	৫.১	১২৭	৪.০	০.১১	১	০.০৯	০.৩৫	০.১২	১১.২
তরমুজ (লাল পাকা)	২২	৯৪.২	০.৫	০.২	৪.৪	০.৪	১২	০.৪	০.১৫	২৯	০.০৫	০.০২	০.০৪	২৩.৯
বেল পাকা	১১১	৬৮.৫	২.৯	০.৩	২০.৯	৭.০	৪১	০.৪	০.২৬	-	-	০.০৩	০.০২	১১.৩
মাছজাতীয় খাদ্য														
ফেশা	১০৫	৭৪.৮	১৭.৭	৩.৮	০	০	৪৫২	১.৮	৩.২০	১২	০.৪৪	০.০৫	০.২৪	টি আর
সরপুটি	১৭৫	৭০.৬	১৭.৪	১১.৭	০	০	২২৭	০.৬	০.৭৪	-	-	০.০২	০.০৭	টি আর
বোয়াল (কাঁটা ছাড়া)	৮০	৮০.৮	১৫.৪	২.১	০	০	৮৩	০.৮	০.২৭	১	-	০.০৬	০.০৭	টি আর
কাতলা	১০৩	৭৬.৭	১৯.৯	২.৬	০	০	৫৩০	০.৬	০.৪৮	৩	-	০.০৮	০.০৯	টি আর
কই (দেশি)	১৩০	৭৩.০	১৭.৫	৬.৬	০	০	৪১০	১.২	১.১৩	২১৫	-	০.০৩	০.১৮	টি আর
কই (থাই)	১৩৯	৭৩.০	১৭.৫	৭.৭	০	০	৬৪	১.২	১.১৩	২১৫	-	০.০৩	০.১৮	টি আর
টেংরা (বিভিন্ন প্রজাতি)	১১৪	৭৩.৬	১৮.২	৪.৬	০	০	৬২৭	২.৮	০.৭৭	৪৩	-	০.০১	০.০৪	টি আর
কাঁচকি (বিভিন্ন প্রজাতি)	৯৩	৮০.৪	১৬.১	৩.২	০	০	৪৮৯	২.৪	৩.১০	৩৮	০.৭৭	০.০৩	০.০৫	টি আর
গুলশা	৮৬	৭৮.৬	১৫.৪	২.৭	০	০	৩০০	১.৩	০.৮৮	-	-	০.০১	০.০৩	টি আর
ইলিশ (কাঁটা ছাড়া)	২২৩	৬২.৭	১৮.০	১৬.৮	০	০	৮৬	১.৩	০.৫৪	-	-	০.১২	০.১৪	টি আর
আইড়ু (কাঁটা ছাড়া)	৮৯	৭৮.১	১৭.০	২.৩	০	০	১১	০.৯	০.২৩	-	-	০.০৭	০.০৮	টি আর

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
মলা	১০৮	৭৭.৫	১৭.১	৪.৪	০	০	৭৬৭	৩.৮	৩.১৯	২৬৮০	-	-	-	টি আর
পাংগাস (কাঁটা ছাড়া)	১৬২	৭০.৮	১৫.৯	১১.০	০	০	১৪	০.১	১.৮৫	৫	-	০.১৫	০.০৬	টি আর
চিংড়ি (গল্‌দা)	১০২	৭৪.৮	২০.৯	২.০	০	০	১৮	০.৭	১.২৫	২	-	-	-	টি আর
চিংড়ি	৭৫	৭৯.৯	১৭.৬	০.৬	০	০	১৫	০.৫	১.০০	১	-	-	-	টি আর
রুই (নদীর)	৯০	৭৬.৭	১৬.৬	২.৭	০	০	৬৫০	১.০	১.১৩	-	-	০.০৫	০.০৭	টি আর
রুই (কাঁটা ছাড়া)	১০৫	৭৬.৩	২০.৬	২.৬	০	০	৩০	০.৪	১.১৩	৪	-	০.৬১	০.১০	টি আর
শিং মাছ (কাঁটা ছাড়া)	১০১	৭৬.৭	১৭.২	৩.৫	০	০	৩১৯	২.১	০.৫৫	১৬	-	০.০৮	০.০৯	টি আর
শোল (কাঁটা ছাড়া)	১০১	৭৮.৪	১৭.৭	৩.৩	০	০	১০৪	১.০	০.৩১	-	-	০.০৪	০.০৫	টি আর
তেলাপিয়া (কাঁটা ছাড়া)	১১০	৭৬.২	২০.৮	৩.০	০	০	১৯	০.৫	১.৪০	২	০.৭১	০.৯৭	০.০৯	টি আর
মাগুর (কাঁটা ছাড়া)	১০৩	৭৭.৬	১৫.৬	৪.৬	০	০	২৭	০.৮	০.৫৩	১৫	-	০.০৩	০.০৬	টি আর
মাংসজাতীয় খাদ্য														
গরুর কলিজা	১৩০	৭০.৮	২০.৪	৩.৬	৩.৯	০	৪	৩.৫	৩.৭১	৪৯৬৮	০.৩৮	০.১৯	২.৭৬	১.৩
গরুর মাংস (হাড় ছাড়া)	২০৭	৬৫.৪	১৯.৭	১৪.২	০	০	৫	২.২	৪.৬	১৫	০.৩৫	০.০৫	০.২	০
মহিষের মাংস	৯৫	৭৮.৭	১৯.৪	১.৯	০	০	১২	১.৬	১.৯৩	০	০.০৫	০.০৪	০.২	০
মুরগির বুকের মাংস	১০৬	৭২.৯	২২.৩	১.৮	০	০	১৫	০.৫	১.৭০	২৫	০.১২	০.১২	০.০৭	০
মুরগির রানের মাংস	১২৮	৭১.৯	১৯.২	৫.৭	০	০	১৮	১.০	২.০৯	২৩	০.২৪	০.০৯	০.১২	০
হাঁসের মাংস	১৩০	৭২.৩	২১.৬	৪.৮	০	০	৪	২.৪	১.৯০	২৪	০.০২	০.৩৬	০.৪৫	০
খাসির মাংস	১১৮	৭৪.২	২১.৪	৩.৬	০	০	১২	২.৮	৪.০০	০	০.১৮	০.১১	০.৪৯	০
কবুতরের মাংস	১৩৭	৭০.৪	২৩.৩	৪.৯	০	০	১২	২.৫	২.৯৪	১৮	-	০.২৬	০.২৬	৫.৬
ডিমজাতীয় খাদ্য														
মুরগির ডিম (ফার্ম)	১৩৯	৭২.৩	১৪.৫	৯.০	টি আর	০	২৯	১.৫	২.৩৬	১৬৫	০.৮৩	০.১৮	০.৪০	০
মুরগির ডিম দেশি	১৫৮	৭৬.১	১৩.৩	১১.৬	টি আর	০	৬০	১.৭	২.০৩	২১৩	১.২	০.১৮	০.৪০	০
মুরগির ডিমের কুসুম দেশি	৩২৫	৫১.৯	১৬.০	২৭.৮	২.৬	০	১২০	৪.৮	৩.৩৩	৪৯৬	৪.১৬	০.২৩	০.৪৯	০
হাঁসের ডিম	১৮৮	৬৯.৭	১৩.৫	১৪.৩	১.৪	০	৬৫	২.৪	১.৪১	৩৬২	১.৩৯	০.১২	০.২৬	০
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য														
ঘোল	৩৩	৯২.২	৩.৪	০.৭	৩.১	০	১০৩	০	০.৪১	৮	০.০১	০.০৪	০.১৭	০.৭
পনির	৩৪৬	৪০.৩	২৪.৬	২৫.১	৫.৪	০	৭৯০	০.৩	৩.৫৫	২০৫	০.৪৯	০.০২	০.৪৭	টি আর
দৈ-মিষ্টি	৯৪	৮০.৬	৩.২	৪.০	১১.৪	০	১০৩	০.১	০.৪৫	৩২	০.০৮	০.০৫	০.১৬	১.০
মহিষের দুধ	১০১	৮৩.৩	৩.৮	৭.৫	৪.৭	০	২০৬	০.২	০.২২	৪৭	-	০.০৫	০.২২	১.৭
গুঁড়া দুধ (গরু) ননীসহ	৪৯৭	৩.২	২৬.৬	২৬.৭	৩৭.৫	০	৯৫৯	০.৭	৩.৭১	২৩৮	০.৫৯	০.৩১	১.৩৭	১০.৭
গুঁড়া দুধ (গরু) ননী ছাড়া	৩৫৮	৩.৮	৩৭.৬	১.০	৪৯.৮	০	১৩৭০	১.১	৪.৭	০	০.১	০.৪৫	১.৬৪	৫.০
তরল দুধ (গরু) ননী ছাড়া	৩০	৯২.১	৩.১	০.১	৪.১	০	১০৩	০.১	০.৪৫	০	০.০১	০.০৬	০.২৮	১.০
তরল দুধ (গরু) ননীসহ	৬৩	৮৮.৩	৩.১	৩.৭	৪.৩	০	১০৩	০.১	০.৪৫	৩২	০.০৮	০.০৬	০.২৮	২.০
ছাগলের দুধ	৬৮	৮৭.২	৩.৫	৪.১	৪.৩	০	১৫২	০.২	০.৩	৩২	০.০৩	০.০৫	০.০৯	১.২
শালদুধ (কলস্ট্রাম)	৫৮	৮৮.২	২.০	২.৬	৬.৬	০	২৮	০.১	০.৬০	১৬৬	১.৩০	টি আর	০.০৩	৭.০
বুকের দুধ (মায়ের)	৬৯	৮৭.৪	১.২	৪.০	৭.২	০	৩২	০.১	০.২৬	৫৬	০.৩৪	০.০২	০.০৩	৪.৩

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
চর্বি ও তেলজাতীয় খাদ্য														
মাখন নোনতা	৭৩৩	১৫.৯	০.৯	৮১	০.২	০	২৪	০	০.০৯	৬৩৩	১.৮৫	০.০১	০.০৩	০
কডলিভার তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	১	০.১	০.০৬	২৫০০	৩০	০	০	০
ঘি-গরুর দুধের	৮৯৮	০.১	০	৯৯.৮	০	০	১	০.২	০.০১	৬৪২	৩.৩১	০	টি আর	০
মেয়োনিজ নোনতা	৭৩২	১৬.৪	১.৫	৮০.৬	০	০	৮	০.৩	০.২৫	৭৩	১৬.৮৭	০.০১	০.০৫	০
সরিষার তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	০	০	০	০	-	০	০	০
পাম তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	০	০	০	০	৩৩.১২	০	০	০
সয়াবিন তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	০	০.১	০.০১	০	১৬.০৬	০	০	০
পানীয় জাতীয় খাদ্য														
ডাবের পানি	২০	৯৪.৫	০.৬	০.৩	৩.২	১.১	২০	০.২	০.১০	০	০	০.০৬	০.০৩	৩.৩
কফি দুধ ও চিনিসহ	৩৮	৯১.৩	০.৯	০.৮	৬.৮	০	৩৩	০.২	০.১২	৭	০.০২	০.০১	০.০৪	০.৩
কফি, পাউডার	৩৫৫	৩.১	১২.২	০.৫	৭৫.৪	০	১৪১	৪.৪	০.৩৫	০	০	০.০১	০.০৭	০
কোমল পানীয়	৪১	৮৯.৬	০	০	১০.৩	০	৬	০.৩	০.০২	০	০	০	০	০
সয়াবিন দুধ চিনি ছাড়া	৫৪	৮৭.৮	২.৮	২.৪	৪.৯	০.৫	১৩	০.৪৩	০.৩	০	০.০৬	০.০৬	০.০৫	০
আখের রস	৩৩	৯১.৭	০.৭	০	৭.৫	০	৮	১.১	০.০১	০	০	০.০৪	টি আর	টি আর
চা দুধ মিশ্রিত চিনিসহ	৪১	৯০.৪	০.৭৩	০.৮	৭.৬	০.২	২৮	০.৪	০.১১	৬	-	০.০১	০.০৪	০.৩
লিকার চা চিনিসহ	২৯	৯২.৪	০.২১	০.০	৭.১	০.১	৫	০.১	০.০৩	০	-	০.০০	০.০১	০
খাবার পানি	০	১০০	০	০	০	০	৩	০.১	০.০০২	০	০	০	০	০
অন্যান্য খাদ্য														
বেকিং পাউডার	১৭২	৬.৩	৫.২	০	৩৭.৮	০	১১৩০০	টি আর	টি আর	০	০	০	০	০
পান পাতা	৪২	৮৫.৪	৩.১	০.৪	৪.১	৪.৭	২৩০	৭.০	১.০০	-	-	০.০৭	০.০৩	৫.০
মধু	৩২৬	১৮.২	০.৩	০	৮১.১	০.২	৫	০.৫	০.৪৯	০	০	০	০.০৬	১.৪
লবণ	০	টি আর	০	০	০	০	টি আর	টি আর	টি আর	০	০	০	০	০
চিনি সাদা	৩৯৮	০.৪	০	০	৯৯.৫	০	১২	০.২	০.১০	০	০	০	০	০
সবুজাটা শাক সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৩০	৮৯.৩	২.৩	০.৩	১.৭	৫.১	৮৩	২.১	০.৮৭	০	০.৯৩	০.০৫	০.০৩	০
লালশাক সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৩৭	৮৬.৮	৫.৩	০.৪	০.৬	৫.০	২৬	১.০	০.৭৩	০	০.৫	০.১৫	০.০৫	০
হারিকাবাব গরমুর	২৩৩	৬০.৪	১২.৭	১৬.৯	৬.৬	১.৮	১১৯	২.২	০.৬৮	০	০.২৪	০.২১	০.৩৪	০
ছোলা সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১৮২	৫২.৫	১০.৬	৩.১	২৩.৩	৯.১	১৩	১.১	০.৬৯	২৪	০.১৩	০.০৮	০.০২	০.২
মিষ্টি বিস্কুট	৩৪৪	২৪.৩	৫.৮	১০.০	৫৬.৭	২.৪	৬	০.৪	০.৩৪	০	০.১০	০.০১	০.০১	০.১
বনরুটি-বান/রোল	২৭০	৩৩.০	৮.৮	২.৮	৫০.৯	২.৮	৭	০.৪	০.৫৮	০	০.২২	০.০৪	০.০২	০
পাউ রুটি	২৭২	৩০.৪	৮	১.৪	৫৫.৬	২.৫	৬	০.৪	০.৩৩	০	০.০৪	০.০১	০.০১	০
বেগুন সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২৬	৯০.৬	২.১	০.১	২.১	৪.৪	৫	০.৪	০.৩৩	০	০.০৩	০.০১	০.০০৫	০
বাঁধাকপি সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২৭	৯১.৭	১.৭	০.৪	২.৯	২.৮	১১	২.৭	১.১০	০	০.৩০	০.০৭	০.০৪	০
গাজর সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৪৩	৮৭.৩	১.১	০.৩	৭.৩	৩.১	১১	০.৯	০.৫৭	০	০.০৫	০.০৪	০.০২	০
ফুলকপি সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২৮	৯১.৪	২.৭	০.৩	২.৭	২.১	৯৪	৪.০	১.২৬	২	১.৩৫	০.১০	০.১০	০
কচুরমুখী সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১১৫	৬৭.৫	২.৫	০.২	২৩.৬	৪.৬	১২	২.২	১.৭২	১	০.১৬	০.২৪	০.০৫	০
দুধকচু সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১১৩	৬৮.৫	২.৪	০.২	২৩.১	৪.৬	৩৭	২.৩	১.৬৪	২	০.৪৯	০.১৬	০.০৫	০
বরবটি সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৪০	৮৬.৫	৩.১	০.৪	৩.০	৬.৩	২৪	০.৪	০.৫২	৪	০.১১	০.০২	০.০৬	১.০

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	লৌহ (মিঃ গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মাঃ গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মিঃ গ্রাম)	থায়ামিন (মিঃ গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মিঃ গ্রাম)
দেশি মুরগির ডিম সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১৭৯	৭২.৯	১৫.১	১৩.২	০.০	০	৩৫	০.৫	০.৩৪	৫	০.২৩	০.০৪	০.০৪	৭.৩
হাসের ডিম সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২১৪	৬৫.৬	১৫.৩	১৬.২	১.৬	০	৩৪	০.৫	০.০৭	৩৬৪	০.৬৮	০.০৪	০.০৭	০.৭
ফার্মের মুরগির ডিম সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১৫৮	৬৮.৫	১৬.৫	১০.২	০	০	৩৬	০.৮	০.৩৭	১	০.২২	০.০২	০.০২	৪৬.৬
ওল কচু সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৮৩	৭৬.১	১.৩	০.১	১৬.৯	৪.৬	৫৪	০.৫	০.৯০	৮	-	০.১০	০.০২	টি আর
করলা সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৩৫	৮৯.০	২.৩	০.৪	৪.১	৩.০	২০	১.৭	০.৩৯	৬	-	০.১৩	০.০৩	১৩.৫
করলা ভাজি	১৩০	৭৪.০	৩.১	৯.১	৭.১	৪.১	৩১	২.৬	০.৪৬	১৫	০.২৬	০.০৬	০.০৫	৯৯.০
পটোল সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২৮	৯১.৬	২.৩	০.৪	২.৫	২.৫	৭২	০.৭	০.২৩	১৫	০.২১	০.০২	০.১০	৮.৭
কাঁকরোল সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৬৯	৮১.৫	২.২	০.৫	১৩.৪	১.৩	১২৮	১.৪	০.৬৭	২৬	০.৮১	০.০৬	০.২২	২৪.৫
গুঁহশাক সিদ্ধ	৩৩	৮৯.২	৩.১	০.৪	২.৮	২.৯	১৭	০.৬	০.২০	১	-	০.০২	০.০২	১২.২
ট্রেডস টমেটো ভূনা	১২৭	৭২.১	৩.৪	৭.৪	৯.০	৫.০	২২	০.৬	০.১২	৫৩	০.১৩	০.০৬	০.০৪	৪.৩
মুসুর ডাল সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১৫৫	৫৬.৯	১৩.৬	০.৪	২১.২	৬.৫	৭৯	১.১	০.১৪	৫৫৪	১.৬১	০.০৮	০.০৭	২০.১
ট্রেডস সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৩২	৯০.০	১.৭	০.১	৪.৭	২.৫	৩৫	০.৫	০.৩৮	০	০	০.৪০	টি আর	৯.২
কাঁচা পেঁপে সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৩২	৮৯.৯	০.৮	০.১	৬.১	১.৬	২৪	০.৪	০.৬৬	১৬	০.৯৮	০.০৫	০.০৬	১৪.১
মটর সিদ্ধ লবণ ছাড়া	১৭০	৫৪.০	১১.৫	১.১	২৫.২	৬.৮	১৯২	৭.৪	০.৮৬	৭৮৯	-	০.০২	০.১৪	১৭.৫
কাঁচাকলা সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৭৬	৭৯.৩	১.৯	০.৩	১৫.২	২.৩	১৫৭	৩.১	১.২৩	৬৭২	৩.৭০	০.০৪	০.১১	১৫.৫
আলু সিদ্ধ লবণসহ	৮৪	৭৭.০	১.৪	০.৮	১৬.৬	২.৫	৪০	০.৮	০.২৩	৪	২.৬৭	০.১০	০.০৩	৪.৮
আলু সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৬৭	৮১.৫	১.২	০.২	১৪.২	২.১	৪৬	১.১	০.২৩	০	২.৬৭	০.১৩	০.০৩	৪.৯
মিষ্ঠিকুমড়া সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২৯	৯০.৪	২.২	০.৫	২.১	৩.৮	৫৬	০.৭	০.২৩	০	২.৬৭	০.০৫	০.০৭	৩.৫
মুলা সিদ্ধ লবণ ছাড়া	২৪	৯২.৪	১.২	০.১	৩.৩	২.১	৫২	১.১	০.২৩	০	২.৬৭	০.০৮	০.০৩	৫.২
টমেটো পাকা সিদ্ধ লবণ ছাড়া	৩০	৯০.৬	২.১	০.৫	২.৭	৩.১	৬৮	১.৯	২.১৯	২২৯	১.৩৬	০.১৭	০.৩৬	০
পোলাও	১২৮	৬৯.৭	২.২	২.৩	২৪.১	১.১	২৫৫	৪.৮	১.০৬	১০৩০	-	০.০২	০.১২	৮৪.৪
ষিচুরি	১৬৩	৬৫.৭	৫.১	৭.৪	১৭.৭	২.৫	১৪০	২.২	০.৩৫	২০১	-	০.০২	০.৩১	২৭.৩
পায়েশ	২০৫	৫৩.৮	৪.৩	৪.৭	৩৬.২	০.২	২৮৭	৫.৩	০.৮৫	৮৪২	-	০.০২	০.১০	১৯.৮
রুটি	২৪৬	৩৭.৩	৭.৫	১.২	৪৯.৭	৩.১	২৭	১.১	০.১৩	৩.১	০.২৬	০.০৫	০.০২	১৪.৪
সেমাই সিদ্ধ	১৫১	৬১.৬	৩.৯	০.৩	৩২.৬	১.৪	৭৩	২.৭	১.৫২	৩৯১	১.৫৮	০.১১	০.২৪	০

উৎস : Food Composition Table For Bangladesh (2014), Institute of Nutrition and Food Science, Center for Advanced Research Science, University of Dhaka.

দেশের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ফোন-মোবাইল নম্বর)	যন্ত্রের নাম
১.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গাজীপুর ফোন : ৪৯২৭০১৫১, ৪৯২৭০০০০ ০১৭১৬৯৭৯০৩৪	বারি বীজ বপনযন্ত্র, বারি বেড প্রান্টার, বারি আলু রোপণযন্ত্র, বারি আলু উত্তোলনযন্ত্র, বারি জিরোটিলেজ প্রান্টার, বারি শুকনা জমি নিড়ানি যন্ত্র, বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র, বারি স্বচালিত রিপার, বারি শক্তি-চালিত শস্য মাড়াই যন্ত্র, বারি মোবাইল মেইজ সেলার বারি শক্তি-চালিত ভুট্টা মাড়াই, বারি আলু শ্রেডিং যন্ত্র, বারি গার্ডেন বুম স্প্রেয়ার, বারি ফল শোধনযন্ত্র, বারি সোলার পাম্প।
২.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ফোন : ৪৯২৭২০৫৮, ৪৯২৭২০৫৯ ০১৭১৪২৩৬৯১১	ক. ব্রি দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র; খ. ব্রি গুঁটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র; গ. ব্রি শক্তিচালিত খড় কাটার যন্ত্র; ঘ. ব্রি পাওয়ার উইডার যন্ত্র; ঙ. ব্রি এয়ার ব্রো-টাইপ রাইস মিল; চ. ব্রি উইডার; ছ. ব্রি স্বচালিত ধান-গমকাটা যন্ত্র; জ. পাওয়ারটিলার চালিত ব্রি ধান-গমকাটা যন্ত্র; ঝ. ব্রি ওপেন ড্রাম পাওয়ার প্রেসার; ঞ. ব্রি ধান-গম পাওয়ার প্রেসার; চ. ব্রি পাওয়ার উইবোয়ার; ছ. ব্রি ড্রায়ার; জ. ব্রি উন্নত চুলা।
৩.	বিএইউ, ময়মনসিংহ ফোন : ০৯১-৬৭৩৩৩, ০১৭১১২৩৮৮৪৮	ক. সার বীজ ছিটানো যন্ত্র; খ. দানাশস্য কর্তন যন্ত্র; গ. গুটি ইউরিয়া এপ্রিকিটর।
৪.	বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ লি.) জয়দেবপুর, গাজীপুর- ১৭০০ ফোন : ৯২০৫০৯১-৬, ৯০২৫০৯৭ (F)	ক. পাওয়ারটিলার; খ. গুঁটি ইউরিয়া উৎপাদন যন্ত্র; গ. শক্তি চালিত হার্ডেস্টার; ঘ. শক্তিচালিত আখ মাড়াইযন্ত্র; ঙ. ইঞ্জিনচালিত সেচপাম্প; চ. গুটি ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র; ছ. গভীর নলকূপের টারবাইন; জ. পাটের রিবনার
৫.	মেসার্স রহমান ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস প্রোথ্রাইটর : হাজী মো. ইউনুস আলী, গোড়াউন মোড়, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, ফোন : ০১৭১৯৯৬৯৫১৯	ক. গম মাড়াইযন্ত্র; খ. ধান মাড়াইযন্ত্র; গ. ইউনার যন্ত্র; ঘ. ভুট্টামাড়াইযন্ত্র; ঙ. বীজ বপনযন্ত্র চ. ধান কাটার মেশিন (রিপার); ছ. এক্সসিয়েল পাম; জ. উইডার যন্ত্র
৬.	দি মেটাল (প্রা.) লিমিটেড পিবিল টাওয়ার (৮ ও ১৪ তলা), ১৭ উত্তর বা/এ, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা ফোন : ৯৮৯৩৯৮১, ৯৮৯৮৬৮৩	সিডার, বেড প্রান্টার, ধান, গম ও ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র, এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প, পটেটো প্রান্টার, পটেটো হারভেস্টার, জুটফাইবার এক্সট্রাকশন মেশিন, ভেজিটেবল সীড উইনোয়ার।
৭.	মাহবুব ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ বিসিক শিল্পনগরী, টাঙ্গাইল রোড, জমালপুর, ফোন : ০১৭১১২৩৭৭৮৫	ক. বারি ধান মাড়াইযন্ত্র; খ. বারি ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র গ. ধান কাটাযন্ত্র; ঘ. বারি ধান ঝাড়াইযন্ত্র; ঙ. বারি হাইস্পিড রোটোরিটিলার; চ. বারি বীজ বপনযন্ত্র; ছ. বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র; বারি বেড প্রান্টার; শস্য কর্তনযন্ত্র। আম পাড়াযন্ত্র, আম শোধনযন্ত্র, বাদাম মাড়াইযন্ত্র, আলু উত্তোলন ও শ্রেডিং যন্ত্র।
৮.	আওলাদ মাড়াই কল ইন্ডাস্ট্রিজ মূলসতাল, উপজেলা সদর, জেলা কিশোরগঞ্জ; ফোন: ০৯৪১-৬২৫৬১, ০১৭৩০৬৫৩০৮৮	ক. আওলাদ মাড়াইকল (ধান মাড়াইযন্ত্র)
৯.	মো. সুলতান মাহমুদ (অব.এসএএও) পিতা-হাজী নিয়ামত উল্লাহ গ্রাম-নারায়ণপুর, উপজেলা-সদর, জেলা : শেরপুর। ফোন : ০১৯১২৮৬৪৬০৪	ক. ইঁদুর মারার ফাঁদ (২০ ধরনের)
১০.	ভাই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ প্রো: হাজী মো. আব্দুর রাজ্জাক শ্যামগঞ্জ বাজার, উপজেলা পূর্বধলা, জেলা : নেত্রকোনা, ফোন: ০১৭১৩৫৪৭৭৪৮	ক. পাওয়ার প্রেসার
১১.	আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লি. বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকার, কদমতলী, সিলেট ফোন ০৮৮২১-৮৪০৬৬২, ৮৪০৬৬৪, ০১৭১৩৩২৮৭৯৫	ক. পাওয়ারটিলার; খ. পাওয়ার রিপার; গ. ডিজেল ইঞ্জিন; ঘ. মাড়াই কল (ধান, গম ও ভুট্টা); ঙ. শস্য ঝাড়াইযন্ত্র; চ. কমবাইন্ড হার্ডেস্টার; ছ. রাইস ট্রান্সপ্রান্টার; জ. বীজ বপন যন্ত্র; ঝ. পাওয়ারটিলার অপারেটেড সিডার; ঞ. স্প্রে মেশিন; ট. গুটি ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র; ঠ. লো-লিফট পাম্প; ড. নিড়ানি যন্ত্র, আলু উত্তোলন যন্ত্র সহ BARI ও BRR1 এর ডিজাইনকৃত সকল প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি।
১২.	মেসার্স আবুল ইন্ডাস্ট্রিজ চর মুহাম্মদপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট, ফোন : ০১৭১২৯০৫০১৯	ক. পাওয়ারটিলার, খ. ধান মাড়াইকল, গ. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিকচার মেশিন; ঘ. বাইন্ডার মেশিন; ঙ. চিনি মাড়াইকল; চ. মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র।

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (ফোন-মোবাইল নম্বর)	যন্ত্রের নাম
১৩.	মেসার্স কামাল মেশিন টুলস প্রোঃ মোঃ কামাল মিয়া, সিলিমপুর, বগুড়া। ফোন : ০৫১-৬৪০০০ ০১৭১১০২৭২০৫	ব্রি অনুমোদিত সব কৃষি যন্ত্রাংশ তৈরি, মেরামত ও সরবরাহকারী। পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ স্পেলার, পুলি, লাইনার এবং শ্যালো মেশিনের বিভিন্ন পার্টস
১৪.	নিউ বর্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রোঃ মো. আব্দুল কাদের গোলাপ, গোহাইল রোড, সূত্রাপুর, বগুড়া কারখানা : সিলিমপুর উত্তরপাড়া বগুড়া। ফোন : ০৫১-৬৪০৭২	পাওয়ার থ্রেসার
১৫.	সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রো. মো. শাহীন সরকার, শেরপুর বাসস্ট্যান্ড, হাটখোলা রোড, সেন্যালপাড়া, শেরপুর, বগুড়া ফোন : ০১৭১২৯৭১৯৪১	পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ স্পেলার ও সব কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক, ধান মাড়াই যন্ত্র
১৬.	ফরিদা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, মো. জয়নাল আবেদীন (বাদল শেখ), আল-আমীন আয়রন মার্কেট, চক-জাদুরোড, বগুড়া কারখানা : উত্তর চেলোপাড়া, বগুড়া, ফোন : ০১৭১১২৭৪৩৩৭, ০৫১-৬৫৩০২	সর্বপ্রকার কৃষি যন্ত্রাংশ তৈরি, মেরামত এবং ট্রলি, পাওয়ারটিলারের লোহার চাকা তৈরি, শ্যালো মেশিনের সাইলেনসার।
১৭.	কুমিল্লা ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস দেশওয়ালীপাট্টা, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা ফোন : ০১৭১১-৩৫৫৮০৩	প্যাডেল থ্রেসার, উইডার, কাস্তে, নিড়ানি ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি, ধান মাড়াই যন্ত্র
১৮.	জামাল মিয়া গ্রীন ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস পশ্চিম পাইকপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ফোন : ০১৭১৫-৯৬৯০৭৩	উইডার, প্যাডেল থ্রেসার, পাওয়ার থ্রেসার
১৯.	মেসার্স কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, প্রো : মো. মোকলেছুর রহমান বাসটার্মিনাল, মির্জাপুর সদর, দিনাজপুর। ফোন : ০১৭১২৪৬৭৬০৮	শক্তিকালিত ধান/গম মাড়াইযন্ত্র, ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র, ঝাড়াইযন্ত্র, আলু প্লান্টার, সিজার মেশিন, ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র
২০.	উত্তোরণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ প্রো: মো: আবদুস সামাদ, কালীতলা সদর, দিনাজপুর। ফোন : ০৫৩১-৫১৭০৮, ০১৭১২৪০৬০৮০	বারি শক্তিকালিত ধান/গম মাড়াই যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র, ঝাড়াইযন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র (ব্রি, বারি), গুটি ইউরিয়া প্রয়োগযন্ত্র, আলু বপন-তোলা-গ্রেডিং যন্ত্র, চীনাবাদাম মাড়াইযন্ত্র।
২১.	মেসার্স উম্মে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ প্রো: মো. জহুরুল হক, মির্জাপুর বাস টার্মিনাল, বিশ্বরোড, সদর, দিনাজপুর, ফোন : ০১৭১৪৬০১২৮১, ০১৯১৩৬৩৩৪৯৭	শক্তিকালিত ধান/গম মাড়াইযন্ত্র, ঝাড়াইযন্ত্র, ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র, গ্রেডিং যন্ত্র, রিপার যন্ত্র, সিডার বেড প্লান্টার, আলু বপন ও উত্তোলন, গম ও ভুট্টা লাগানো যন্ত্র, ধান মাড়াইযন্ত্র।
২২.	আফছার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ প্রো: মো. আফছার আলী বিরল বাজার, বিরল, দিনাজপুর ফোন : ০১৭২১০১২৫২৭	ধান মাড়াইযন্ত্র, গম মাড়াইযন্ত্র, ভুট্টা মাড়াইযন্ত্র, ঝাড়াইযন্ত্র
২৩.	মিশুক ওয়েডিং ওয়ার্কশপ প্রোপ্রাইটর মো. মিঠু, কলেজ রোড, মেহেরপুর ফোন : ০১৯২৫৮২৯৩২১	ক. পাওয়ারটিলারের বডি প্রস্তুতকারক খ. প্যাডেল থ্রেসার

টেলিভিশনে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান

টেলিভিশন চ্যানেল	কৃষি অনুষ্ঠান	সম্প্রচার দিন	সম্প্রচার সময়	পুনঃসম্প্রচার	পুনঃসম্প্রচার সময়
বাংলাদেশ টেলিভিশন	মাটি ও মানুষ	রোব, সোম মঙ্গল বুধ	সকাল ৮.৩০ সকাল ৮.৫০ সন্ধ্যা ৭.০৫		
	বাংলার কৃষি	প্রতিদিন	সকালে ৭.৩০	দুপুর ১.৪০	
	কৃষি সংবাদ	প্রতিদিন	খবরের সঙ্গে নিয়মিত প্রচার করা হয়।	-	-
চ্যানেল আই	হৃদয়ে মাটি ও মানুষ	শনিবার	রাত ৯.৩৫	রোববার	দুপুর ১১.৩০
	হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক	বৃহস্পতিবার	বেলা ৩.০৫	-	-
	কৃষি সংবাদ	প্রতিদিন	খবরের সঙ্গে নিয়মিত	-	-
বাংলাভিশন	শ্যামল বাংলা	বুধবার	সন্ধ্যা ৬.০৫	বৃহস্পতিবার	রাত ৩.৩০
		শুক্রবার		শুক্রবার	সকাল ৮.৩০
		সোমবার		সোমবার	সকাল ৯.৩০
	শ্যামল বাংলা লাইভ	মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার	বিকাল ৫.৫০		
জিটিভি	সবুজ বাংলা	শুক্রবার	রাত ৮.১০	শনিবার	সকাল ১০.১০
দীপ্তটিভি	দীপ্ত কৃষি	প্রতিদিন	বিকাল ৫.৩০	রাত ১.০০ ভোর ৫.৩০	দুপুর ১২:৩০
আরটিভি	কৃষি ও কৃষ্টি	বৃহস্পতিবার	বিকাল ৫.৩০	বৃহস্পতিবার রাত ৩.০২	শুক্রবার সকাল ৮.০২
এটিএন বাংলা	সোনালী দিন	বুধবার	সন্ধ্যা ৬.১৫	বুধবার রাত ২.৩০	

বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	লগন	সম্প্রচারের সময়	স্থায়িত্ব মিনিট	অনুষ্ঠান ধরন	মন্তব্য
ঢাকা	দেশ আমার মাটি আমার	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৭.০৫-৭.৩০	২৫	জাতীয়	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	প্রভাতী	সকাল ৬.৫০-৭.০০	০৫	জাতীয়	প্রতিদিন
	সোনালি ফসল	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৩৫	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
	সবুজ প্রান্তর	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৫.৫০-৬.০০	১০	জাতীয়	প্রতি শুক্রবার
	শস্য শ্যামল	রাত্রিকালীন	রাত ৮.৩০-৯.০০	৩০	জাতীয়	মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার
	আমার দেশ	বৈকালিক	বিকাল ৪.০৫-৪.৩৫	৩০	জাতীয়	প্রতিদিন
চট্টগ্রাম	কৃষি সমাচার	প্রভাতী	সকাল ৬.০৫-৬.১০ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.১০-৬.৫০	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
খুলনা	কৃষি সমাচার	প্রভাতী	সকাল ৬.২৫-৬.৩০ ৭.৫৫-৮.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.১০-৬.৫০	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
রংপুর	কৃষি সমাচার	প্রভাতী	সকাল ৬.৫৫-৭.০০ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	প্রভাতী	সকাল ৬.২৫-৬.৩০ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৪৫	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	প্রভাতী	সকাল ৬.৫৫-৭.০০ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন
রাঙ্গামাটি	খামারবাড়ি	অপরাহ্ন	দুপুর ৩.০৫-৩.১৫	১০	আঞ্চলিক	শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন
বরিশাল	চাষবাস	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৩০	২৫	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
বান্দরবন	কৃষিকথা	অপরাহ্ন	বিকাল ৪.০৫-৪.২৫	২০	আঞ্চলিক	রোববার--বুধবার সপ্তাহে ৪
কক্সবাজার	সোনালি প্রান্তর	মধ্যাহ্ন	দুপুর ৩.০৫-৩.৩০	২৫	আঞ্চলিক	রবি ও মঙ্গলবার সপ্তাহে ২ দিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩০	২৫	আঞ্চলিক	প্রতিদিন
কুমিল্লা	সুজলা সুফলা	বৈকালিক	বিকাল ০৫.১০-৫.৩০	২০	আঞ্চলিক	শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন
কৃষি রেডিও (এফএম ৯৮.৮)			সকাল ৯.০০-১১.০০ এবং বিকেল ৩.০০-৯.০০		আঞ্চলিক	প্রতিদিন

বিভিন্ন দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিক কৃষিবিষয়ক প্রকাশনা

পত্রিকার নাম	প্রকাশের বার/দিন পাক্ষিক/মাসিক	কত পৃষ্ঠা কত অংশ	কি কি বিষয়ের ওপর লেখা থাকে
কৃষি বিপ্লব	পাক্ষিক	ট্যাবলেডেড ৩২ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি
কৃষিকথা	মাসিক	৩২ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন	বৃহত্তর কৃষি ও গবেষণামূলক
ফার্ম হাউজ	মাসিক	৪৮ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন	সমন্বিত কৃষি
কৃষিবর্তা	মাসিক	৩২ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি
কৃষি কাগজ	মাসিক	৬০ পৃষ্ঠা	সমন্বিত কৃষি

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃষক

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	অবদান-সাফল্যের ক্ষেত্র	ফোন
ফসল			
০১	আলহাজ্ব শাহজাহান আলী বাদশা (পেঁপে বাদশা), মা-মনি কৃষি খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা	পেঁপে চাষে সাফল্যের জন্য ১৪০৩ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের রৌপ্যপদক এবং ১৪০৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের স্বর্ণপদক পান। পেঁপে চাষে অধিক ফলনের জন্য ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ব্রোঞ্জ পদক, পেঁপে চাষে সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার রৌপ্য পদক, কৃষি ক্ষেত্রে অবদান, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু পুরস্কার স্বর্ণপদক ও বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০০১ সালে স্টল স্থাপনের অবদানের জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।	০১৭১৫০৩২৫৯৮
০২	মিসেস কহিনুর কামাল পরিচালক, চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লি. মেরিডিয়ান গ্রুপ, ১৩৬৭, সিডিএ এভিনিউ, চট্টগ্রাম	কৃষি কাজের তার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ এ রৌপ্যপদক পান।	০১৯৭৫০০৯৯৮৮
০৩	মো. সিদ্দিকুর রহমান (কুল ময়েজ) ময়েজ উদ্দিন কৃষি খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার স্থাপন ও কুল চাষে সফলতার জন্য ১৪১৫ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত।	০১৭৩৩১৮৭০১৮
০৪	মো. সৈয়দুর রহমান নন্দিরখলা (খালপাড়), ইউনিয়ন মোল্লা-গাঁও দক্ষিণ সুরমা, সিলেট	সিলেটের অনগ্রসর কৃষি কার্যক্রমকে গতিশীল করে কৃষি উন্নয়নে মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ১৩৯৫ এ ব্রোঞ্জপদকপ্রাপ্ত হন।	০১৭১৬৩৯৪৩৭৬
০৫	মো. জাহিদুল ইসলাম (গাজর জাহিদ) আদর্শ কৃষি খামার, ঈশ্বরদী, পাবনা	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি খামার স্থাপন করে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮-এ ব্রোঞ্জপদকপ্রাপ্ত হন।	০১৭১১২৩৮৭৪৮
০৬	আবদুল কাদের বেপারী (কলা কাদের) গ্রাম-ডিগ্রি, ৭ নং ওয়ার্ড, চুয়াডাঙ্গা	জৈব প্রযুক্তিতে কলা চাষ করে জাতীয় ফল মেলা ২০১০ এ ২য় এবং জাতীয় ফল মেলা ২০১১ তে ৩য় পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং ২০১৫ সালে কৃষি কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাওয়ার্ড পান। তিনি 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়নে ১০০০টি বাড়িকে নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন করেন।	০১৭১৯৮১৮৬০৯
০৭	মো. শের আলী সরদার (ফুল শের আলী), গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর	বাণিজ্যিক ফুল চাষ সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখেন।	০৭১১২১১৫৩৪
০৮	নারায়ণ চন্দ্র হালদার (কুল নারায়ণ) গোটাপাড়া, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	মিশ্র ফল বাগান প্রতিষ্ঠার অসামান্য অবদান।	০১৮১৫৮৪২৫৮৬
০৯	এস এম মনিরুজ্জামান তাফালবাড়ী, শরণখোলা, বাগেরহাট	ফল বাগান স্থাপনে অনন্য ভূমিকা	০১৭১১৫১৭৬০৩
১০	মো. নাজমুল হাসান রাজের, খোস্তা কাটা ইউনিয়ন, শরণখোলা, বাগেরহাট	কেঁচো কম্পোস্ট, আলুসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করে ১২ বিঘা জমি থেকে বছরে ৪-৫ লাখ টাকা আয় করেন। জৈব কৃষি উদ্যোক্তা	০১৭১০৬১৯৪৮৯
১১	মো. মঞ্জুর হোসেন মনা গ্রাম, আদর্শ সদর উপজেলা, কুমিল্লা	সফল কৃষি উদ্যোক্তা অয়েলপাম চাষে অভূতপূর্ব অবদান।	০১৯১৫৭৯৪১৯৫
১২	মো. মনোয়ার হোসেন উত্তর দিঘলদী, বারিরহাট, ভোলা	আশ্রপালি ও হাঁড়িভাঙা আম চাষ সম্প্রসারণে অনন্য অবদান।	০১৭৪৯৭৭৯৬৮৫

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	অবদান-সাফল্যের ক্ষেত্র	ফোন
১৩	কাজি আনিছুর রহমান গছানী, দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী	সমন্বিত কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান।	০১৯২৪২৪৯১৭৮
১৪	মো. আবদুল বারী (কপি বারী), পাবনা	সফল সবজি চাষি ও কৃষি উদ্যোক্তা	০১৭২১২২১২০৯
১৫	আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা	আম চাষি	০১৮৫৫৯৮৩৯০৮
১৬	সেলিম রেজা, নাটোর	ফল চাষি	০১৭১১৪১৬৯০০
১৭	ড. মঞ্জুর হোসেন, রাজশাহী	স্ট্রবেরি	০১৭১৬২৮৮৩৫৬
১৮	আইয়ুব হোসেন, যশোর	সবজি	০১৭২১৫৮৭৬৬৮
১৯	কেতাব মঞ্জল, পাবনা	লিচু	০১৭১১৭৩৬৫১৯
২০	জমির, সিলেট	টমেটো	০১৫৫৮৮০৪৩৯৩
২১	আজাদ	হাইব্রিড (সুগন্ধী)	০১৭১৫১০৭৫৮৪ ০১৯১৪৮৫৮১৭৮
২২	মো. রফিকুল ইসলাম, শেরপুর	ভুট্টা চাষি	০১৯১৫৪২২২৪৫
২৩	আমছের আলী, লালপুর, নাটোর	সবজি ও ফল চাষি	০১৭৬১৮৫৮৩৮৪
২৪	নারায়ণ চন্দ্র হালদার, বাগেরহাট সদর	ঘেরের আইলে কুল চাষ	০১৮১৫৮৪২২৫৮৬
২৫	প্রদীপ রায়, কচুয়া, বাগেরহাট	গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ	০১৭৫৭১২৫৮৮১
২৬	তপন রায়, কচুয়া, বাগেরহাট	ধান, শাকসবজি ও আখ চাষ	০১৮৮৬২৮২০৭৬৪
২৭	মো. নাজমুল হাসান, শরণখোলা, বাগেরহাট	কেঁচো কম্পোস্ট, আলু চাষ	০১৭১০৬১৯৪৮৯
২৮	এসএম মনিরুজ্জামান (বাবুল), শরণখোলা, বাগেরহাট	কুল ও সবজি চাষ	০১৭১১৫১৭৬০৩
২৯	শ্রীনাথ মজুমদার, বাগেরহাট	নারিকেল, কুল ও আপেল চাষ	০১৭৪৫৩৮৭৫৮৭
৩০	আতিক, নাটোর	পেয়ারা	০১৭১৩৭০০৪৮২
মৎস্য চাষ			
৩১	আহসান হাবিব (সাজু উকিল), ফেনী	মাছের রেণু উৎপাদনে সফলতার জন্য জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ১৯৯৭ সালে রোপ্যপদক এবং জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০০৫ সালে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত।	০১৭১১৮৪৩৯২৯
প্রাণিসম্পদ			
৩২	রুকিবুর রহমান মীরের সরাই, চট্টগ্রাম	সফল ডেইরি ও পোলট্রি উদ্যোক্তা	০১৮১৯৩৭৩৮৩৭
৩৩	আব্দুল বাছিত সেলিম	রপ্তানিযোগ্য বিলুগুপ্রায় সুগন্ধি চাল উৎপাদনসহ কৃষি উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪২২ সনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক পান।	০১৭১৩৩২৮০১১
৩৪	আবদুল হাই আজাদ বাবলা	লাগসই যন্ত্রপাতি ও কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪২১ সনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে ব্রোঞ্জপদকপ্রাপ্ত।	০১৬৭৩৬৭০১৩০
৩৫	মোছা. বেলি বেগম ঈশ্বরদী, পাবনা	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ১৪২১ সনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।	০১৭৪০৯৬৪২০২

নির্বিঘ্নে বোরো ধান চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

বীজতলা তৈরি

- ❖ বীজতলার জমি ২ থেকে ৩টি চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে প্রয়োজনীয় পানি সেচের মাধ্যমে থক থকে কাঁদা করে এক বা একাধিক মই দিয়ে সমান করুন;
- ❖ ১ মিটার প্রস্থ এবং সুবিধামতো দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেড তৈরির মাধ্যমে আদর্শ বীজতলা তৈরি করুন;
- ❖ পাশাপাশি দুইটি বীজতলার মাঝখানে ১ ফুট প্রশস্ত নালা রাখুন;
- ❖ বিলম্বে রোপণকৃত (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত) বোরো ধানের জন্য পলিথিন আবৃত শুকনো বীজতলা তৈরি করুন;
- ❖ রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ট্রে/মোটো পলিথিন শিটের ওপর বীজতলা তৈরি করুন;
- ❖ এক মাস বয়সের চারা রোপণ করুন;
- ❖ প্রতি শতকে ২.৫ কেজি অঙ্কুরিত বীজ বপন করুন। এতে করে বীজতলায় চারা সুস্থ ও সবল হবে।

চারা রোপণ

- ❖ সারি করে বোরো ধানের চারা রোপণ করুন এবং উত্তর দক্ষিণ বরাবর সারি করুন;
- ❖ এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি এবং সারির মধ্যে এক গোছা থেকে অপর গোছার দূরত্ব ৬ ইঞ্চি রাখুন;
- ❖ শুকনো বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা প্রতি গোছাতে অন্তত দুইটি করে রোপণ করুন;
- ❖ অন্যান্য বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা প্রতি গোছাতে তিন থেকে চারটি ব্যবহার করুন;
- ❖ লোগো পদ্ধতিতে (প্রতি ১০ সারি পর এক সারি খালি রাখা) চারা রোপণ করুন। এতে করে বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ কমে যাবে;
- ❖ বেলে/বেলে-দৌ-আশ মাটি বোরো চাষের জন্য নির্বাচন করবেন না।

সার প্রয়োগ

জাতের নাম	সার প্রয়োগের নিয়মাবলি	সারের মাত্রা
স্বল্পমেয়াদি জাত (১৫০ দিনের নিচে) ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮১, ব্রি হাইব্রিড ধান৩ এবং ৫	ডিএপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি চাষের শেষ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারকে তিন ভাগ করে তার ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করুন; পরবর্তী ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করুন এবং শেষ কিস্তি কাইচখোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করুন।	১. ইউরিয়া ৩০ কেজি/বিঘা ২. ডিএপি ১৫ কেজি/বিঘা ৩. এমওপি ২০ কেজি/বিঘা ৪. জিপসাম ১৫ কেজি/বিঘা ৫. দস্তা ১.৫ কেজি/বিঘা
দীর্ঘমেয়াদি জাত (১৬০-১৬৫ দিন) বিআর-১৭, ১৮। ব্রিধান২৯, ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৯	জমি তৈরির শেষ চাষে সব ডিএপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমানভাবে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি জমি তৈরির সময়, দ্বিতীয় কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এবং তৃতীয় কিস্তি কাইচখোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।	১. ইউরিয়া ৩৫ কেজি/বিঘা ২. ডিএপি ১৩ কেজি/বিঘা ৩. এমওপি ২২ কেজি/বিঘা ৪. জিপসাম ১৫ কেজি/বিঘা ৫. দস্তা ১.৫ কেজি/বিঘা

* গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা হলে এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া শাশয় হবে এবং কোনো ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই।
* ডিএপি/এমওপি/জিপসাম/দস্তা উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে ধানে পোকামাকড়, রোগবলাই কম হয় এবং ধানের দানা পুষ্ট হয় ও ফলন বাড়ে।
* সম্ভব হলে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পচা গোবর/কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট/খামারজাত সার ব্যবহার করুন। সেক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পরিমাণ অর্ধেক কমে আসবে।
* অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। ইউরিয়া সার বেশি ব্যবহার করলে ধান গাছের বাড়াবাড়ি বেশি হবে, পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হবে এবং ফলন কম হবে।

সেচ প্রয়োগ

- ❖ চারা রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখুন। রোপণের পর ১০ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত জমিতে আধা ইঞ্চির মতো দাঁড়ানো পানি রাখুন;
- ❖ চারা লেগে যাওয়ার পর থেকে সেচ প্রয়োগে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতি (AWD) অবলম্বন করুন। এতে করে পানি শাশয় হবে এবং সেচ খরচ এক তৃতীয়াংশ কমে আসবে;
- ❖ বোরো জমির ওপরের মাটিতে চুল ফাটা দেখা দেয়ার সাথে সাথে পুনরায় সেচ প্রয়োগ করুন;
- ❖ চারা রোপণের পর থেকে প্রথম দুই মাস জমিতে ছিপছিপে পানি রাখুন। এতে কার্যকরী কুশির সংখ্যা বাড়বে;
- ❖ কাইচখোড় আসার পর থেকেই ১ ইঞ্চির মতো দাঁড়ানো পানি রাখুন;
- ❖ ধানের পাকা রঙ ধারণের সময় থেকে ক্রমান্বয়ে জমিতে পানি সেচ বন্ধ রাখুন। এতে করে তাড়াতাড়ি ধানের পরিপক্বতা আসবে।

আগাছা দমন

- ❖ আগাছা দমনের জন্য জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় রাইস উইডার (নিড়ানি যন্ত্র) ব্যবহার করুন;
- ❖ শুকনো অবস্থায় জমিতে হালকা নিড়ানি দিলে মাটিতে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটেবে এবং গাছের শিকড় সুস্থ ও সবল থাকবে, বালাইয়ের আক্রমণ কম হবে।

রোগ বলাই দমন

- ❖ জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিং এর জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখায়ুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিন;
- ❖ জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোর ফাঁদ স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করুন। স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ধান কর্তন

- ❖ জমির শতকরা ৮০ ভাগ ধান পাকার পরপরই শুরু আবহাওয়া দেখে ধান কর্তন করুন;
- ❖ ধান গাছের গোড়ার দিকে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ নাড়া রেখে ফসল কর্তন করুন। পরবর্তী ফসল আবাদের আগে জমির শুকনো নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন। এতে করে বাদামি গাছ ফড়িংসহ অন্যান্য পোকা ও রোগ-জীবাণু ধ্বংস হবে;
- ❖ দ্রুত এবং সাশ্রয়ী কর্তনের জন্য সম্ভব হলে রিপার/হার্ভেস্টার ব্যবহার করুন।

আউশ ধান চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

জমি তৈরি

- ❖ বোনো আউশ চৈত্রের শুরু থেকে বৈশাখের মধ্যে (মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) জমি তৈরি করুন;
- ❖ রোপা আউশ বৃষ্টিপাতের সাথে তালমিলিয়ে (মের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে) জমি তৈরি করুন;
- ❖ জমিতে ২-৩টি চাষের পর মই না দিয়ে জমি খোলা অবস্থায় রাখুন;
- ❖ মাটি ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে অনেক আগাছা এবং পোকামাকড় ও রোগজীবাণু মরে যায়।
- ❖ এ অবস্থায় বৃষ্টি হলে জমিতে আগাছা গজানো সম্পন্ন হলে আবারও চাষ ও মই দিয়ে (জো থাকা অবস্থায়) মাটিকে নুর-নুরে তৈরি করুন।

বীজ বপন : ২.ক. বোনো আউশের বীজ তিনভাবে বপন করা যায়-

- ❖ ছিটিয়ে- শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন ভালো বীজ হেক্টরপ্রতি ৭০-৮০ কেজি হারে ছিটিয়ে দিন; এরপর হালকাভাবে একটা চাষ ও মই দ্বারা মাটি সমান করুন। সারি করে- ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৪-৫ সেমি. গভীর করে সারি তৈরি করুন এবং হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি হারে বীজ বপন করুন। এরপর মই দিয়ে মাটি সমান করুন। ডিবলিং পদ্ধতিতে- এতে বাঁশ বা কাঠের দণ্ড দিয়ে ২০ সেন্টিমিটার পর পর মাটিতে গর্ত করে গর্ত প্রতি ২/৩টি করে বীজ বপন করে মই দিয়ে মাটি সমান করুন। বীজের হার হলো হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি।

সার প্রয়োগ

জাতের নাম	সার প্রয়োগের নিয়মাবলি	সারের মাত্রা
বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, ত্রি ধান৪২, ত্রি ধান৪৩ ও ত্রি ধান৮৩ এবং রোপা হিসাবে বিআর২৬, ত্রি ধান২৭, ত্রি ধান৪৮, ত্রি ধান৮২ ও ত্রি ধান৮৫	জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিবহুল বোনো আউশ এলাকায় ইউরিয়া দু'কিস্তিতে প্রথম কিস্তি শেষ চাষের সময় এবং দ্বিতীয় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-৬০০ গ্রাম/শতক টিএসপি- ২০০ গ্রাম/শতক এমওপি-৩০০ গ্রাম/শতক জিপসাম-১৩৫ গ্রাম/শতক জিঙ্ক সালফেট-২০ গ্রাম/শতক

আগাছা দমন

- ❖ আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে বোনো আউশ ধানে আগাছা দমন করা অনেকটা সহজ;
- ❖ এক্ষেত্রে রনস্টার বা করস্টার হেক্টরপ্রতি ১ লিটার হারে জমিতে ধান বপনের ৫-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করুন;
- ❖ ৩০-৩৫ দিন পর একবার হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন হয়ে যায়।

রোগবালাই দমন

- ❖ জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিং এর জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখা যুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিন;
- ❖ জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্র্যাপের স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করুন। স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় দমনব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ

- ❖ জমিতে শীঘ্রের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত হলে শুরু আবহাওয়া দেখে ধান কর্তন করুন;
- ❖ দ্রুত ও সশ্রমী কর্তন ও মাড়াইয়ের জন্য রিপার/কম্বাইন হার্ভেস্টার ব্যবহার করুন;
- ❖ মাড়াই করার পর অন্তত ৪-৫ বার রোদে শুকানোর পর বেড়ে নিয়ে গোলাজাত বা সংরক্ষণ করুন;

আমন ধান চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

বীজতলা তৈরি ও বীজ বপনের সময়

- ❖ বীজতলায় জমি ২ থেকে ৩টি চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে প্রয়োজনীয় পানি সেচের মাধ্যমে থকথকে কাঁদা করে এক বা একাধিক মই দিয়ে সমান করুন;
- ❖ ১ মিটার প্রস্থ এবং সুবিধামতো দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেড তৈরির মাধ্যমে আদর্শ বীজতলা তৈরি করুন;
- ❖ পাশাপাশি দুইটি বীজতলার মাঝখানে ১ ফুট প্রস্থ নালা রাখুন;
- ❖ যেসব এলাকায় উঁচু জমি নেই সেসব এলাকায় ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন;
- ❖ দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প জীবনকালের জাতের জন্য আলাদা আলাদা স্থান ও সময়ে বীজতলায় বীজ বপন করুন;
- ❖ নিম্ন, অতি নিম্ন অথবা অনুর্বর মাটির ক্ষেত্রে গোবর অথবা খামারজাত সার প্রতি শতকে ২ মণ হিসাবে প্রয়োগ করুন ;
- ❖ রোপা আমন আষাঢ় মাসে ও চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঠে বোনো আমনের বীজ বপন করুন;
- ❖ ভালো চারা পাওয়ার জন্য বিএডিসি, স্থানীয় কৃষি বিভাগ বা ত্রি কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ভালো বীজ সংগ্রহ করে বীজতলায় বপন করতে হবে;
- ❖ প্রতি শতকে ২.৫ কেজি অঙ্কুরিত বীজ বপন করুন। এতে করে বীজতলার চারা সুস্থ ও সবল হবে।

চারা রোপণ

- ❖ লাইন বা সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ করুন;
- ❖ পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো ও বাতাস চলাচলের জন্য উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সারি করুন;

জাতের নাম	সার প্রয়োগের নিয়মাবলি	সারের মাত্রা
দীর্ঘমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১৩৫ দিনের বেশি), যেমন- বিআর১০, বিআর১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৫১।	জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত-এমওপি-ডিএপি/টিএসপি-জি-পসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-২৬ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৮ কেজি/বিঘা এমওপি-১৪ কেজি/বিঘা জিপসাম -৯ কেজি/বিঘা
মধ্যমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১২০-১৩৫ দিন), যেমন- বিআর২৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৯, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭।	জমি তৈরির শেষ চাষে ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমানভাগে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-২০ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি-৭ কেজি/বিঘা, এমওপি-১১ কেজি/বিঘা, জিপসাম -৮ কেজি/বিঘা
স্বল্পমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১২০ দিনের কম), রবি ফসল এলাকায় স্বল্পমেয়াদি জাত যেমন- ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৬, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫ চাষ করে সহজেই ধান কাটার পর রবি ফসল করা যাবে।	জমি তৈরির শেষ চাষে ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-২৩ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৯ কেজি/বিঘা এমওপি-১৩ কেজি/বিঘা জি- পসাম -৮ কেজি/বিঘা
নাবিতে রোপণকৃত আলোক-সংবেদনশীল জাত (যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৭)	জমি তৈরির শেষ চাষে ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-১২ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৭ কেজি/বিঘা এমওপি-৮ কেজি/বিঘা জিপসাম -৬ কেজি/বিঘা
ব্রি ধান৩২ এবং স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল সুগন্ধিজাত যেমন- বিআর৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭ ও ব্রি ধান৩৮		

- ❖ সাধারণত সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেমি. (৮ ইঞ্চি) ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫ সেমি. (৬ ইঞ্চি) রাখুন ;
- ❖ দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি জাতের চারার বয়স ২০-২৫ দিন এবং রোপণ সময় ১৫ জুলাই-১৫ আগস্ট
- ❖ স্বল্পমেয়াদি জাতের চারার বয়স ১৫-২০ দিন এবং রোপণ সময় ২৫ জুলাই-২৫ আগস্ট;

সার ব্যবস্থাপনা

- ❖ আবহাওয়া ও মাটির উর্বরতার মান যাচাই এবং ধানের জাত, জীবনকাল ও ফলন মাত্রার ওপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা ঠিক করা হয়।

ডিএপি সার ব্যবহার করলে সবক্ষেত্রেই প্রতি কেজি ডিএপি সারের জন্য ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে এতে গাছ শক্ত হয়, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। দুই সেমি. পর্যন্ত পানিযুক্ত কাদা মাটিতে গুটি ইউরিয়া ও প্রিন্ড ইউরিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় হয়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জিংক সালফেট (মনো বা হেক্টা) সার ফসফরাস জাতীয় সারের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে জিংক সারের সর্বশেষ প্রযুক্তি চিলেটেড জিংক প্রয়োগ করা যেতে পারে। মূল জমিতে ধানের চারা রোপণের ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম লিবরেল জিংক স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। রোপা আমন ধানের জমি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৩০০ কেজি জৈবসার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৩০ ভাগ কমানো সম্ভব।

সম্পূরক সেচ : আমন মৌসুমে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% হয়ে থাকে যা আমন আবাদের জন্য যথেষ্ট। বৃষ্টিনির্ভর ধানের জমিতে যে কোনো পর্যায়ে সাময়িকভাবে বৃষ্টির অভাবে খরা হলে অবশ্যই সম্পূরক সেচ দিতে হবে। প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের সংখ্যা একাধিক হতে পারে। তা না হলে ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা : হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে এবং আগাছানাশক ব্যবহার করে ধানক্ষেত ৩৫-৪০ পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখুন। রোপা আমন ধানে সর্বোচ্চ দুবার হাত দিয়ে প্রথম বার ধান রোপণের ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর আগাছা দমন করুন। নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ধানের দুইসারির মাঝের আগাছা দমন হয় কিন্তু দুইগুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করুন। প্রি-ইমাজেস আগাছানাশক ধান রোপণের ৩-৬ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর আগে) এবং পোস্ট ইমাজেস আগাছানাশক ধান রোপণের ৭-২০ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর পর) ব্যবহার করুন। আগাছানাশক প্রয়োগের সময় জমিতে ১-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখুন।

রোগবালাই দমন : জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিংয়ের জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখা যুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিন। জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোকফাঁদ/সোলার লাইট ট্র্যাপের স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করুন। স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ : জমিতে শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত হলে শুরু আবহাওয়া দেখে ধান কতন করুন। দ্রুত ও সাশ্রয়ী কতন ও মাড়াইয়ের জন্য রিপার/কম্বাইন হার্ভেস্টার ব্যবহার করুন। মাড়াই করার পর অন্তত ৪-৫ বার রোদে শুকানোর পর বোড়ে নিয়ে গোলাজাত

কম্বাইন হারভেস্টার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার এবং রিপার

ক্র: নং	যন্ত্রপাতি	ছবি	বিবরণ
১.	কম্বাইন হারভেস্টার		ধান ও গম ফসলের কর্তন, মাড়াই, বাড়াই ও আহরণ করার ক্ষেত্রে কম্বাইন হারভেস্টার একটি জনপ্রিয় যন্ত্র। মিনি কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ঘণ্টায় ৩৩-৩৫ শতাংশ, মাঝারি কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ঘণ্টায় ৬০-৭০ শতাংশ এবং বড় আকারের কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ঘণ্টায় ১ একর জমি ধান কাটা, মাড়াই, বাড়াই ও বস্তাবন্দি করা যায়। এতে মাড়াইকৃত খড় আস্ত থাকে এবং হেলে পড়া ফসলও কাটা যায়। এ যন্ত্র দ্বারা একরপ্রতি খরচ ২৫০০-৩০০০/- টাকা যা গতানুগতিক পদ্ধতির থেকে প্রায় ৬০-৭০% সাশ্রয়ী।
২.	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার		শ্বল্প সময়ে অধিক জায়গায় ধান লাগানোর কাজে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে রাইডিং টাইপ (গড় দক্ষতা ৯০ শতাংশ/ঘণ্টা) এবং ওয়াকিং টাইপ (গড় দক্ষতা ৬০ শতাংশ/ঘণ্টা) এই দুই ধরনের রাইস ট্রান্সপ্লান্টার পাওয়া যায়। যন্ত্রটি ব্যবহার করতে ঘণ্টায় মাত্র ০.৫-০.৬ লিটার অকটেন প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া নিয়ন্ত্রিত ও নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে চারা রোপণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে চারা রোপণের জন্য ট্রে অথবা পলিথিন সিটের ওপর চারা উৎপাদন করতে হয়। ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট ১৮-২২ দিন বয়সের চারা এ যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে রোপণের উপযোগী
৩.	রিপার		এ যন্ত্রটি দিয়ে খুব সহজে ধান ও গম কাটা যায়। প্রতি ঘণ্টায় জ্বালানি খরচ মাত্র ০.৮ লিটার (পেট্রোল)। এ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ৩৫-৫০ শতাংশ ধান এবং ৪৫-৬০ শতাংশ গম কাটা যায়। যন্ত্রটি কাটতে কাটতে সামনে চলে এবং ডান দিকে কাটা ফসল সারিবদ্ধভাবে পড়ে। পরবর্তীতে সু-বিধামতো সময়ে সারিবদ্ধভাবে কাটা ফসল আঁটি বেঁধে মাড়াই করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে হয়। এ যন্ত্রের সাহায্যে কিছুটা হেলেপড়া ধান বা গমও কাটা যায় এবং জমিতে কিছুটা পানি থাকলেও যন্ত্রটি দিয়ে ফসল কাটা যায়।

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপের সঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতির সম্পর্ক

দৈর্ঘ্য

- ১ ইঞ্চি=২৫.৪ মিলিমিটার=২.৫৪ সেন্টিমিটার=০.০২৫৪ মিটার
- ১ ফুট=৩০৪.৮ মিলিমিটার=৩০.৪৮ সেন্টিমিটার = ০.৩০৪৮ মিটার=১২ ইঞ্চি
- ১ গজ=৯১৪.৪ মিলিমিটার = ৯১.৪৪ সেন্টিমিটার =০.৯১৪৪ মিটার= ৩ ফুট
- ১ মাইল=১৬০৯.৩৪৪ মি.=১.৬০৯ কিলোমিটার =১৭৬০ গজ
- ১ নটিক্যাল মাইল (ব্রিটিশ)=১৮৫৩.১৮ মিটার
- ১ সেন্টিমিটার=১০ মিলিমিটার=০.৩৯৩৭ ইঞ্চি(প্রায়)
- ১ মিটার=১০০ সেন্টিমিটার=১.০৯ গজ=৩.২৮১ ফুট=৩৯.৩৭ ইঞ্চি
- ১ কিলোমিটার=১০০০ মিটার=০.৬২১৪ মাইল

ওজন

- ১ মেট্রিক টন=১,০০০ কেজি=২৬ মণ ৩১ সের ১ ছটাক = ২২০৫ পাউন্ড
- ১ কুইন্টাল=১০০ কেজি=২.৬৮ মণ
- ১ বুশেল=০.৭৩ মণ=২৯.১৭ সের
- ১ মণ= ৪০ সের=৩৭.৩২৪১৭২ কেজি=০.৩৭৩২৪২ মেট্রিক টন
- ১ সের=০.৯৩৩১০৪ কেজি
- ১ কেজি=১০০০ গ্রাম =১.০৭১৬৩৬ সের=২.২০৪৬২৩ পাউন্ড
- ১ ছটাক=৫ তোলা=৫৮.৩১৯ গ্রাম
- ১ তোলা=১১.৬৬ গ্রাম (প্রায়)
- ১ বেল তুলা = ৩৯২ পাউন্ড = ১৭৭.৮১ কেজি
- ১ বেল পাট = ৪০০ পাউন্ড = ১৮১.৪৭ কেজি = ৫ মণ
- ১ আউন্স = ২.৪৩ তোলা = ২৮.৩৫ গ্রাম

আয়তক্ষেত্র

- ১ হেক্টর=২.৪৭ একর=০.০০৩৮৬১ বর্গমাইল = ১০,০০০ বর্গমিটার
- ১ একর=৩.০২৫ বিঘা=০.৪০৫ হেক্টর=৪৮৪০ বর্গগজ=৪৩৫৬০ বর্গফুট=৪০৪৭ বর্গমিটার
- ১ বর্গমাইল=৬৪০ একর=২৫৯ হেক্টর ১ বর্গ কিলো মিটার = ১০০০ হেক্টর = ০.৩৮৬ বর্গমাইল
- ১ কাঠা=৬৬.৬৭ বর্গমিটার (প্রায়) = ১.৬৫ শতক = ৮০ বর্গগজ
- ১ বিঘা = ০.৩৩০৬ শতক = ০.১৩৭৮ হেক্টর
- ১ বর্গগজ=০.৮৩৬ বর্গমিটার=৮৩৬১ বর্গসেন্টিমিটার
- ১ বর্গফুট=০.০৯৩ বর্গমিটার=৯২৯ বর্গসেন্টিমিটার
- ১ বর্গইঞ্চি=৬.৪৫ বর্গসেন্টিমিটার

ঘনত্বের মাপ

- ১ ঘনফুট=৭.৪ গ্যালন (USA)=৬.২৩ গ্যালন (UK)=০.০২৮৩ ঘনমিটার
- ১ ঘনমিটার=৩৫.৩১৫ ঘনফুট = ১০০০ লিটার

তরল পদার্থের মাপ

- ১ গ্যালন (UK)=১.২০ গ্যালন (USA)=৪.৫৪২৫ লিটার
- ১ লিটার=১০০০.০২৮ কিউবিক সেমি. =০.০৩৫ ঘনফুট=০.২২০ গ্যালন (ব্রিটিশ)
- ১ ব্যারেল (পেট্রোলজাত)=০.১৫৯ কিউ মি.=৩৪.৯৭ গ্যালন (ব্রিটিশ) =৪২ গ্যালন (USA)

তাপ

ফা. (ফারেনহাইট); সে. (সেন্টিগ্রেড/সেলসিয়াস)

ফা. = (সে.X১.৮)+৩২

সে. = $\frac{ফা-৩২}{১.৮}$

বিবিধ

- ১ অশ্বশক্তি=৫৫০ ফুট পাউন্ড/সেকেন্ড=৭৪৫.৭০ ওয়াট (UK)
- ১ একর ইঞ্চি পানি = $\frac{৩}{৪}$ কিউসেক পাম্পের ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সরবরাহ
= ১ " " " ১ ঘণ্টার সরবরাহ
= ২ " " " $\frac{১}{২}$
- ১ ফ্যাদম = ৬ ফুট= ১.৮৩ মিটার

ব্যক্তিগত জরুরি টেলিফোন নম্বর

নাম ও ঠিকানা	অফিস	বাসা	মোবাইল

মুদ্রণে

কৃষি তথ্য সার্ভিস

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

সুলভ মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা

ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম :

ঠিকানা :

শ্রেণি নম্বর : ব্যক্তিগত নথি নম্বর :

টেলিফোন অফিস : বাসা :

মোবাইল : ফ্যাক্স :

ই-মেইল : ওয়েবসাইট :

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট : জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

জীবন বীমা পলিসি নম্বর : টিআইএন :

পাসপোর্ট নম্বর ও নবায়ন তারিখ :

ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়ন তারিখ :

২০২০ সালের সরকারি ছুটির তালিকা

- ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন)- শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
১৭ মার্চ (৩ চৈত্র)- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিবস
২৬ মার্চ (১২ চৈত্র)- স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
১ মে (১৮ বৈশাখ)- মে দিবস
৬ মে (২৩ বৈশাখ)- বুদ্ধ পূর্ণিমা
২২ মে (৮ জ্যৈষ্ঠ)- জামাতুল বিদা
২৫ মে (১১ জ্যৈষ্ঠ)- ঈদ-উল ফিতর
১ আগস্ট (১৭ শ্রাবণ)- ঈদ-উল আযহা
১১ আগস্ট (২৭ শ্রাবণ)- শুভ জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট (৩১ শ্রাবণ)- জাতীয় শোক দিবস
২৬ অক্টোবর (১০ কার্তিক)- দুর্গাপূজা
৩০ অক্টোবর (১৪ কার্তিক)- ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সাঃ)
১৬ ডিসেম্বর (১ পৌষ)- বিজয় দিবস
২৫ ডিসেম্বর (১০ পৌষ)- যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন (বড় দিন)

সূচি

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনার শিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ বেপজা কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যালয়/সচিবালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, দশম জাতীয় সংসদে গঠিত কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি নীতি সহায়ক ইউনিট (আপসু), তথ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	১-৭
২।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।	৮-৯
৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি রেক্টর, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়।	১০-১১
৪।	ভূমি মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, এগ্রিকালচার উইং।	১২-১৩
৫।	এগ্রিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সরেজমিন উইং, হটিকালচার উইং, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, উদ্ভিদ সংনিরোধ উইং।	১৪-২০
৬।	প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ক্রেপস উইং, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং।	২১-২৬
৭।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)।	২৭-৩০
৮।	কৃষি তথ্য সার্ভিস, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ব্যাংক (খামারবাড়ি)	৩১-৩৩
৯।	প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিস, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসসি), কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা এন্ড অগমেণ্ট ট্রাস্ট, বাংলাদেশ একাডেমী অব এগ্রিকালচার, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম (ফেজ-II) প্রজেক্ট।	৩৪-৩৬
১০।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।	৩৭-৩৯
১১।	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণি সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪০-৪৩
১২।	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ তথ্য দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর।	৪৪-৪৫
১৩।	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিস।	৪৬-৪৮
১৪।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস এবং মেট্রো/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়।	৪৯-১০২
১৫।	ভূমি সংস্কার বোর্ড, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (কুমিল্লা), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বগুড়া), আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)।	১০৩-১০৪
১৬।	বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল।	১০৫-১০৬
১৭।	বাংলাদেশ বেতার, প্রাইভেট রেডিও, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।	১০৭-১০৮

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১৮।	জিপিও, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক), বাউজার্ম প্লাজম সেন্টার, ফল গাছ উন্নয়ন প্রকল্প, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।	১০৯-১১০
১৯।	বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন, নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা, আরবরিকালচার- সড়ক ও জনপথ বিভাগ, আরবরিকালচার-গণপূর্ত বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন এসোসিয়েশন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স, ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক সংস্থা।	১১১-১১২
২০।	ব্যাংক, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন।	১১৩-১১৪
২১।	উল্লেখযোগ্য হোটেল/রেস্টুরেন্ট, জরুরি সেবা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিটি কর্পোরেশন, বিদেশী দূতাবাস, ক্লাব, অন্যান্য অনুসন্ধান, টেলিফোন অনুসন্ধান, বিমান সংস্থা, দূরপাল্লার বাস, পরিবহন, কুরিয়ার সার্ভিস, ফায়ার সার্ভিস।	১১৫-১১৮
২২।	ব্লাড ব্যাংক, হাসপাতাল, উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র, উল্লেখযোগ্য দাতা সংস্থা, এ্যাম্বুলেন্স, ভ্রমণ, ক্লাব, লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক তথ্য কেন্দ্র, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।	১১৯-১২১
২৩।	অবসরপ্রাপ্ত সম্মানিত কৃষিবিদ।	১২২-১৪২
২৪।	উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার অফিসারগণ।	১৪৩-১৪৪

সূচি

তথ্যাবলী :

ক্র: নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১।	একনজরে বাংলাদেশ, একনজরে কৃষি, একনজরে প্রাণিসম্পদ, একনজরে বাংলাদেশের বনাঞ্চল, একনজরে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ।	১-৬
২।	বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম, ডিএই (বিভিন্ন ফসলের দ্বারা মাটি থেকে খাদ্য উৎপাদন অপসারণের পরিমাণ), বিভিন্ন সময়ে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ, বালাইনাশকের ব্যবহার, মাঠ ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদন।	৭-১৪
৩।	ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধানের জাতসমূহ।	১৫-১৮
৪।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যাবলি, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যাবলি।	১৯-৬৭
৫।	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ফসলের জাত, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ইক্ষুজাতসমূহ	৬৮-৭০
৬।	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের জাত, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত।	৭১-৭৫
৭।	বাউ-জার্মপ্লাজা সেন্টার, ফল গাছ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহ, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত নোটিফাইড ফসলের ইনব্রিড জাতের তালিকা।	৭৬-৮২
৮।	বঙ্গবন্ধু ও কৃষি, কৃষি তথ্য বিস্তারে কৃষি তথ্য সার্ভিস	৮৩-৮৬
৯।	শুকনো বীজতলা, ভাসমান চাষাবাদ, বিটি বেগুন, গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নে তালগাছ।	৮৭-৮৯
১০।	কালোজিরা, উন্নত ও খাটো জাতের নারিকেল চাষ, কম্পোস্ট, কেঁচো কম্পোস্ট ভার্মি কম্পোস্ট	৯০-৯৩
১১।	পাতকুয়া, কৃষি উন্নয়নে ই-কৃষি	৯৪-৯৬
১২।	পরিবর্তিত জলবায়ু ও কৃষি, পরিবেশবান্ধব ব্রি সৌরশক্তি চালিত আলোক ফাঁদ, ছাদ বাগান	৯৭-৯৯
১৩।	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা গড় পুষ্টি চাহিদা, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যে পুষ্টি উপাদান।	১০০-১০৬
১৪।	দেশের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, টেলিভিশনে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান।	১০৭-১০৯
১৫।	বিভিন্ন দৈনিক, পাক্ষিক ও মাসিক কৃষি বিষয়ক প্রকাশনা, কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃষক নির্বিল্লে বোরো ধান, আউশ ধান, আমন ধান চাষে কর্তৃক ভাইদের করণীয় এবং যন্ত্রপাতি, মেক্ট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপের সঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতির সম্পর্কে।	১১০-১১৬
১৬।	বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল, বাংলাদেশের ফসল পঞ্জিকা, কৃষক পর্যায়ে ভেজাল রাসায়নিক সার শনাক্তকরণের সহজ উপায়।	১১৭-১২০